ভক্তিসারসমুচ্চয়ঃ

শ্রীলোকানন্দাচার্য্য প্রণীতঃ

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্।

ভক্তিসারসমুচ্চয়ঃ

শ্রীলোকানন্দাচার্য্য প্রণীতঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবন বাস্তব্যেন ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রি, নব্য ন্যায়াচার্য্য,

কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, মীমাংসা, বেদান্ত, তর্ক, তর্ক,

তর্ক, বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ বিদ্যারত্নাদ্যুপাধ্যলঙ্কৃতেন

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রিণা

সম্পাদিতশ্চ

★

সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশক :—

শ্রীগদাধরগৌরহরি প্রেস,

শ্রীহরিদাস নিবাস, কালীদহ, বৃন্দাবন,

* শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্ *

বিজ্ঞপ্তিঃ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের করুণায় ভক্তিসারসমুচ্চয় নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীলোকানন্দাচার্য্য। শ্রীলোকানন্দ ও লোচনানন্দ, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের দুই নয়ন স্বরূপ ছিলেন, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীগৌর গুণে মুগ্ধ হইয়াই প্রস্তুত গ্রন্থ জীব কল্যাণের নিমিত্ত রচনা করেন। সুতরাং ভক্তিসারসমুচ্চয় গ্রন্থ অনুপম মর্য্যাদা মণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতেই অতি দুরূহ বিষয়গুলির সুন্দর সমাধান করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ অষ্টম বিরচনে পূর্ণ। প্রথম বিরচনে—ভজনীয় শ্রীগৌর তত্ত্ব নির্ণয়, দ্বিতীয়ে,—ভক্তি নির্ণয়, তৃতীয়ে,—গুরু পাদাশ্রয়, চতুর্থে,—নাম মাহাত্ম্য, পঞ্চমে,—ভাগবত লক্ষণ, ষষ্ঠে,—মহাপ্রসাদ মহিমা, সপ্তমে,—শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব বিমুখ নির্ণয়, এবং অষ্টমে,—বৈরাগ্য তত্ত্ব নিরূপণ হইয়াছে।

গ্রন্থকারের পরিচয় শ্রীগোপালদাস কৃত শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয় গ্রন্থে বিস্তৃত রূপে দেওয়া হইয়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ— দিগ্‌বিজয়ী নামে কবি ঠাকুরের শাখা।

লোকানন্দাচার্য্য নাম পণ্ডিতে করি লেখা॥

শ্রীগৌরাঙ্গে কহে মোর এই কাঠ হয়।
যে মোরে জিনিবে তারে করিব আশ্রয়॥
ঠাকুরের স্থানে তেঁহো হৈলা পরাজয়।
নীলাচলে কৈলা তাঁর চরণ আশ্রয়॥
ভক্তিসার সমুচ্চয় গ্রন্থ যাঁহার।
গৌরাঙ্গের সিদ্ধান্ত পুরাণে ব্যাখ্যা তাঁর॥

দিগ্‌বিজয়ী লোকানন্দাচার্য্য নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আমাকে শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করিবে আমি তাঁহার চরণাশ্রয় করিব। শ্রীনরহরি সরকারের নিকট ইঁনি পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লোকানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনার বৈধী মার্গোপদেষ্টা, এবং লোচনানন্দই রাগমার্গে শ্রীগৌরাঙ্গের রহস্য তত্ত্বের প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের উজ্জ্বল কীর্ত্তি স্বরূপ সুমধুর সিদ্ধান্তরাজি সমন্বিত ভক্তিসারসমুচ্চয় গ্রন্থ সুধী সমাজকে সুখী করিবে।

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

শ্রীহরিদাস নিবাস
কালিয়দহ, বৃন্দাবন
ঝুলন পুর্ণিমা
৮।৮।৭৯

বিষয় সুচী

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্ ॥

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ঃ

—ঃ০ঃ—

অমল কমলবক্ত্রং গৌরমম্ভোজনেত্রং
মধুর মধুরহাসং চারুকন্দর্পবেশং।
সুরনরমুনিবন্দ্যং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং
কলিত নটনশক্তিং তং ভজে প্রেমমূর্ত্তিং ॥১॥

অথ তাবদ্ভগবদ্ভজনে গুরুরেবেষ্টদেবো বিশেষত-স্তচ্চরণপ্রসাদাৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশমপূর্ব্বক ভক্তিপ্রবোধকাশেষ বিশেষতত্ত্বসিদ্ধান্ত—বচনা-চরণং প্রকাশত ইত্যালোচ্য তদাশ্রয়ণমাহ ॥২॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধোঽহং জ্ঞানার্ণব সুধাকরং।
আশ্রয়ে শ্রীনরহরিং শ্রীগুরুং দীনবৎসলং ॥৩॥

গদাধর পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
ভক্তিসারের ভাষা ব্যাখ্যা করে হরিদাস ॥

মধুর হাস্যযুক্ত অমল কমল বদন, কমল নয়ন, মনোরম কন্দর্পবেশযুক্ত, নৃত্য শক্তিপ্রকটনকারি সুরনর মুনিগণ বন্দনীয় প্রেম মূর্ত্তি কৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রের ভজন করি ॥১॥

ভগবদ্ভজনে শ্রীগুরুদেবই ইষ্টদেব, বিশেষতঃ তাঁহার শ্রীচরণ কৃপায় সকল বিঘ্নোপশমপূর্ব্বক ভক্তি প্রাপ্তির উপযোগী অশেষ বিশেষ তত্ত্বসিদ্ধান্ত এবং তাঁহার আদেশ পালন সম্ভব হয়, অতএব উক্ত বিষয় সমূহের গুরুত্ব অবধারণ করিয়া তাহার মূল কারণ শ্রীগুরুচরণ বন্দনার কথা বলিতেছেন ॥২॥

জ্ঞানার্ণব সুধাকর দীনবৎসল শ্রীগুরু শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ অজ্ঞান তিমিরে নেত্র হীন আমি করিতেছি ॥৩॥

তদাশ্রয়ণাঙ্গ ব্যবহরণমাহ—

বন্দে ভক্তপদদ্বন্দ্বং সর্ব্ববিঘ্ন নিবারকং।
যন্নাম শ্রুতি মাত্রেণ লোকাঃ সন্থঃ পুণন্তিচ ॥৪॥

ইদানীং পরিহারযাচন— পূর্ব্বক স্বপ্রয়োজনমাহ—

ক্ষম্যতাং ভগবদ্ভক্তা জিজ্ঞাসূনাং বিনোদ্যতে।
লোকানন্দেন ভগবদ্ ভক্তিসার সমুচ্চয়ঃ ॥৫॥

নন্থ জিজ্ঞাসুভিঃ পুনঃ কথমত্র যত্নঃ কার্য্যো যাবৎ শ্রীভাগবতাদি নানা পুরাণানি সন্তি তেষাং অবলোকনে যত্নবন্তো ভবিষ্যন্তি ইত্যত্রাহ—

তুর্ব্বাসনাসক্তি বিমূঢ় বুদ্ধয়ো নানা পুরাণ শ্রবণেক্ষণালসাঃ
জিজ্ঞাসবঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ কুর্ব্বন্তি যত্নং পরমত্র সাধবঃ ॥৬॥

তত্র ভক্তিসার সমুচ্চয় শব্দস্য অর্থমাচষ্টে—

শ্রীভাগবতাদি নানা পুরাণস্থ ভক্তি প্রবোধকানি সারভূত পদ্য-রূপ-বচনানি শাকপার্থিবাদিনা মধ্যপদলোপঃ লক্ষণয়া ভক্তিসার শব্দেন ভক্তি বোধক সার পদ্যরূপ বচনান্যুচ্যন্তে। তেষাং সমুচ্চয় একত্রীকরণং যত্রেত্যন্বয়ঃ ॥৭॥

শ্রীগুরু চরণাশ্রয়ের কথা বলিতেছেন—

যাঁহার নাম গ্রহণ মাত্রেই সকল লোক সদ্য পবিত্র হয়, সর্ব্ব বিঘ্ন নিবারক সেই শ্রীগুরুর চরণ পদ্মের আমি বন্দনা করি ॥৪॥

সম্প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করিতেছেন। হে ভগবদ্‌ভক্তগণ! আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন, লোকানন্দ নামক আমি জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিমিত্ত ভগবদ্‌ভক্তি সার সমুচ্চয় গ্রন্থের রচনা করিতেছি ॥৫॥

দুর্ব্বসনা আসক্তি জন্য বিমূঢ় মতি ব্যক্তিগণ অনেক বিধ পুরাণ গ্রন্থ শ্রবণ এবং অধ্যয়নে আলস্য পরায়ণজনগণ মহৎ সৌভাগ্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ অবগত হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসার উদয় হইলে সেই সাধু প্রকৃতির ব্যক্তিগণ বিশেষ যত্নের সহিত এই ভক্তিসার সমুচ্চয় গ্রন্থের অবলোকনে বিশেষ যত্নশীল হইবেন ॥৬॥

ভক্তিসার সমুচ্চয় শব্দের অর্থ বলিতেছেন—

শ্রীভাগবত প্রভৃতি নানা পুরাণস্থ ভক্তি প্রবোধক সারভূত পদ্যরূপ রচনা সমূহ, শাক পার্থিব সমাস দ্বারা মধ্যপদ লোপ হইয়াছে। লক্ষণা দ্বারা ভক্তিসার শব্দে ভক্তি বোধক সার পদ্য সমূহের সংগ্রহার্থ গৃহীত হইতেছে, সেই সকলের

অথ ভগবদ্ভক্তিঃ কিন্নামোচ্যতে আরাধ্যত্বেন জ্ঞানং ভক্তিঃ।

আরাধনা চ গৌরবপ্রীতি হেতুক্রিয়া। গৌরবঞ্চ সভয়াদরে বর্ত্ততে। প্রীতিঃ সানুরাগস্নেহে বর্ত্ততে। গৌরবেন যুক্তাপ্রীতিঃ শাকপার্থিবাদি স্তস্যা জনকং কর্ম্মেত্যর্থঃ। তদপি শ্রবণকীর্ত্তনাদীতি বক্ষ্যামঃ ॥৮॥

তত্র তাবৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বাদারাধ্যত্বমুপপন্নমিতি-তদেব দর্শয়িতুমাদিপুরুষ নির্ণয়মাহ শ্রীশুকবাক্যেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতি র্গুণাস্তৈ
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চি হরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্রখলু সত্ত্বতনো র্নৃণাং স্যুঃ ॥৯॥

অস্যার্থঃ। একঃ শ্রেষ্ঠঃ পরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে র্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ সন্ অস্য জগতঃ স্থিত্যাদয়ে, স্থিতি সৃষ্টি প্রলয় নিমিত্তং হরির্বিষ্ণুঃ বিরিঞ্চির্ব্রহ্মা হরো মহেশ ইতি সংজ্ঞাত্রয়ং ধত্তে।

একত্রীকরণ যে গ্রন্থে সম্পন্ন হইয়াছে তাহাকে ভক্তিসার সমুচ্চয় বলা হইবে ॥৭॥

ভগবদ্ভক্তি কাহাকে বলে? উত্তরে বলিতেছেন,— আরাধ্যত্বরূপে যে জ্ঞান তাহাকে ভক্তি বলে, গৌরব যুক্ত প্রীতি বশতঃ যে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তাহাকে আরাধনা বলে। সভয় আদরের নাম গৌরব। সানুরাগ স্নেহকে প্রীতি বলে। গৌরব প্রযুক্ত প্রীতি, শাক পার্থিব সমাস দ্বারা সেই প্রীতির জনক কর্ম্মকে জানিতে হইবে। তাহা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপে প্রকাশিত হয়, ইহা উত্তর গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে ॥৮॥

—*—

শ্রীহরি কারুণ্য বাৎসল্যাদি গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব তিনিই একমাত্র আরাধ্য। ইহার বিশেষ নির্ণয় প্রদর্শনের জন্য শ্রীশুকদেবের উক্তির দ্বারা বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিতেছেন। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটী গুণ প্রকৃতির, ত্রিবিধ গুণ যুক্ত এক পরম পুরুষ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। মানবগণের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি কিন্তু সত্ত্ব তনু শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা হইতেই সম্ভব হয় ॥৯॥

ইহার অর্থ, এক শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির অতীত পুরুষ প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তম, গুণে যুক্ত হইয়া পরিদৃশ্যমান জগতের স্থিতি সৃষ্টি প্রলয় নিমিত্ত, হরি, বিষ্ণু, বিরিঞ্চি ব্রহ্মা, হর, মহেশ ত্রিবিধ সংজ্ঞায় অভিহিত হন। সেই প্রসিদ্ধ পুরুষ, সত্ত্বগুণ

স এব পরঃ পুরুষঃ সত্ত্বযুক্তঃ সন্ বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ সর্ব্বজীবকল্যাণদায়কো
বিষ্ণুরূপী জায়তে, এবং রজোযুক্তঃ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তমোযুক্তঃ সংহর্ত্তা
হরোভবতি। এবং সর্ব্বগুণাতীতোঽনাদি যাদৃশঃ পরপুরুষো যেন বা
লভ্যত ইত্যেতদ্দর্শয়িতুমাহ শ্রীভগবদ্বাক্যেন—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থভক্ত্যালভ্য স্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং ॥১০॥

সঃ পরঃ পুরুষঃ অনন্যা নিরপেক্ষা প্রেমলক্ষণা একা ভক্তিস্তয়ৈব
উপলভ্যঃ। এবং ভক্তচেতসি স্বয়মেব প্রকাশত ইতি বাক্যার্থঃ। এবং
তস্যৈকভক্তিলভ্যত্বাৎ যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈরিত্যাদি বচন প্রামাণ্যেন
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে গৌরকৃষ্ণস্য যজনীয়ত্বাচ্চোক্তবাক্যৈকবাক্যতয়া শ্রীচৈত
এব পরঃ পুরুষ ইত্যুচ্যত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥১১॥

ননু তাবচ্চৈতন্যস্য জ্ঞানরূপ স্বরূপত্বাৎ একভক্তি লভ্যত্বং কথং
উপপদ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ উত্তর খণ্ডে বৈকুণ্ঠবর্ণনে—

যত্র যোগেশ্বরঃ সাক্ষাদ্ যোগিচিন্ত্যোঃ জনার্দ্দনঃ।
চৈতন্যবপুরাস্তে বৈ সান্দ্রানন্দাত্মকঃ প্রভুঃ ॥১২॥

যুক্ত হইয়া বিষ্ণু সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া সর্ব্ব জীব কল্যাণ দায়ক বিষ্ণুরূপে
প্রকটিত হন এবং রজোযুক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তমোযুক্ত সংহর্ত্তা মহাদেব হন।
এই প্রকার সর্ব্বগুণাতীত অনাদি যে পুরুষ যে সাধনের দ্বারা উপলব্ধ হন, তাহ
শ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিতেছেন। হে পার্থ! সেই প্রকৃত্যতীত পরম
পুরুষ অনন্য ভকৃতির দ্বারা উপলব্ধ হন। যাঁহার শরীরে নিখিল বিশ্ব অবস্থিত
আছে এবং যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ॥১০॥

অর্থ, সেই পরম পুরুষ অনন্য নিরপেক্ষ প্রেম লক্ষণা ভকৃতির দ্বারাই
উপলব্ধ হন। ভকৃত চিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হন, ইহাই বাক্যার্থ। তিনি প্রেম
লক্ষণা ভকৃতি দ্বারাই উপলব্ধ হন, "সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারা" এই বচন
প্রমাণে সংকীর্ত্তন যজ্ঞ দ্বারা গৌরকৃষ্ণকে ভজন করা কর্ত্তব্য, উক্ত বাক্যের সহিত
এক বাক্যতার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যই পরম পুরুষ, ইহাই বলিবার অভিপ্রায় ॥১১॥

চৈতন্য জ্ঞান রূপ স্বরূপ হওয়ার জন্য প্রেম লক্ষণা ভকৃতি লভ্য কি প্রকারে
সম্ভব হইবে? এইরূপ সংশয়ের উত্তরে পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডস্থ বৈকুণ্ঠ বর্ণনের
বচন প্রদর্শন করিতেছেন। যে স্থানে যোগিগণের চিন্তনীয় যোগেশ্বর জনার্দ্দন
সান্দ্রানন্দাত্মক প্রভু চৈতন্য শরীরে বিরাজিত আছেন ॥১২॥

অথ শ্রীজগন্নাথাবির্ভাবে উত্তরে—

যঃ যেতে যোগনিদ্রান্তামানঃন্ পুরুষে তমঃ।
স মূলং জগতামাদি স্তস্য লোমানি যানি বৈ॥
তানি কল্পদ্রুমস্থানি শঙ্খ চক্রাঙ্কিতানি বৈ।
তন্মধ্যস্থোঽপ্যয়ং বৃক্ষশ্চৈতন্যাধিষ্ঠিতঃ পুরাঃ॥
স্বয়মুৎপতিতঃ সিন্ধোঃ সলিলে সারপৌরুষঃ।
ভোগান্ ভোক্তুং ত্রিলোকস্থান্ দারুবর্ষ্মা জনার্দ্দনঃ ॥১৩॥

এতেন চৈতন্যনামা শ্রীবিগ্রহে ভগবানস্তীতি বাক্যার্থ ইত্যেতৎ স্পষ্টয়তি বৃহন্নারদীয়ে নারদ বাক্যেন—

ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশাদ্যা যস্যাংশা লোকসাধকাঃ।
তমাদিদেবং চিদ্রূপং বিশুদ্ধং পরমং ভজে ॥১৪॥

চিদ্রূপমিত্যতিগুপ্ততমত্বাৎ চৈতন্যস্য চিদিতি পর্য্যায় শব্দোল্লেখঃ রূপশব্দোঽত্র নাম্নিবর্ত্ততে রূপং মূর্ত্ত্যভিধানয়োরিত্যভিধান প্রামাণ্যাৎ এবং চৈতন্যনামানমাদিদেবং ভজ ইত্যন্বয়ঃ। স এবাদিপুরুষো ভগবান্ চৈতন্য কলৌ শচীগর্ভে প্রাদুর্বভূবে—ত্যেতদ্ দর্শয়িতুং ব্রবীতি বায়ু-পুরাণে ভগবদ্বাক্যং—॥১৫॥

অনন্তর শ্রীজগন্নাথের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীহরি যোগনিদ্রাকে গ্রহণ করেন। তিনিই জগতের মূল কারণ। তাঁহার লোমরাজিই কল্পদ্রুম এবং তাহা শঙ্খ চক্র চিহ্নাঙ্কিত। তাহারই মধ্যে এই কৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্ব্বে ইহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। স্বয়ং সার পুরুষ সিন্ধুর সলিলে আবির্ভূত হইয়াছেন। দারুময়ী মূর্ত্তি জনার্দ্দন ত্রিলোকে ভোগ গ্রহণের অভিলাষী হইয়া এই লীলা করিয়াছেন ॥১৩॥

ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে চৈতন্য নামক শ্রীবিগ্রহে ভগবান্ বিরাজিত আছেন। ইহার প্রদর্শন করিতেছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণের শ্রীনারদ ঋষির বাক্যে বর্ণিত আছে— ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি লোকপালগণ যাঁহার অংশ, সেই আদিদেব বিশুদ্ধ চিদ্রূপ পরম স্বরূপের ভজন করি ॥১৪॥

চিদ্রূপ, বলিতে অতি গোপনীয়তমতারই বোধ হয়। ইহা চৈতন্যের পর্য্যায় বাচী শব্দ। এই পর্য্যায় বাচী শব্দের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতীতি উক্ত নামে সুস্পষ্ট আছে, রূপ শব্দ মূর্ত্তি এবং অভিধানের বাচক হওয়ায় আমি সেই

দিবিজাভূবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥১৬॥

তথা বামন পুরাণে—

কলিঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বাচার বিবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সম্ভুয় তারয়িষ্যামি নারদ ॥১৭॥
আনন্দাশ্রু কলারোম হর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসি রূপিণং ॥১৮॥

তথা নারদীয়ে—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥১৯॥

তথা ভবিষ্যে—

শঙ্কর গ্রাহগ্রস্তং হি ভক্তিযোগমহং পুনঃ।
কলৌ সন্ন্যাসিরূপেণ বিতরামি চরামি চ ॥২০॥

চৈতন্যনামক আদিদেবের ভজন করি। এই প্রকার উপরোক্ত বাক্যের সহিত ইহার অন্বয় আছে। সেই আদি পুরুষ ভগবান্ চৈতন্যদেব কলিযুগে শচীগর্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইহার প্রমাণ প্রদর্শনের নিমিত্ত বায়ু পুরাণের ভগবদ্ বাক্যকে প্রমাণ রূপে উল্লেখ করিতেছেন ॥১৫॥

হে দেবগণ! আপনারা পৃথিবীতে ভক্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হউন কলিযুগে সংকীর্ত্তন প্রচারের নিমিত্ত আমি শচীনন্দন হইয়া অবতীর্ণ হইব ॥১৬॥

এই প্রকার বামন পুরাণে বর্ণিত আছে— হে নারদ! কলিঘোরতমশ্ছন্ন সর্ব্বাচার বিবর্জ্জিত জনগণকে আমি শচীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া উদ্ধার করিব ॥১৭॥

হে তপোধন! আনন্দাশ্রু যুক্ত পুলকায়িত শরীর ধারী সন্ন্যাসী রূপী আমাকে সকল লোক দর্শন করিবে ॥১৮॥

নারদীয় পুরাণে উক্ত আছে—

হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ, ভগবদ্ভক্তরূপে সর্ব্বদা সকল লোকের রক্ষা বিধান করিব ॥১৯॥

ভবিষ্য পুরাণে বর্ণিত আছে—

শঙ্কররূপী মকরগ্রস্ত ভক্তিযোগকে পুনর্ব্বার আমি কলিযুগে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়া বিতরণ আচরণ দ্বারা রক্ষা করিব ॥২০॥

তথা শান্তিপর্ব্বণি দানধর্ম্মে—

সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ।

তথা— সুবর্ণবর্ণোহেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥২১॥

তথা মৎস্য পুরাণে—মুণ্ডো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ।

দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহীভবিষ্যামি কলৌযুগে ॥২২॥

ইতি গ্রন্থবাহুল্যাদপরং ন লিখিতমিতি। এবং শচীগর্ভে প্রাদুর্ভূতস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য তত্ত্বার্থং দর্শয়িতুমাহ শ্রীনরহরিদাস বাক্যেন—

চৈতন্যং ভক্তিনৈপুণ্যং শ্রীকৃষ্ণোভগবান্ স্বয়ং।

দ্বয়োঃ প্রকাশাদেকত্র কৃষ্ণচৈতন্য উচ্যতে ॥২৩॥

তথা তন্নামমাহাত্ম্যং দর্শয়িতুমাহ নারদবাক্যেন ব্রহ্মরহস্যে—

কৃষ্ণচৈতন্য ইত্যেতৎ নাম্নাং মুখ্যতমং প্রভোঃ।

হেলয়া সকৃদুচ্চার্য্য সর্ব্বনামফলং লভেৎ ॥২৪॥

তথা বিষ্ণুযামলে—কৃষ্ণচৈতন্য নাম্না যে কীর্ত্তয়ন্তি সকৃন্নরাঃ।

নানাপরাধমুক্তাস্তে পুণন্তি সকলং জগৎ ॥২৫॥

মহাভারতস্থ দানধর্ম্মে উক্ত আছে—সন্ন্যাসকৃৎ শম, শান্ত, নিষ্ঠা, শান্তি, পরায়ণঃ, সুবর্ণ বর্ণ, হেমাঙ্গ বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী ॥২১॥

মৎস্য পুরাণে কথিত আছে— মুণ্ডিত মস্তক, গৌরবর্ণ, সুদীর্ঘ অঙ্গ, দয়ালু গঙ্গাতীরে উৎপন্ন হইয়া কলিযুগে নাম সংকীর্ত্তনের প্রচার করিব। এই প্রকার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে কিন্তু গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে তাহার সম্যক লিখন সম্ভব হইল না ॥২২॥

শ্রীশচীদেবীর গর্ভে আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের তত্ত্বার্থ প্রদর্শনের জন্য শ্রীনরহরি ঠাকুরের কথন উল্লিখিত হইতেছে। চৈতন্য এবং ভক্তিনিপুণতা শ্রীকৃষ্ণভগবান্ স্বয়ং উক্ত রূপে প্রকটিত হন। উভয়ের পূর্ণ প্রকাশ একত্র হওয়ায় কৃষ্ণচৈতন্য বলা হয় ॥২৩॥

ব্রহ্ম রহস্যে শ্রীনারদ ঋষির বাক্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের মাহাত্ম্য নিম্নোক্ত প্রকার পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণচৈতন্য নাম সকল নামের মধ্যে মুখ্যতম বলিয়া হেলা পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিয়া সমস্ত নামোচ্চারণের ফল লাভে অধিকারী হয় ॥২৪॥

বিষ্ণুযামলে বলা হইয়াছে যে সকল মানব একবার মাত্রও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

স এব ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যঃ সংকীর্ত্তনযজ্ঞৈরারাধনীয় ইত্যেতৎ দর্শয়িতুমাহ। শ্রীভাগবতে, রাজোবাচ।

কস্মিন্‌কালে স ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশোনৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাং ॥২৬॥

করভাজন উবাচ।

কৃতং ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥২৭॥
কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ড কমণ্ডলূ ॥
মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তেতপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥
হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতিগীয়তে ॥২৮॥
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষিতঃ ॥

নাম কীর্ত্তন করিলে তাহারা নানা অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া জগৎ বাসীকে পবিত্র করিবে। নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া সকল জগৎকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় ॥২৫॥

সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ শ্রীনাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত হয়েন। এই প্রসঙ্গ শ্রীমদ্‌ভাগবতের বচন দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন, মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করিলেন— সেই ভগবান্ কি প্রকার নাম বর্ণ ও বিধির দ্বারা উপাসিত হয়েন তাহা সম্যক্ প্রকারে বর্ণন করুন ॥২৬॥

করভাজন ঋষি বলিলেন, শ্রীকেশব সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিকালে বহু বিধ নাম বর্ণ এবং বিধির দ্বারা পূজিত হয়েন ॥২৭॥

সত্যযুগে ভগবান্ শুক্ল চতুর্ব্বাহু জটা বল্কল ধারী মৃগচর্ম্ম উপবীত অক্ষমালা দণ্ডকমণ্ডলূ ধারণ করেন। সেই সময় মনুষ্যগণ শান্ত নির্বৈর সুহৃদ্‌সম ভাবাক্রান্ত হন, তাঁহরা শম দম্ তপস্যার দ্বারা দেবতার আরাধনা করেন এবং ঈশ্বর পুরুষ অব্যক্ত পরমাত্মা, হংস, সুপর্ণো, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম; যোগেশ্বর সকল নাম কীর্ত্তন করেন ॥২৮॥

তন্তদা মনুজাদেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিং।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥
বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে ॥২৯॥
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তথা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সংকর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং ॥৩০॥
নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথাশৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তিহি সুমেধসঃ ॥৩১॥

সুমেধসো জনাঃ কৃষ্ণবর্ণং যজ্ঞৈ র্যজন্তিতৎপূজাং কুর্ব্বন্তি। যজ্ঞৈঃ কৈঃ বিশিষ্টৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈঃ সংকীর্ত্তনস্বরূপৈরিত্যর্থঃ। কৃষ্ণবর্ণং

ত্রেতা যুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু ত্রিমেখল, হিরণ্যকেশ, বেদ পরায়ণ স্রুক্ স্রুব প্রভৃতি ধারণ করেন। সেই সময় মনুষ্যগণ, সর্ব্বদেবময় হরিকে ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রহ্মবাদিগণ ত্রয়ী বিদ্যার দ্বারা উপাসনা করেন। এবং বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত, উরুগায় নামকীর্ত্তন করেন ॥২৯॥

দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ পীতবসন, নিজ আয়ুধ শ্রীবৎসাদি চিহ্নের দ্বারা শোভিত হন, সে সময় মনুষ্যগণ মহারাজ সদৃশ প্রভুকে বেদতন্ত্রের দ্বারা আরাধনা করেন এবং বাসুদেবায় নমঃ, সংকর্ষণায় নমঃ, প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় নমঃ, সর্ব্ব ভূতাত্মা বিশ্বস্বরূপ বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার করি। এই বাক্য দ্বারা জগদীশ্বরের উপাসনা করেন ॥৩০॥

তন্ত্র বিধানে কলিযুগের উপাসনার কথা শ্রবণ কর,--কৃষ্ণবর্ণকান্তিতে অকৃষ্ণ সাঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পার্ষদপরিবৃত শ্রীহরির উপাসনা সুমেধা ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারাই সম্পন্ন করেন ॥৩১॥

সুমেধা ব্যক্তিগণ কৃষ্ণবর্ণের যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন, অর্থাৎ পূজা করেন। কি প্রকার যজ্ঞ? সংকীর্ত্তন প্রায়—অর্থাৎ সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারাই অর্চ্চনা

ইতি কৃষ্ণ ইতি স্বরূপোবর্ণোঽক্ষরং যত্র স তথা বর্ণো যশোঽক্ষরে বর্ণে ইত্যভিধানাদ্বর্ণশব্দোঽক্ষরে বর্ত্ততে। এতাবতা কৃষ্ণচৈতন্য নামানমিত্যন্বয়ঃ। তং কিং বিশিষ্টং ত্বিষাকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবতুজ্জ্বলং অত্র উজ্জ্বলশব্দেন তেজ উচ্যতে গ্রন্থাধিক্যাৎ, এবং তেজসঃ শুক্লত্বং দৃশ্যতে তৎকথং উপপদ্যতে, উচ্যতে, তেজসো গৌরবর্ণত্বং দৃশ্যতে 'রবিকর—গৌরবরাম্বরং দধান' ইতি করশব্দস্য তেজোবাচকত্বাৎ। যদ্বা ত্বিষা তেজসা অকৃষ্ণং গৌরমিতিযাবৎ। নন্বু অকার প্রশ্লেষোঽত্র কথং জ্ঞায়তে অকৃষ্ণশব্দেন গৌরো বা কথং লভ্যতে, উচ্যতে

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলোবল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥৩২॥

ইত্যনেন সত্যে শুক্লবর্ণ—উক্তঃ।

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মাস্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষিতঃ ॥৩৩॥

এতেন ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণো ভগবানুক্তঃ।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতাবাসানিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥৩৪॥

করেন। কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ—কৃষ্ণ-এই স্বরূপ, বর্ণ-অক্ষর যে স্থানে বর্ত্তমান আছে, সেই প্রকার যিনি বর্ণ, যশ, অক্ষর বর্ণ, অভিধানের প্রমাণে বর্ণ শব্দের অর্থ অক্ষর। এই প্রকার ব্যাখ্যায় কৃষ্ণচৈতন্যই উপাস্যরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। তিনি কি প্রকার? ত্বিষাকৃষ্ণ—ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল। উজ্জ্বল শব্দে "তেজ" এর বোধ হইতেছে। তেজের শুক্লবর্ণত্ব সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু প্রকৃত ব্যাখ্যানে কি প্রকারে সম্বন্ধ হইবে? বলিতেছেন, তেজের গৌরবর্ণ অর্থও সুপ্রসিদ্ধ আছে, যেমন "রবিকর গৌরবরাম্বরং দধানে" এই বাক্যে কর শব্দে "তেজ" অর্থ সুপ্রসিদ্ধ।" অথবা ত্বিষা, তেজে যিনি অকৃষ্ণ-অর্থাৎ গৌরবর্ণ। কিন্তু অকারের অনুসন্ধান উক্ত বাক্যে কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অকৃষ্ণ শব্দের অর্থও "গৌর" কি প্রকারে সম্ভব হইবে? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন সত্যযুগে ভগবান্ শুক্ল, চতুর্ব্বাহু, জটিল, বল্কলাম্বর, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা এবং দণ্ডকমণ্ডলূ ধারণ করেন ॥৩২॥

উক্ত বর্ণনায় সত্যযুগে শুক্ল বর্ণের কথা বলা হইল। ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, ত্রিমেখল, হিরণ্যকেশ, ত্রয্যাত্মা, স্রুক্‌স্রুবাদিযুক্ত হন ॥৩৩॥

ইত্যাদিভির্দ্বাপরেকৃষ্ণবর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ উক্তঃ। ততঃ পারিশেষ্যাৎ "শুক্লরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত" ইত্যত্র পীতগ্রহণেনাকারো লভ্যতেতদ্বাক্যৈক বাক্যতয়া চ অকৃষ্ণশব্দেন গৌরউচ্যতে, এবং গৌর-বর্ণস্যাতিগুপ্ততমত্বাচ্ছন্দছলেন ভগবতাব্যাসদেবেনাকৃষ্ণশব্দোদর্শিত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। পুনঃ কিংভূতং সাঙ্গেতি, অঙ্গশব্দেন শিববিরিঞ্চিশেষাদয়ো গৃহ্যন্তে উপাঙ্গশব্দেন নারদগরুড়াদয়ো গৃহ্যন্তে, অস্ত্রশব্দেন সুদর্শনাদয়ঃ পার্ষদা নন্দোপনন্দাদয় এতৈঃ সার্দ্ধং গৌরবর্ণং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং যজন্তীত্যন্বয়ঃ। হি শব্দো নিশ্চয়ে। তথা চ যজনবিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য-স্বরূপমাহ— ॥৩৫॥

শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্দিব্যভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥৩৬॥

ইহাতে ত্রেতাযুগে ভগবানের রক্তবর্ণত্ব বলা হইল। ভগবান্ দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ, পীতবসন, নিজ আয়ুধযুক্ত, শ্রীবৎসাদিচিহ্ন এবং ভগবদোচিত লক্ষণে পরিজ্ঞাত হন ॥৩৪॥

ইহাতে দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ, বর্ণিত হইল। অনন্তর পারিশেষ্য ন্যায়ে "শুক্ল রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" এই বাক্যে পীতবর্ণের উল্লেখ হওয়ায় পীতবর্ণাকারের সংবাদ পাওয়া যায়। উপরোক্ত বাক্যের সহিত একবাক্যতার জন্যও অকৃষ্ণ শব্দেও গৌরবর্ণের কথাই বলা হইয়াছে। গৌরবর্ণ অতিশয় গুপ্ত-তম হওয়ায় শব্দচ্ছলেই ভগবান্ ব্যাসদেব অকৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি কি প্রকার? "সাঙ্গ অঙ্গ" শব্দে,—শিব বিরিঞ্চি শেষ প্রভৃতির গ্রহণ, উপাঙ্গ শব্দে নারদ গরুড় প্রভৃতি, অস্ত্রশব্দে, সুদর্শন প্রভৃতি, পার্ষদশব্দে— নন্দোপনন্দাদিকে জানিতে হইবে। ইঁহাদের সহিতই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের অর্চ্চনা মনীষীগণ করেন। উক্ত স্থলেই হি শব্দ, নিশ্চয়ার্থক। অতএব অর্চ্চনার বিধানে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের বর্ণন নিম্নোক্ত প্রকারে করিয়াছেন ॥৩৫॥

সর্ব্বোত্তম মুক্তামালার দ্বারা কেশসমূহ অত্যদ্ভুতরীতিতে নিবদ্ধ, ঈষৎ হাস্য-যুক্ত বদনচন্দ্র, শ্রীখণ্ড অগুরু প্রভৃতি অনুলেপনের দ্বারা শ্রীঅঙ্গ সুন্দররূপে চর্চ্চিত, মনোহর চিত্র বিচিত্র বসন, উত্তম ভূষা ও মালা বিভূষিত, ভাবপূর্ণ নৃত্যাবেশে মধুর দর্শন, কন্দর্পোচিত বেশভূষায় অত্যুজ্জ্বল বপু, নিজ পরিকরবৃন্দ

অপরং যজনানুষ্ঠানং গ্রন্থগৌরবভয়াৎ ন লিখিতমিতি। তত্র যজনাঙ্গভূতনমস্কারমাহ দ্বাভ্যাং—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং।

হে মহাপুরুষ মহাংশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি মহাপুরুষঃ সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। হে প্রণতপাল প্রণতান্ পালয়তীতি প্রণতপাল তে তব চরণারবিন্দং বন্দে প্রণমামি। কিং বিশিষ্টং সদা ধ্যেয়ং সর্ব্বৈঃ সদা চিন্তনীয়মিতি ॥৩৭॥ এবং—

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত মন্বধাবৎ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥

হে ধর্ম্মিষ্ঠ সর্ব্বযুগধর্ম্মপ্রকাশক হে আর্য্য সর্ব্বসদাচারপ্রবর্ত্তক ভবান্ বচসা বাঙ্‌মাত্রেণৈব অনায়াস সাধ্যেনেতি যাবৎ, যদ্ যস্মা অরণ্যং দুর্বাসনাবদ্ধ সংসারবহির্ভূততামগাৎ কিং কৃত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সি রাজ্যলক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা সর্ব্বৈরতিশয়েন দুস্ত্যজং দেবানামীপ্সিতং প্রার্থনীয় রাজ্যং ত্রৈলোক্যং তেষামধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীঃ তাং তন্নাম্নীং স্ত্রিয়

কর্ত্তৃক উপাসিত কনকদ্যুতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আমি ভজন করি ॥৩৬॥

অপর যজনানুষ্ঠান গ্রন্থগৌরবের ভয়ে লিখিত হইল না। তাহার মধ্যে যজনের অঙ্গভূত নমস্কারের বর্ণন দুই শ্লোকে করিতেছেন—নিরন্তর ধ্যানযোগ সর্ব্বতোভাবে সংসারনাশকারী, অভীষ্ট প্রদায়ক, পাবন সমূহের পাবন দায়ক শিববিরিঞ্চি কর্ত্তৃক বন্দিতচরণ শরণ্য, ভৃত্যার্ত্তিবিনাশক, প্রণতজন প্রতিপালক ভবাব্ধিপোত স্বরূপ, হে মহাপুরুষ! তোমার চরণারবিন্দের বন্দনা করি। হে মহাপুরুষ! মহাংশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি, বিগ্রহে মহাপুরুষঃ। অর্থাৎ সকলে শ্রেষ্ঠ, প্রণতপাল শব্দে—যিনি প্রণত ব্যক্তিগণকে পালন করেন, এই প্রকা তোমার চরণারবিন্দকে বন্দনা করি। সেই শ্রীচরণ সকলেরই সদাধ্যেয়, সর্ব্বদ চিন্তনীয় ॥৩৭॥

এই প্রকার—দেবতাগণ বাঞ্ছিত সুদুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হে ধর্ম্মিষ্ঠ! তুমি আর্য্যের আদেশে অরণ্যগমন করিয়াছ। দয়িত বাঞ্ছিত মায়ামৃগে অনুসরণও করিয়াছ, হে মহাপুরুষ! তোমার চরণারবিন্দের আমি বন্দনা করি

হে ধর্ম্মিষ্ঠ! সর্ব্বযুগধর্ম প্রকাশক! হে আর্য্য সর্ব্বসদাচার প্রবর্ত্তক আপনি কথন মাত্রেই, অনায়াসে, অরণ্য—দুর্ব্বাসনাবদ্ধ সংসারের বাহি

দয়িতয়েপ্সিতং দয়িতা প্রেমলক্ষণাভক্তিস্তয়ানাশয়িতুমীপ্সিতং মায়ামৃগং মায়ৈব মৃগস্তং অন্বধাবৎ দূরীকৃতবান্ তং তস্মাৎ হে মহাপুরুষতে চরণারবিন্দং বন্দে ইতি ॥৩৮॥

কিঞ্চ— কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তোভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসীগৌরবিগ্রহঃ ॥৩৯॥

গরুড় পুরাণে পদ্ম পুরাণে চ—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥৪০॥

ভাস্বৎ কল্পদ্রুমূলোদ্গত কমললসৎ কর্ণিকাসংস্থিতো য
স্তচ্ছাখালম্বিপদ্মোদর বিসবদসংখ্যাত রত্নাভিষিক্তঃ।
হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্বাসুদেবঃ।
পায়ান্নঃ পায়সাদো নব নব নবনীতা মৃতাশীবশীশঃ ॥৪১॥

এবং বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোৎকর্ষমাহ শ্রীনরহরিদাসবাক্যেন—

একোদেবঃ সহজকরুণং শ্রীকলৌদ্বাপরে বা
গৌরঃ শ্যামঃ প্রকৃতিমধুরো যদ্যপি ক্লেশহন্তা।

গমন করিয়াছেন, কি করিয়া? সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিয়া, যাহা সমস্ত জনগণের পক্ষে অতিশয় রূপে দুস্ত্যজ এবং দেবতাগণের প্রার্থনীয় রাজ্য ত্রৈলোক্য, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, লক্ষ্মীকে, লক্ষ্মী নামক স্বীয় পত্নীকে, পরিত্যাগ করিয়া, দয়িতা প্রেমলক্ষণা ভক্তি তদ্দ্বারা নাশ করিবার জন্য মায়া-মৃগের মায়াই মৃগ, তাহাকে বিদূরিত করিয়াছেন। অতএব হে মহাপুরুষ! তে তব চরণারবিন্দের আমি বন্দনা করি ॥৩৮॥

আরও বলিতেছেন, কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথের সমীপে লক্ষ্মীকান্ত গৌরবিগ্রহ সন্ন্যাসী হইবে ॥৩৯॥

গরুড় পুরাণে এবং পদ্ম পুরাণে বর্ণিত আছে—চৈতন্য রসবিগ্রহ কৃষ্ণ, নাম-চিন্তামণি, পূর্ণ শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নাম এবং নামী অভিন্ন ॥৪০॥

অত্যুজ্জ্বল কল্পবৃক্ষের তলদেশে বিরাজিত কমলের কর্ণিকায় বিরাজিত, কল্পদ্রুম সকলের কুসুম কেশরের দ্বারা নিরন্তর অপর্য্যাপ্ত রত্নাভিষিক্ত, সুবর্ণবর্ণ নিজ প্রভায় অখিল ত্রিভুবন উদ্‌ভাসিতকারী পায়সান্ন এবং নব নব নবনীত ভোজনশীল ভক্তবশ শ্রীবাসুদেব প্রভু আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৪১॥

তত্রাপ্যুচ্চৈর্ম্মধুর মধুরপ্রেম বিস্তারকারী
প্রেমারামঃ প্রকটকরুণঃ শ্রীশচীনন্দনোঽয়ং ॥৪২॥

অসৌ ভগবান্ দ্বাপরেশ্যামরূপেণ গোপীজনোদ্ধবাদৌ প্রেমকারুণ্যাদিকং প্রকাশিতবান্। কলিযুগে তাবৎ স্বয়মেবাব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণিষুপ্রেমকারুণ্যাদি প্রকাশক ইতি প্রকটগুণোদার চরিতত্ব উপপন্নমিত্যর্থঃ। অতএবাত্রাবতারে প্রেমলোভাৎ সর্ব্বাবতারসেবক অবতীর্ণা ইতি তত্ত্ববেদিভির্বিজ্ঞেয়ং ॥৪৩॥

অতএব সর্ব্বৈঃ কলিযুগে জন্মপ্রার্থত ইত্যাহ
কৃতাদিষু প্রজারাজন্ কলা বিচ্ছন্তি সম্ভবং।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ ॥৪৪॥

এবং তপো যজ্ঞপরিচর্য্যা সংকীর্ত্তন স্বরূপ যজ্ঞানাং চতুর্যুগধর্ম্মান শুক্লরক্তশ্যামগৌরানামিষ্টদেবত্বস্বরসাৎ সংকীর্ত্তন স্বরূপস্য কলিযুগযজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবেষ্টদেব ইতি তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা যঃ সংকীর্ত্তনেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমারাধয়তি তস্য প্রেমভক্তিঃ সিদ্ধত্যেবান্যথারাধনেন তস্মা চ্যুতোভবতীত্যত্র প্রমাণমাহ শ্রীভগবদ্বাকেন—

এই প্রকার শ্রীনরহরিদাসের বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বিশেষ উৎক বর্ণন করিতেছেন।

সহজ করুণ এক দেব কলি এবং দ্বাপরে আবির্ভূত হইয়াছেন। তি গৌর এবং শ্যামবর্ণ, প্রকৃতি মধুর তিনি যদ্যপি ক্লেশহন্তা রূপে সুপ্রসিদ্ধ তথা তিনি মধুর মধুর প্রেমবিস্তারকারী, প্রেমারাম, পরম করুণ এই শ্রীশচীনন্দনরূ অতিশয় করুণা প্রকট করিয়াছেন ॥৪২॥

সুপ্রসিদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বাপরে শ্যামরূপে অবতীর্ণ হইয়া গোপীজ উদ্ধব প্রভৃতির নিকট কারুণ্য প্রভৃতির প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কলিযু স্বয়ং তিনিইআব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর প্রতি কারুণ্যাদিগুণের প্রকাশ ইহাতে প্রকট গুণোদার চরিতত্বই উপপন্ন হইল। এই অবতারে প্রেমপ্রাপ্তি লোভে সর্ব্ব অবতার সেবকগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা তত্ত্ববেত্তা মনীষিগ বিশেষ ভাবে জানেন ॥৪৩॥

অতএব সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কলিযুগে জন্মলাভের প্রার্থনা করেন। সত যুগ প্রভৃতির প্রজাবর্গ, হে রাজন্! কলিযুগে জন্ম লাভের প্রার্থনা করেন কারণ কলিযুগে মানবগণ নারায়ণ পরায়ণ হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন ॥৪৪॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতুমামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥

যে জনা যস্য যজ্ঞস্য যদ্রূপোঽহমীশ্বর ইতি তত্ত্বেন জ্ঞাত্বা তেন যজ্ঞেন মাং ভজন্তি তেষাং তৎসিদ্ধত্যেবান্যথারাধনে তস্মাৎ চ্যবন্তি ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা সংকীর্ত্তনেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এবারাধনীয় ইতি বাক্যার্থঃ ॥৪৫॥ ইদানীং প্রকরণার্থং সঙ্কলয়তি—

শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ গৌর দেহঃ শ্রীমচ্ছচীসুতঃ।
অন্যেতস্যাবতারাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ শতশঃ ক্রমাৎ ॥
ভজনীয়ঃ প্রযত্নেন স চ সর্ব্বসুখাবহঃ।
সর্ব্বেষাং বন্ধুরাত্মা চ তথা প্রিয়তমঃ প্রভুঃ ॥
যত্র যত্রাবতারে চ ভক্তিঃ কৃষ্ণে প্রসজ্জতে।
যথার্ণবে সরিদ্‌যাতি তস্মাৎ কৃষ্ণং ভজ প্রভুং ॥৪৬॥

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে ভজনীয় নির্ণয়ং নাম প্রথমং বিরচনং ॥

—:—

তপ, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা, সংকীর্ত্তন স্বরূপ যুগধর্ম যজ্ঞ সকলের শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, গৌর স্বাভাবিক ইষ্টদেব হওয়ায় সংকীর্ত্তনস্বরূপ কলিযুগের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই ইষ্টদেব, ইহা যথার্থ রূপে জানিয়া যে জন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আরাধনা করিবে, তাহারই প্রেমভক্তি হইবে। ইহার অন্যথায় প্রেমভক্তি হইতে সে অবশ্য বঞ্চিত হইবে। ইহার প্রমাণ শ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। আমি সর্ব্ব-যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। যে সকল ব্যক্তি যথার্থরূপে না জানিয়া উপাসনা অনুষ্ঠান করে, তাহারা আমাকে জানে না, অতএব নিজকৃত অনুষ্ঠানের ফল প্রাপ্তি তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং তাহারা নিজ নিজ অধিকার হইতে চ্যুত হয়। যাহারা যে যজ্ঞের যে ঈশ্বর, ইহা তত্ত্বের সহিত জানিয়া সেই যজ্ঞের দ্বারা সেই দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহাদের সেই অনুষ্ঠানের ফললাভ সুনিশ্চিত হয়। ইহার অন্যথারাধনে সেই ফল লাভে তাহারা বঞ্চিত হয়। অতএব নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সংকীর্ত্তন দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রই আরাধনীয়, ইহাই বাক্যার্থ ॥৪৫॥

সম্প্রতি প্রকরণার্থের সংকলন করিতেছেন—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গৌরদেহ শ্রীমৎ শচীসুত। তাঁহার শতশত অন্য অবতার

অথ তাবদ্ভক্তিবিশেষ নির্ণয়ং বক্তুং বিরচনমারভতে ॥

তত্রভক্তি বিশেষাণাং নববিধানাং প্রাধান্যমভিপ্রেত্য তানেব দর্শয়িতু প্রথমং প্রহ্লাদবচনমাহ দ্বাভ্যাং—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং ॥১॥

শ্রবণং তন্নামাদি শব্দানাং স্বোক্তানাং পরোক্তানাং বা শ্রোত্রেণ গ্রহনং কীর্ত্তনং তেষাং স্বয়মুচ্চারণং। স্মরণং তন্নামরূপাদীনাং চিন্তনং। পাদসেবনং পরিচর্য্যা প্রতিমাদৌ। সাধারণং অর্চ্চনং পূজা; জলাদিষু। বন্দনং তদাত্মকেন মনসা নমস্কারঃ। দাস্যং কর্ম্মাপণং। সখ্যং তদ্বিশ্বা-সাদি। আত্মনিবেদনং দেহ সমর্পণং, যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণ-পালনাদি চিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিতি। সমূহ বিদ্যমান আছে। অতএব প্রযত্নপূর্ব্বক সর্ব্বসুখাবহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবানের ভজন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি সকলের বন্ধু, আত্মা, প্রিয়তম এবং প্রভু। যে যে অবতারে ভক্তিপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান করা হয়, সমস্তই কৃষ্ণ উপাসনায় পর্য্যবসি হয়। যেমন সকল নদী সমুদ্রে বিশ্রাম লাভ করে তেমনি সমস্ত উপাসনাই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনায় পর্য্যবসিত হয়। অতএব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর।

ইতি শ্রীভক্তিসার সমুচ্চয়ে ভজনীয় নির্ণয় নামক প্রথম বিরচন সমাপ্ত।

—:—

অনন্তর ভক্তি বিশেষের নির্ণয় বিধানের নিমিত্ত দ্বিতীয় বিরচন আরম্ভ হইতেছে। তাহার মধ্যে নববিধ ভক্তি বিশেষের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাহার প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রথম শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা প্রহ্লাদের উক্তি উক্ত বিষয়ে নিবদ্ধ করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুর নাম রূপ গুণ লীলা প্রভৃতির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণা ভক্তি যদি শ্রীবিষ্ণুতে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক যদি মানব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অনুষ্ঠানে কোনও অভিসন্ধি না থাকে, তবে তাহাকে উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে ॥১॥

নিজোক্ত অথবা অপরোক্ত শ্রীবিষ্ণুর নামাদি শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণকে শ্রবণ বলা হয়। সেই সকল শব্দের স্বয়ং উচ্চারণকে কীর্ত্তন বলা হয়। শ্রীবিষ্ণু

মবলক্ষণানি যস্যাঃ সাক্ষব্যবহিতেন চেদ্ ভগবতিভক্তিঃ ক্রিয়তে সাচার্পি-
তৈব সতী নতু কৃতাপশ্চাৎ সমর্প্যতে, তদুত্তমমধীতং মন্যে তস্মাদ্ গুরো-
রধীতং শিক্ষিতং বা ন তথাবিধং কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ ॥২॥

তানেব দর্শয়িতুমাহ ভগীরথং প্রতি শ্রীযমবাক্যেন একাদশভিঃ—

যশ্চান্যস্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিং।
শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসাধমা ॥৩॥
যোঽর্চ্চয়েৎ কৈতবধিয়া স্বৈরিণী স্বপতিং যথা।
নারায়ণং জগন্নাথং সা বৈ তামস মধ্যমা ॥৪॥
দেবপূজাপরান্ দৃষ্ট্বা মনুজান্ যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং।
শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তি স্তামসোত্তমা ॥৫॥
ধনধান্যাদিকং যস্তু প্রার্থয়ন্নর্চ্চয়েদ্ধরিং।
শ্রদ্ধয়া পরয়াবিষ্টঃ সাভক্তীরাজসাধমা ॥৬॥

াম রূপাদির চিন্তনকে স্মরণ বলা হয়। শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতির পরিচর্য্যাকে পাদ
সবন বলা হয়। সাধারণ অর্চ্চনের নাম পূজা। ইহা জল পুষ্পাদির দ্বারা
লাদিতে অনুষ্ঠিত হয়। ভেদ বর্জন পূর্ব্বক তদাত্ম মনের দ্বারা প্রণাম করাকে
ন্দন বলা হয়। কর্ম্মার্পণকে দাস্য বলা হয়। বিশ্বাস এবং মিত্র বৃত্তিকে সখ্য
লা হয়। দেহ সমর্পণের নাম আত্মনিবেদন। যেমন বিক্রিত গো অশ্বপ্রভৃতির
রণপোষণের চিন্তা বিক্রয়কারী ব্যক্তি করেন না, তদ্রূপ দেহ শ্রীবিষ্ণুকে সমর্পণ
র্ব্বক তাহার রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা হইতে বিরত হওয়াই আত্ম সমর্পণ। এই
ববিধ ভক্তি যদি অব্যবধানের সহিত শ্রীভগবানে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম
র্পিতাত্মা হইয়াই অনুষ্ঠিত হইবে, যদি অনুষ্ঠিত বস্তুর অর্পণ না হয়, তবেই
াহাকে উত্তম অধ্যয়ন বলা হইবে। তজ্জন্য শ্রীগুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন
বং শিক্ষা হইয়াছে কি না ইহার কোনও অপেক্ষা নাই ॥২॥

সেই ভক্তি সমূহের স্বরূপ প্রদর্শনের জন্য ভগীরথের প্রতি উক্তির বিবরণ
স্তুত করিতেছেন—এই প্রসঙ্গে একাদশ শ্লোক বিদ্যমান আছে।

হে পৃথিবীপাল! যে জন অন্যের বিনাশ সাধনের জন্য শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীহরির
জন করে, তাহাকে অধম তামস ভক্তি বলা হয় ॥৩॥

যে জন কপট বুদ্ধিতে স্বৈরিণীর পতিসেবার মত নারায়ণ জগন্নাথের ভজন
রে, তাহাকে নিশ্চিত রূপে মধ্যম তামস জানিবে ॥৪॥

যে ব্যক্তি অপরের বিষ্ণুপূজা দেখিয়া বিষ্ণুপূজায় প্রবৃত্ত হয়, হে পৃথিবীপাল!

যঃ সর্ব্বলোকবিখ্যাতাং কীর্ত্তিমুদ্দিশ্য মাধবং।
অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সা বৈ রাজসমধ্যমা ॥৭॥
সালোক্যাদি পদং যস্তু সমুদ্দিশ্যার্চ্চয়েদ্ধরিং।
বিজ্ঞেয়া পৃথিবীপাল সা ভক্তীরাজসোত্তমা ॥৮॥
যস্তুস্বকৃতপাপানাং ক্ষমার্থং পূজয়েদ্ধরিং।
শ্রদ্ধয়া পরয়া রাজন্ সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকাধমা ॥৯॥
হরেরিদং প্রিয়মিতি শুশ্রূষাং কুরুতে নরঃ।
জনেষু শ্রদ্ধয়াযুক্তো ভক্তিঃ সাত্ত্বিকমধ্যমা ॥১০॥
বিধিবুদ্ধ্যার্চ্চয়েদ্ যস্তু দাসব-চ্চক্রপাণিনং।
ভক্তীনাং প্রবরা জ্ঞেয়া সাভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ॥১১॥
নারায়ণস্য মহিমা কিঞ্চিচ্ছ্রুত্বা চ যো নরঃ।
তন্ময়ত্বেন সংতুষ্টঃ সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ॥১২॥

শ্রবণ কর, সেই ভক্তির নাম উত্তম তামস ভক্তি ॥৫॥

ধন-ধান্য প্রভৃতির কামনায় যে জন শ্রীহরির আরাধনা করে, তাহা য উত্তম শ্রদ্ধা এবং আবিষ্ট ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি তাহাকে অধম রাজস ভ বলা হয় ॥৬॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মাধবের অর্চ্চনা ক তাহা ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও মধ্যম রাজস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ॥

সালোক্যাদি পদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীহরির অর্চ্চনায় রত হইলে তাহা উ রাজস ভক্তি হইবে ॥৮॥

নিজ কৃত পাপসমূহের ক্ষালনের জন্য পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চন অধম সাত্ত্বিক ভক্তি বলা হয় ॥৯॥

যে জন এই কার্য্য শ্রীহরির অতি প্রিয়, এই রূপ বুদ্ধিতে শ্রীহরির শুশ্রূষ প্রবৃত্ত হয় এবং তৎ সম্বন্ধি জনের প্রতি শ্রদ্ধা যুক্ত হয়, তাহাকে মধ্যম সাত্ত্বি ভক্তি বলা হয় ॥১০॥

যে মানব দাস্যবৎ চক্রপাণি শ্রীহরির বিধি বুদ্ধিতে অর্চ্চনা করে, তাহা সমস্ত ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলা হয় ॥১১॥

শ্রীনারায়ণের মহিমা কিঞ্চিন্মাত্র শ্রবণ করিয়া যে মানব পরিচর্য্যা মা সন্তুষ্ট চিত্ত হয়, তাহার ভক্তিকে উত্তম সাত্ত্বিক ভক্তি বলা হয় ॥১২॥

এবং দশবিধা ভক্তিঃ সংসারক্লেশহারিণী।
তত্রাপি সাত্ত্বিকী ভক্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদা ॥১৩॥

এবং সামান্যতো ভক্তিলক্ষণমুক্ত্বা বিশেষতোভক্তিঃ সর্ব্বৈরেবালক্ষ্যেত্যাহ

পূজাং হসন্তী জপতন্ত্রসন্তী সমাধিযোগস্য বহির্ভবন্তী।
আলিঙ্গনী ক্বাপিজনে নিগূঢ়া সংলক্ষ্যতে কেন চ বিষ্ণুভক্তিঃ ॥১৪॥

কেন বিশিষ্টস্বভাবেন পরমভাগবতেন জনেন নিগূঢ়া বিষ্ণুভক্তিলক্ষ্যতে নতু সামান্যেনেতিভাবঃ ॥১৫॥ ব্যতিরেকেনিন্দামাহ—

হরিভক্তিবিহীনস্য দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ।
স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥

স লোহকারস্য ভস্ত্রাচর্ম্মকোষঃ তদ্বদিতিভাবঃ ॥১৬॥

এবং ভক্তিযোগিনোগরীয়স্ত্বং দর্শয়িতুমাহ ভগবদ্বচনেদ্বাভ্যাং—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতেঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥১৭॥

এই প্রকার দশবিধ ভক্তি সংসার ক্লেশ বিনাশ কারিণী হয়। তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক ভক্তিই সকল কর্ম্মের ফল প্রদানে সমর্থ ॥১৩॥

সামান্য রূপে ভক্তি লক্ষণ বর্ণনার পরে বিশেষ রূপে ভক্তি সকলেরই অলক্ষ্য ইহাবলিতেছেন—

শ্রীবিষ্ণু পূজার অনুষ্ঠান দেখিয়া ভক্তি হাসেন, মন্ত্রাদি জপ পরায়ণ ব্যক্তিকে দেখিয়া ভক্তি ভয় পান, সমাধি যোগের অনুষ্ঠান কারীর নিকট হইতে ভক্তি বাহিরে পলায়ন করেন, বিরল কোনও ব্যক্তিতে ভক্তি নিগূঢ় ভাবে আলিঙ্গিত থাকেন। এই বিষ্ণু ভক্তিকে অতি বিরল ব্যক্তি জানিতে পারেন ॥১৪॥

কোন বিশিষ্ট স্বভাব সম্পন্ন পরম ভাগবতই নিগূঢ়া বিষ্ণু ভক্তিকে জানিতে পারেন। সাধারণ জনের পক্ষে শ্রীহরিভক্তি সর্ব্বথা অজ্ঞেয় ॥১৫॥

ব্যতিরেক মুখে নিন্দার কথা বলিতেছেন। শ্রীহরি ভক্তি বিহীন জনের দিবস সমূহ আসে এবং যায়। এবং সেই ব্যক্তি কর্ম্মকারের ভস্ত্রার মতই বৃথা শ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। সেজন লৌহকারের ভস্ত্রার চর্ম্ম কোষের মতই জীবিত থাকে ॥১৬॥

গীতায় দুই শ্লোকের দ্বারা ভক্তি যোগীর শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন।

যোগিণামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমেযুক্ততমোমতঃ ॥১৮॥

সর্ব্বেভ্যা যোগী অধিকোমতঃ সম্মতঃ অত্র পারিশেষ্যাদ্ যোগি শব্দে ভক্তি যোগী উচ্যতে, হে অর্জ্জুন ত্বং যোগীভব এতদেবস্পষ্টয়ন্নাহ'— যোগিনাং মধ্যে যঃ শ্রদ্ধাবান্ মাং ভজতে স মম যুক্ততমঃ যোগিশ্রে ইত্যর্থঃ। শ্রদ্ধাভজনমেব ভক্তিযোগ ইতি ভাবঃ ॥১৯॥

এবং ভক্তেদুর্ল্লভত্বং দর্শয়ন্ন্ পসংহরতি চতুর্ভিঃ—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্বচকিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং ॥২০॥

হে রাজন্ পরীক্ষিৎ, পতিঃ প্রভুঃ, গুরুর্হিতোপদেষ্টা, ভবতাং পাণ্ডবানাং। যদূনাং দৈবং আরাধ্যঃ পরন্তু প্রেমরসসহিতং ভক্তিযোগং ন দদাতি স্ম প্রসিদ্ধৌ তস্মাদ্ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা পরমদুর্ল্লভত্বাৎ জ্ঞানযোগকর্ম্ম

তপস্বীর হইতে যোগিগণ শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও ॥১৭॥

যেজন আমাতে সমর্পিতাত্মা হইয়া আমার ভজন করে, আমার মতে সেই সত্য সমর্পিতাত্মা ভক্তই শ্রেষ্ঠ যোগী ॥১৮॥

সকল হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার মত, পারিশেষ্য প্রমাণে যোগী শব্দের দ্বারা এস্থলে ভক্তি যোগীকেই বলা হইল। হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও, ইহার প্রকাশ সুস্পষ্টভাবে করিবার জন্য বলিতেছেন,—যোগীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজন করে, সে যুক্ততম, অর্থাৎ যোগী শ্রেষ্ঠ। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনই ভক্তিযোগ ॥১৯॥

এই প্রকার ভক্তির দুর্লভতা প্রদর্শনের নিমিত্ত উপসংহারে চার শ্লোকে বলিতেছেন। হে রাজন্! আপনাদের এবং যদুগণের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, স্বামী, গুরু, দৈব, প্রিয়, কুলপতি, এমনকি আপনার তিনি কৈঙ্কর্য্যও করেন। এই প্রকার হইলেও ভগবান্ মুকুন্দ, ভজনকারী ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করেন, কখনও ভক্তি যোগ প্রদান করেন না ॥২০॥

হে রাজন্! হে পরীক্ষিৎ, পতি, প্রভু, গুরু হিতোপদেষ্টা, আপনাদের

যোগয়োরিতিসাধুক্তং তস্মাদ্ যোগীভবার্জ্জুনেতি ॥২১॥

এবং স্পষ্টয়ন্নাহ— অনিমিত্তা ভাগবতীভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।

জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা ॥

সিদ্ধেমোক্ষাদপি, মোক্ষস্য সুখস্বরূপত্বেঽপিভক্তৌ তদনুভবান্ গরীয়স্ত্বং শর্করাতদ্ ভোজিনো-রিব। এবং মোক্ষদ্ভক্তের্গরীয়স্ত্বাদ্ জীবন্মুক্তা অপিভক্তিং কুর্ব্বন্তীত্যাহ—

আত্মারামাশ্চমুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীংভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

এবং ভক্তেরতিশয়সুখানুভবত্বাৎ জীবন্মুক্তা অপি অহৈতুকীং ভক্তি কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ।

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ে ভক্তিনির্ণয়ঃ নাম দ্বিতীয়ং বিরচনং ॥

—ঃ—

অথ তাবদ্ভগবদ্ভজনে গুরুরেব প্রধানং কারণমিত্যেবদর্শয়িতু মাহ।

পাণ্ডবগণের, যদুগণের দৈব, আরাধ্য, কিন্তু তিনি প্রেমরস সহিত ভক্তিযোগ প্রদান করেন না। স্ম শব্দ প্রসিদ্ধি পূর্ব্বক। অতএব ভক্তিই পরম শ্রেষ্ঠ এবং পরম দুর্লভ হওয়ায় জ্ঞান কর্ম্ম যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ, অতএব উত্তম বলিয়াছেন হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও ॥২১॥

ইহা সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন—নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি সিদ্ধি হইতেও গরীয়সী, যে ভক্তি জঠরানলের ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের মত অতি সত্বর কর্ম বন্দনকে ভস্মিভুত করে। সিদ্ধি হইতেও অর্থাৎ মোক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠা। মোক্ষ সুখরূপ হইলেও ভক্তি সেই সুখরূপের অনুভব দাতা, অতএব শর্করা এবং শর্করা ভোজীর যেমন পার্থক্য তেমনিই ভক্তি মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা। মোক্ষ হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ হওয়ায় জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও শ্রীহরিভক্তি করিয়া থাকেন। ইহাই বলিতেছেন—নিগ্রন্থ আত্মারাম মুনিগণও উরুক্রমে অহৈতুকী ভক্তি করেন, কেননা শ্রী ঈদৃশ গুণ সম্পন্ন। ভক্তিতে অতিশয় সুখানুভবের কারণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও অহৈতুকী ভক্তি করেন ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

ইতি ভগবৎ ভক্তিসার সমুচ্চয়ে ভক্তিনির্ণয় নামক দ্বিতীয় বিরচন সমাপ্ত ॥

—ঃ—

ভগবদ্বাক্যেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভঃ স্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥১॥

যঃ পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা আত্মঘাতী। কিং কৃত্বা, নৃদেহং প্রাপ্যেতিভাবঃ। কিং বিশিষ্টং আদ্যং সর্ব্বদেহানাং শ্রেষ্ঠং সুলভং সুখেন প্রাপ্তত্বাৎ, সুদুর্লভং পূর্ব্বকৃত নানা কর্ম্মভিঃ প্রাপ্তব্যত্বাৎ, প্লবং নৌকামিব, গুরুকর্ণধারং গুরুঃ কর্ণধারো যত্র তং, অনুকূলেন বায়ুনা ময়া ঈরিতং প্রেরিতমিতি শ্রবণকীর্ত্তনেত্যা দিনেত্যর্থঃ। তস্মাদ্ ভগবদ্ভজনে গুরোঃ প্রধান কারণত্বাৎ অবিনাশিভাবসম্বন্ধাত্তমেবাশ্রয়েদিতিভাবঃ ॥২॥

এবং কীদৃশোগুরুরুপাসনীয় ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্ত মুপাসীত মদাত্মকং ॥

তৃতীয় বিরচন।

শ্রীভগবানের ভজনে শ্রীগুরুদেবই প্রধান কারণ, ইহার প্রতিপাদনের নিমিত্ত বলিতেছেন, এ বিষয়ে ভগবদ্‌বাক্য এই প্রকার—মনুষ্য দেহই শ্রেষ্ঠ দেহ, ইহা সুলভ হইলেও সুদুর্লভ। ভবাব্ধি উত্তীর্ণ হইবার ইহাই একমাত্র নির্ভর যোগ্য সুন্দর নৌকা এবং ইহাতে শ্রীগুরুদেবই কর্ণধার রূপে বিদ্যমান আছেন। আমি অনুকূল পবনের দ্বারা নৌকার পরিচালনা করিয়া থাকি, যে জন এই প্রকার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াও ভবাব্ধি উত্তীর্ণ না হয়, সে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হয় ॥১॥

যে ব্যক্তি ভবসাগর পারের প্রযত্ন না করে সে আত্মঘাতী ব্যক্তি। কারণ সে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত করিয়াছে। সমস্ত দেহের মধ্যে মনুষ্য দেহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুখ পূর্ব্বক প্রাপ্ত হওয়ার ইহা সুলভ দেহ। পূর্ব্বকৃত অনেক কর্মের ফলে প্রাপ্ত হওয়ায় ইহা সুদুর্লভ। ইহা ভবসাগর পারের নৌকার মতই। ইহাতে শ্রীগুরুদেবই কর্ণধারের কার্য্য করেন। শ্রবণ কীর্ত্তন রূপে অনুকূল করণ দ্বারা আমি ইহার পরিচালনা করি। অতএব ভগবদ্ভজনে শ্রীগুরু প্রধান কারণ, এবং নিত্য সম্বন্ধান্বিত হওয়ায় তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥২॥

কি প্রকার গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য তাহা ভগবদ্বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন—পুনঃ পুনঃ সংযম রূপ যম এর সেবন করিবে। ভক্তিমান্ জন নিয়ম সমূহের অনুষ্ঠান ভক্তির পোষক রূপেই করিবে এবং মদভিজ্ঞ, শান্ত,

যো মামেব অভি সর্ব্বতোভাবেন জানাতীতি মদভিজ্ঞস্তং। অহমেব আত্মা যস্য স মদাত্মকস্তং গুরুং উপাসীত আশ্রয়েদিত্যর্থঃ। এতদেব স্পষ্টয়ন্নাহ ॥৩॥

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥

শাব্দে ভগবদ্ভজন-তত্ত্বসিদ্ধান্ত পরে বেদাখ্যে ব্রহ্মণি পরে চ ভজনীয়ে ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ণা তং পরিনিষ্ঠিতং গুরুং প্রপদ্যেত প্রপন্নো ভবেদিত্যর্থঃ। উপশমো বৈরাগ্য মেব আশ্রয়ো যস্য তং ইত্যর্থঃ ॥৪॥

অত্র প্রয়োজনমাহ— তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥

তত্রগুরৌ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ শিক্ষাং কুর্ব্বীত। গুরুরেব আত্মদৈবতং সেব্যো যস্য স তথা অমায়য়া মায়ারাহিত্যেন অনুবৃত্ত্যা সেবয়া যৈ ধর্ম্মৈর্হরি স্তুষ্যেৎ সর্ব্বেষা—মাত্মানং দদাতীতি আত্মদঃ তদধীনো ভবতি ইতি যাবৎ ॥৫॥

মদাত্মক গুরুর উপাসনা করিবে। যে জন আমাকে সর্ব্বত প্রকারে জানে সে মদভিজ্ঞ, সেই গুরুর শরণাগত হইবে। আমিই যার আত্ম প্রিয় জীবন সর্ব্বস্ব, সেই গুরুর উপাসনা করিবে। অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত অমায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বলিতেছেন ॥৩॥

উত্তম শ্রেয় জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শ্রীগুরু চরণে শরণাগত হইবে। সেই গুরু শাস্ত্রাদিতে নিষ্ণাত, অনুভবে নিষ্ণাত এবং উপাসনারত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। শাব্দে নিষ্ণাত শব্দের অর্থ,—ভগবদ্ভজন এবং শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সিদ্ধান্তে নিপুণ, পরে বেদরূপ ব্রহ্মে নিপুণ, পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে পরিনিষ্ঠিত, শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হইবে। উপশম শব্দের অর্থ বৈরাগ্য, যিনি বৈরাগ্যের আশ্রয় সত্য রূপে করিয়াছেন তাদৃশ গুরুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥৪॥

অনন্তর শ্রীগুরু চরণ আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন বলিতেছেন। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ভাগবত ধর্ম্ম সমূহের শিক্ষা গ্রহণ করিবে। শ্রীগুরুদেবকে প্রিয় আত্মা এবং ইষ্টদেব বলিয়া জানিবে এবং ছল কপট মিথ্যা বর্জন পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিবে। শিক্ষার্থীর এই প্রকার আচরণে আত্মপ্রদ শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন। সেই গুরুর নিকটে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। শ্রীগুরুতে আত্মা, দৈবত, সেব্য বুদ্ধি সতত রাখিবে। মায়া কপট বর্জিত হইয়া শ্রীগুরুর

এবং তৎফলমাহ— ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণ পরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাং ॥

মায়াং তরতি, কিং কুর্ব্বন্। তদুত্থয়া ভাগবতধর্ম্মোত্থয়া ভক্ত
নারায়ণপরঃ সন্ অঞ্জঃ সুখেন দুস্তরাং মায়াং তরতি। কিং কুর্ব্বন
ইত্যনেন প্রকারেণ গুরুসন্নিধানাৎ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ধর্ম্মশিক্ষ
কুর্ব্বন্ ইত্যর্থঃ ॥৬॥

নন্থ তাবদাচার্য্যস্য বেদপাঠনদ্বারা পিতুর্জনকত্বাৎ মাতুর্গর্ভধারণ
পোষণত্বাচ্চ গুরুত্বমস্তি তত্র কুত্র ভক্তিঃ কার্য্যেত্যাহ।

গুরুর্নসস্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ যঃ সমুপেত মৃত্যুং।

সমুপেতঃ সংপ্রাপ্তো মৃত্যুরূপঃ সংসারো যেন তং ততো ভক্তিমার্গো
পদেশেন যো ন মোচয়েৎ স গুর্ব্বাদি র্ন ভবতীত্যর্থঃ ॥৭॥

নন্থ তাবদ্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বেষামীশ্বরঃ স্বতন্ত্রস্তস্য সাক্ষাৎ সেবয়

সেবা করিবে। শ্রীগুরুদেবের প্রতি উক্ত প্রকার আচরণে আত্মপ্রদ শ্রীহ
তাহার অধীন হন ॥৫॥

শ্রীগুরুসেবা ও ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষার ফল বলিতেছেন। উক্ত প্রকারে সদ্
গুরুর নিকটে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে, শিক্ষা এবং আচরণ হইতে সঞ্জা
ভক্তি দ্বারা নারায়ণ পরায়ণ জন দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়
কি করিয়া মায়া অতিক্রম হয়, তাহা বলিতেছেন। ভাগবত ধর্ম্ম হইতে
উত্থিত ভক্তির দ্বারা নারায়ণ পরায়ণ হইলে সুখ পূর্ব্বক দুস্তরা মায়ার অতিক্র
সম্ভব হয়। কি করিয়া তাহা সম্ভব হয়? বলিতেছেন উক্ত প্রকারে শ্রীগুরু
নিকট হইতে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিলেই তাহা সম্ভব হয় ॥৬॥

বেদ অধ্যাপন দ্বারা আচার্য্য, জন্ম প্রদাতা পিতা, গর্ভধারণ পোষণ হে
মাতা সুপ্রসিদ্ধ গুরু হন, অতএব উক্ত ভক্তি কাহার প্রতি করা আবশ্যক
উত্তরে বলিতেছেন, তিনি অধ্যাপন করিয়াও গুরু পদবাচ্য হইতে পারেন না
জন্ম দাতা পিতা, গর্ভধারণ, পোষণ করিয়াও মাতা গুরু হইতে পারেন না
দৈব এবং পতিও গুরু হইতে পারেন না, যদি তাঁহারা সংসার হইতে মুক্ত ন
করেন। সমুপেত শব্দের অর্থ—যেজন মৃত্যুরূপ সংসারকে প্রাপ্ত করিয়াছে, সে
ব্যক্তিকে যদি ভক্তিমার্গোপদেশ প্রদান দ্বারা সংসার হইতে মুক্ত না করা হয়
তবে উক্ত অধ্যাপক মাতা পিতা, পতি প্রভৃতি গুরু শব্দে গ্রহণ হইবে না ॥৭

ভক্তির্ভবিষ্যতি—তৎ কথং ভক্তাশ্রয়ণং কার্য্যমিত্যত্রাহ।
বৈকুণ্ঠনাথ বচনেন - অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ইত্যাদি॥৮॥

দেবতান্তরারাধনেন ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ কিং ভক্ত্যে—রিত্যত্রাক্রূরং প্রতি ভগবদ্বচনমাহ— ভবদ্বিধা মহাভাগাঃ সন্নিষেব্যার্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়ঃ কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ॥৯॥

দেবতারাধনাপেক্ষয়া সদ্যঃ ফলত্বাচ্চ সৎসঙ্গএব শ্রেয়ানিতি মুচুকুন্দ বচনেনাহ—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদাভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ সমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥১০॥

তস্মাৎ সৎসঙ্গং বিনা ন সদ্যো ভগবদ্ভক্তিরিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অতএব সদ্যঃ ফলত্বং স্পষ্টয়াত—
ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়া।
তে পুণন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের ঈশ্বর এবং স্বতন্ত্র তাঁহার সাক্ষাৎ সেবায় ভক্তিলাভ হইবে। তবে ভক্তরূপ গুরুর আশ্রয় গ্রহণের কর্ত্তব্যতা কেন? উত্তরে বলিতেছেন—বৈকুণ্ঠনাথ বলেন—হে দ্বিজ! অস্বতন্ত্র জনের মতই আমি ভক্তের অধীন, সাধু ভক্তগণ আমার হৃদকে গ্রাস করিয়াছে, কেননা আমি ভক্ত জন প্রিয়॥৮॥

বলিতে পারেন কি—ভিন্ন দেবতার আরাধনায় ভগবান্ পাওয়া যায়, তবে ভক্তির কি প্রয়োজন? উত্তর,- অক্রূরের প্রতি শ্রীহরির উক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, ভগবান্ বলেন, শ্রেষ্ঠ পূজ্য আপনাদের মত মহাভাগবতগণের সেবা একান্ত আবশ্যক। শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি ইহা হইতেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়। দেবতাগণ স্বার্থ পরায়ণ হইলেও সাধুভক্তগণ স্বার্থ পরায়ণ হন না॥৯॥

দেবতারাধনের অপেক্ষায় সদ্য ফলপ্রদই সৎসঙ্গ শ্রেষ্ঠ, ইহা মুচুকুন্দ বচনের দ্বারা বর্ণন করিতেছেন। যে সময় সংসার বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তখনই শ্রীঅচ্যুতের জনের সঙ্গ হয়, যখন সৎসঙ্গ হয়, তখনই নিখিল বিশ্বের জনক এবং আশ্রয় আপনার প্রতি সুনিশ্চিতা মতি হয়॥১০॥

অতএব সৎসঙ্গ ভিন্ন সদ্য ভগবদ্ ভক্তি হয় না ইহাই তাৎপর্য্য। সদ্য ফলের কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলিতেছেন। তীর্থ সমূহও পবিত্র করিতে সমর্থ হন না,

এতদ্ভবাপবর্গ—ইত্যাদি বাক্যৈক বাক্যতয়া গম্যত ইতি ভাবঃ ॥১১॥

বৈষ্ণবাল্লভতে ভক্তিং ভক্ত্যা মাং লভতে নরঃ।
তস্মাত্তু, বৈষ্ণবো বিষ্ণুঃ কলের্মধ্যে বিশেষতঃ ॥১২॥

এবং প্রকারার্থ ভগদ্বচনমাহ চতুর্ভিঃ—

অহং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং ত্বহং।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্যে সন্তোঽর্ব্বাগ, বিভ্যতোঽরণং॥

যথান্নমেব জীবনং অহমেব যথা শরণং ধর্ম্মএব যথা পরলোকে বিত্ত তথা সন্তএব অর্ব্বাক্ সংসারে পতনাদ্বিভ্যতঃ পুংসঃ অরণং শরণং ॥১৩

কিঞ্চ— সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেবচ ॥

চক্ষূংষি দুর্লভানি স্থূল সূক্ষ্ম মদ্ভক্তিকর্ত্তব্যতা জ্ঞানানি দিশন্তি সন্ত অর্কঃ পুনঃ সমুত্থিতোঽপি বহিঃস্থূল ঘটাদিজ্ঞানং জনয়তীত্যর্থঃ ॥১৪॥

প্রায়েন ভক্তিযোগস্য সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সাধু প্রায়ণং হি সতামহং ॥

অনেক কাল আনুকূল্যে সেবন করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু সাধুগণ দর্শ মাত্রেই পবিত্র করেন। ভবাপবর্গ বাক্যের সমানার্থেরই প্রকাশক ॥১১॥

বৈষ্ণব জন হইতেই ভক্তিলাভ হয়, মানব ভক্তি দ্বারা আমাকে লাভ করিতে পারে। অতএব কলিযুগে বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণই বিষ্ণু ॥১২॥

উক্ত প্রকারের ভগবদ্বচন চার শ্লোকের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন—
প্রাণীগণের অন্নই প্রাণ স্বরূপ, আর্ত্তগণের শরণ আমি, মনুষ্যগণের পরলোকে বিত্ত ধর্ম্ম, সাধু ভক্তগণই সতত অভয় প্রদাতা হন। অন্ন যেমন প্রাণীর জীব ধারণের একমাত্র উপায়, আমিও যেমন সকলের আশ্রয়, ধর্ম্ম যেমন পরলোকে বিত্ত, সেই প্রকার সাধু ভক্তগণ ভয়াতুর সংসার পতিত ব্যক্তিগণের একমা আশ্রয় ॥১৩॥ আরও বলিতেছেন—

সূর্য্যদেব উদিত হইয়া বাহিরের বস্তু প্রকাশ করেন, কিন্তু সাধু ভক্তগ হৃদয়ের অন্ধকার নাশ করেন, বিশেষতঃ সাধুগণই দেবতা বান্ধব ও আত্মা এমন কি আমিও সৎই। সাধুগণ চক্ষু প্রদান করেন। সে চক্ষু অতি দুর্লভ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, জ্ঞান, ঈশ্বর ভক্তি জ্ঞান এবং কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সকল জ্ঞান তাঁহার প্রদান করেন। সূর্য্য উদিত হইয়াও বাহিরের দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান প্রদান করেন ॥১৪॥

ইষ্টাপূর্ত্তেনমামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়িমদ্ভক্তিং মন্নাপ্তং সাধুসেবয়া ॥১৫॥

তস্মাদ্‌গুরুত্বেন ভগবদ্ভক্তাশ্রয়ণমেব ভগবদ্ভক্তিপ্রাপ্তৌ মূলং কারণমিতি। অত্র কেচিদাহুঃ। গুরুভক্তিরেব। কৃষ্ণভক্তিস্তস্যা অপৃথগায়াসসাধ্যত্বাৎ। অথ তাবদ্ গুরুভক্তিরেব কিন্নাম, উচ্যতে, কায়বাঙ্মনোভিঃ সন্তঃ শক্যাশক্যা বিচারেণাজ্ঞাপ্রতিপালন পূর্ব্বক গুরুচিত্তবোধনং গুরুভক্তিরিতি। এতদপি শরণাপন্নে সতি ভবতি, তত্র শরণাপন্নস্য লক্ষণমাহ, প্রথমতো গুরো গোপ্তৃত্বস্বীকারঃ আনুকূল্যকরণং, প্রাতিকূল্য পরিত্যাগঃ সর্ব্বস্বনিঃক্ষেপঃ তৎপ্রসাদলেশগ্রহণং, আত্মনো নিরভিমানিত্বাচরণং এতেন সর্ব্বং নিরবদ্যং, যদ্যেবং ভগবন্নামাদিশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণ পাদসেবনাদিকং কর্ত্তব্যং, ন বেত্যাশঙ্কে, নৈবং, যতস্তদাজ্ঞা বশাদেব ভগবৎপরিচর্য্যা তন্নামাদি শ্রবণ বৈষ্ণব সেবাদিকং কর্ত্তব্যমিতি গুরুচিত্তবোধন—মুপপন্নমিতি সাধূক্তং গুরোঃ সর্ব্বময়ত্বমাহ ভগবদ্বচনেন—

হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ হইতে প্রাপ্ত ভক্তি ভিন্ন অপর কোনও সাধনে আমাকে কেহই প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না, আমিই সাধুগণের নিকটে সুলভ। পরহিতকর কূপাদি নির্ম্মাণ, অন্নবস্ত্র দান প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা যেজন আমার ভজন করে সে ভক্তিলাভ করে। আমার স্মৃতি লাভ কিন্তু সাধুগণের সেবা দ্বারাই সম্ভব হয় ॥১৫॥

অতএব গুরুরূপ ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণাবলম্বনই ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্তির প্রতি মূল কারণ। এই সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি বলেন—গুরু ভক্তিই কৃষ্ণভক্তি, অক্লেশে ইহা সম্পন্ন হয়। পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা হয় না। কিন্তু গুরুভক্তি কাহাকে বলে? উত্তরে বলিতেছেন,—কায়িক বাচিক মানসিক সকল ক্রিয়া দ্বারা সমর্থাসমর্থের বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক শ্রীগুরুর সন্তোষ বিধানই গুরুভক্তি। ইহার অনুষ্ঠান শ্রীগুরু চরণে শরণাপন্ন হইলেই সম্ভব হয়। শরণাগতের লক্ষণ বলিতেছেন, প্রথম শ্রীগুরুদেবকে গোপ্তা বলিয়া স্বীকার করা। শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাকর কার্য্য করা, প্রতিকূল আচরণ কখনও না করা, গুরুদেবকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করা, তাঁহার প্রসাদের অবশেষের দ্বারা প্রাণ ধারণ করা। নিজের নিরভিমানিতা আচরণ, এই সকল আচরণই নির্দ্দোষ আচরণ। যদ্যপি ভগবন্নামাদি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রীগুরু চরণে শরণাগতের তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? উত্তরে বলিতেছেন, এই প্রকার সংশয় হওয়া সম্ভব

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব ময়ো গুরুঃ॥
আচার্য্যং গুরুং মাং বিজানীয়াৎ স এবাহমিতি ॥১৬॥
এবং প্রপঞ্চয়তি। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চ্চয়েৎ ॥১৭॥
গুরৌ প্রসন্নে সতি ফলমাহ'—
প্রসন্নে তু গুরৌ সর্ব্বসিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ ॥১৮॥
অপ্রসন্নে ফলমাহ'- হরৌরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥১৯॥
পূজাঽকরণে অমঙ্গল ফলমাহ'—
গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদগ্রতো ন তং।
স দুর্গতি মবাপ্নোতি পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥২০॥

নহে, কারণ গুরুদেবের আদেশেই ভগবৎ পরিচর্য্যা, ভগবন্নামাদির শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ এবং বৈষ্ণব সেবাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব সর্ব্বথা শ্রীগুরুর প্রসন্নতাকর কার্য্য করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ই ভক্তি লাভের একমাত্র পন্থা, ইহা সুনিশ্চিত এবং শ্রীগুরুই সর্ব্বদেবময়, ভগবানের কথন উক্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রকারে জানিতে হইবে। ভগবান্ বলেন--আমাকেই গুরুদেব বলিয়া জানিবে, কখনও অবজ্ঞা করিবে না। মনুষ্য বুদ্ধিতে কখনও দোষারোপণ করিও না, শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময় হন। আমাকেই আচার্য্য ও গুরু বলিয়া জানিবে, আমিই শ্রীগুরুদেব ॥১৬॥

উক্ত বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং গুরুদেবই পরং ব্রহ্ম, অতএব অর্চ্চনার পূর্ব্বেই তাঁহার পূজা করিবে ॥১৭॥

গুরু প্রসন্নতার ফল বলিতেছেন—মনীষিগণ বলেন- গুরুদেব প্রসন্ন হইলে সাধক সকল সিদ্ধির অধিকারী হয় ॥১৮॥

অপ্রসন্নতার ফল বলিতেছেন—শ্রীহরি অপ্রসন্ন হইলে শ্রীগুরুদেব তাহাকে রক্ষা করেন, শ্রীগুরুদেব অপ্রসন্ন হইলে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতার জন্য অবহিত থাকিবে ॥১৯॥

শ্রীগুরু পূজা না করিলে যে অমঙ্গল হয়, তাহা বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেব সমীপে বিদ্যমান থাকিলে যদি তাঁহার যথোচিত পূজা কেহ না করে, তবে সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার নিখিল পূজা অনুষ্ঠান বিফল হয় ॥২০॥

বিদ্যাদ্যভাবেঽপি স এব পরমেষ্টদেব ইত্যাহ'—

অবিদ্যো বা স বিদ্যো বা গুরুরেব তু দৈবতং ।
মার্গস্থোবাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ ॥২১॥

তত্র বিমুখেঽনিষ্টমাহ'—

প্রতিপদ্য গুরুংযস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে ।
স কল্পকোটীং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥২২॥

তৎসন্নিধৌ ব্যবহারমাহ'—

আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ ।
অনুজ্ঞাং প্রাপ্য যস্তিষ্ঠেন্নৈবং পাপমবাপ্নুয়াৎ ॥২৩॥

গুরৌ দূরস্থে নিকটস্থে চ ভোজনব্যবহারমাহ'—

যৎকিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমং ।
সমর্প্যগুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জিত প্রত্যহং ॥২৪॥

প্রকরণার্থমুপসংহরন্নাহ'— মহান্ধকারমধ্যেষু আদিত্যশ্চ প্রকাশকঃ ।

বিদ্যার অভাবেও তিনিই পরম ইষ্টদেব হন, ইহার প্রমাণ বলিতেছেন,— শ্রীগুরুদেব বিদ্যমান অথবা অবিদ্যমান হউন, তিনিই ইষ্টদেব, মার্গস্থ অথবা অমার্গস্থ হইলেও তিনিই শিষ্যের আশ্রয় ॥২১॥

তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলে যে অনিষ্ট হয়, তাহা বলিতেছেন— যে জন শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করার পর মোহ বশত যদি তাঁহার প্রতি সে সন্দিহান হয় তবে সেই পুরুষাধম কল্পকোটী কালের জন্য নরক গমন করিবে ॥২২॥

গুরুদেবের সন্নিকটে কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছেন— শ্রীগুরুদেবের আগমন দেখিয়া সম্মুখে যাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে, গমনরত শ্রীগুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, উপবেশন, শয়ন প্রভৃতিতে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে শয়ন উপবেশন করিবে না । কিন্তু তাঁহার আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলে পাপ হয় না ॥২৩॥

শ্রীগুরুদেব দূরে অথবা নিকটে থাকিলে শিষ্য নিজের ভোজনাদি ব্যবহার কিরূপ্ করিবে, তাহার বিধান বলিতেছেন,—অন্ন পানীয় যে কিছু বস্তু উপলব্ধ হইবে সেই সব প্রিয় এবং মনোরম বস্তু শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিয়াই প্রত্যহ ভোজন করিবে ॥২৪॥

প্রকরণের উপসংহারে বলিতেছেন—মহান্ধকারের মধ্যে আদিত্যই একমাত্র

অজ্ঞানতিমিরান্ধেষু গুরুরেব প্রকাশকঃ॥

ইতি শ্রীনরহরিদাস চরণারবিন্দ প্রোল্লসিত শ্রীলোকানন্দাচার্য্যেণ
গ্রথিতে শ্রীভক্তিসারসমুচ্চয়ে গুরুত্বেন ভক্তাশ্রয়ণস্য
সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব নির্ণয়ং নাম তৃতীয়ং বিরচনং ॥২৫॥

—ঃ—

অথ তাবৎ সর্ব্বধর্ম্মসাধ্যত্বাৎ পরমমঙ্গলরূপং ভগবন্নামৈব
সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমিতি তন্মহিমানং দর্শয়িতুমাহ ॥১॥

নাম্নোঽস্য যাবতীশক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ ॥২॥

তথা— বর্ত্তমানঞ্চ যৎপাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বং নির্হরত্যাশু গোবিন্দস্যানুকীর্ত্তনং ॥৩॥

এবং পরমমঙ্গলত্বং দর্শয়তি ত্রিভিঃ—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
তস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতক কোটয়ঃ ॥৪॥

প্রকাশক। কিন্তু অজ্ঞানতিমিরান্ধকারে শ্রীগুরুদেবই প্রকাশক।

ইতি শ্রীনরহরিদাস চরণারবিন্দ প্রোল্লসিত শ্রীলোকানন্দাচার্য্য গ্রথিত
শ্রীভক্তিসারসমুচ্চয়গ্রন্থে গুরুরূপে শ্রীভগবদ্ভক্তের আশ্রয়গ্রহণের
সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব নামক তৃতীয় বিরচন সমাপ্ত ॥২৫॥

—ঃ—

* চতুর্থ বিরচন *

অনন্তর সকল ধর্ম্মের একমাত্র সাধ্য পরম মঙ্গলরূপ শ্রীভগবন্নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম, তজ্জন্য তাহার মহিমা বর্ণন করিতেছেন ॥১॥

শ্রীহরির নামে যে পরিমাণ শক্তি নিহিত হইয়াছে, পাতকীজন সেই পরিমাণ পাপাচরণ করিতে সমর্থ হয় না ॥২॥

বর্ত্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের যাবতীয় পাপকে শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন আশু বিনষ্ট করে ॥৩॥

তিন শ্লোকে শ্রীহরিনামের পরম মঙ্গলময়ত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—

হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ এই মঙ্গলময় নাম যাহার রসনায় বিলসিত হয়, কোটী কোটী মহা পাতকও তাহার ভস্মীভূত হয় ॥৪॥

গায়ন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণেতি নাম মঙ্গলং।
সর্ব্বত্র মঙ্গলং তেষাং কুতস্তেষামমঙ্গলং ॥৫॥

সকৃদুচ্চারণেঽপি পরমমঙ্গলমাহ,—

মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল নিগমবল্লী সংফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়াশ্রদ্ধয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥৬॥

নরমাত্রমিত্যনেন জাত্যাদ্যপেক্ষা নাস্তীতিভাবঃ। এতৎসদৃশং কিমপি নাস্তীত্যাহ— ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং ॥
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশং তপঃ।
ন নাম সদৃশী মুক্তি র্ন নাম সদৃশঃ প্রভুঃ ॥৭॥

এবং নামগ্রহণমাত্রেণ ভগবৎ প্রীতির্জায়ত ইতি।

কামাদিগুণসংযুক্তা নাম মাত্রৈকবান্ধবাঃ।
প্রীতিং কুর্ব্বন্তি তে পার্থ ন তথাজিত ষড়্‌গুণাঃ ॥
যে গৃহ্ণন্তি হরের্নাম ত এব জিতষড়্‌গুণাঃ ॥৮॥

এবং তস্য বিশেষলাভমাহ,—

সমস্ত বৈষ্ণবগণ মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বত্রই মঙ্গল হয়, অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? ॥৫॥

শ্রীহরিনাম সকৃৎ উচ্চারণেও মঙ্গল প্রদান করেন--বলিতেছেন—শ্রীহরিনাম মধুর হইতেও মধুর ও নিখিল মঙ্গলেরও মঙ্গল দাতা, বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের একমাত্র চিদ্রূপ সৎফল। হে ভৃগুবর! হেলায় শ্রদ্ধায় একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণ নামের কীর্ত্তন হইলে শ্রীকৃষ্ণনাম মনুষ্য মাত্রকে উদ্ধার করেন ॥৬॥

নর মাত্র উল্লেখ থাকায় শ্রীকৃষ্ণনামের ফল প্রাপ্তিতে জাতি প্রভৃতির কোনও অপেক্ষা নাই। শ্রীহরিনামের সদৃশ অপর কোনও বস্তু নাই, বলিতেছেন,— শ্রীহরিনামের তুল্য জ্ঞান, ব্রত, ধ্যান, পুণ্য, ত্যাগ, তপ, মুক্তি, রক্ষক, পালক, কৃপালু প্রভৃতি অন্য কোনও বস্তু নাই ॥৭॥

শ্রীহরিনাম গ্রহণ মাত্রেই শ্রীহরির প্রতি প্রীতি উৎপন্ন হয়,—হে পার্থ! কামাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিগণ নাম পরায়ণ হইয়া শ্রীভগবানে প্রীতি লাভ করে। কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যকে যাঁহারা জয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানকে প্রীতি করেন না ॥৮॥

মম নাম সদাগ্রাহী মম নাম প্রিয়ঃ সদা।
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন চ মুক্তিঃ কদাচন।৯॥

ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা। এষাং বিশেষফলমাহ,—
শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম বদন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম ॥১০॥

তথা— মানবা যে হরের্নাম সেবন্তে নিত্যমেব চ।
ভক্ত্যা সহ গমিষ্যন্তি যত্র যোগেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥১১॥

এবং রামনাম্নো বিশেষ মহিমানমাহ'—
রাম রামেতি রামেতি রাম রামে মনোরমে।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে ॥১২॥

এবং নামাদি প্রসঙ্গাৎ সর্ব্বতীর্থ সম্ভাবনা ভবতীত্যাহ'—
তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ ॥১৩॥

বিশেষমাহ,— মন্নাম স্মরণাৎ কিঞ্চিৎ কলৌনাস্ত্যেব পাতকং।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র মে পার্থিব স্থিতিঃ ॥১৪॥

শ্রীহরিনাম গ্রহণের বিশেষ ফল বলিতেছেন—যাহারা আমার নাম সর্ব্বদা গ্রহণ করে এবং আমাকে প্রীতি করে তাহাদিগকে আমি ভক্তি প্রদান করি কখনও মুক্তিদান করি না। ভক্তি শব্দে, প্রেমলক্ষণা ভক্তিই প্রদান করেন ॥৯॥

শ্রীহরিনাম গ্রহণের বিশেষ ফল বলিতেছেন—যে মানব, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমার নাম গ্রহণ করে তাহাদিগের নাম আমি সর্ব্বদা হৃদয়ে স্থাপন করি ॥১০॥

তথা—যে সকল মানব, নিত্য শ্রীহরিনাম গ্রহণ করে, তাহারা ভক্তি সহিতই যোগেশ্বর প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করে ॥১১॥

শ্রীরাম নামের বিশেষ মহিমা বলিতেছেন—হে মনোরমে বরাননে রমে রাম, রাম, রাম, এই শ্রীরাম নাম, একটিই এক সহস্র নাম গ্রহণের তুল্য ফল দানে সমর্থ ॥১২॥

শ্রীহরিনামাদির প্রসঙ্গে সকল তীর্থাগমনেরই সম্ভাবনার কথা বলিতেছেন— গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ সে স্থানে নিবাস করে যে স্থানে পরম করুণ শ্রীঅচ্যুতের পরমোদার কথা প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় ॥১৩॥

বিশেষ বলিতেছেন—আমার নাম স্মরণের ফলে কলিযুগে পাতকের সত্তা

জগন্নাথনাম্নো মহিমানমাহ সপ্তভিঃ, বৈদিকতন্ত্রে ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং— পূজয়স্ব জগন্নাথং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতং।

গুহ্যাৎ গুহ্যতরং নাম কীর্ত্তয়স্ব নিরন্তরং॥

যস্তু সংকীর্ত্তয়েন্নিত্যং জগন্নাথ মতন্দ্রিতঃ।

নির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥১৫॥

বিষ্ণুজামলে কূর্ম্মধ্বজোত্তরণ-প্রস্তাবে মহাদেবং প্রতি ভগবদ্বাক্যং—

জগন্নাথেতি নাম্না মে কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ।

অপরাধ—শতং তেষাং ক্ষমিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ॥১৬॥

ব্রহ্মরহস্যে শূরশর্ম্মব্রাহ্মণং প্রতি নারদবাক্যং—

সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু জগন্নাথেতি হেলয়া।

ব্রহ্মহত্যাদি পাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

সর্ব্বাচার বিহীনোঽপি তাপক্লেশাদি সংযুতঃ।

জগন্নাথং বদন্‌বিপ্র যাতি ব্রহ্মসনাতনং॥১৭॥

মেরুতন্ত্রে ব্রহ্মণোনাম কীর্ত্তনপ্রস্তাবে বৈষ্ণবান্ প্রতি নারদবাক্যং।

নাম্নাং মুখ্যতরং বিষ্ণোর্জগন্নাথ মুদীরিতং।

হয়না। যে স্থানে আমার ভক্তগণ নাম গান করেন, আমি সে স্থানে সশরীরে অবস্থিত হই॥১৪॥

সাত শ্লোকে শ্রীজগন্নাথ নাম মহিমা বর্ণন করিতেছেন—বৈদিক তন্ত্রে ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য—সকল তন্ত্রে গুপ্তরূপে বর্ণিত শ্রীজগন্নাথের পূজা কর গোপনীয় হইতেও অতি গোপনীয় শ্রীজগন্নাথ নাম নিরন্তর কীর্ত্তন কর। যে জন অনলস ভাবে জগন্নাথ নাম নিত্য কীর্ত্তন করে, সে সমস্ত পাপ রাশি হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লোকে নিবাস করিবে॥১৫॥

বিষ্ণু জামলে কূর্ম্মধ্বজোত্তরণ প্রস্তাবে মহাদেবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য— আমার জগন্নাথ নাম যে মানব, কীর্ত্তন করিবে, তাহার শত অপরাধ আমি ক্ষমা করিব, এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই॥১৬॥

ব্রহ্ম রহস্যে শূরশর্ম্মা ব্রাহ্মণের প্রতি নারদের উক্তি—যে জন হেলা পূর্ব্বক একবার মাত্রও শ্রীজগন্নাথের নাম করে, সে ব্রহ্ম হত্যাদি নিখিল পাপ হইতে নিশ্চয় মুক্ত হয়। সর্ব্বাচার বিহীন তাপ ক্লেশাদি যুক্ত মানব জগন্নাথ নাম উচ্চারণ করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করে॥১৭॥

নাতঃ পরতরং নাম ত্রিষুলোকেষু বিদ্যতে ॥
ন গঙ্গাস্নানমেতাদৃঙ্, ন কাশীগমনং তথা ।
জগন্নাথেতি সংকীর্ত্ত্য নরঃ কৈবল্যমাপ্নুয়াৎ ॥১৮॥

এবং বিশেষ মহিমানমাহ,—

বিষ্ণোর্ন্নামৈব পুংসঃ সমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ
ব্রহ্মাদিস্থান ভোগাদ্ বিরতিমথগুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিং।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহমৃতি জননভ্রান্তি বীজঞ্চদগ্ধা
সত্যঞ্চানন্দ বোধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তং ॥১

তস্মাদ্ গুরুসন্নিধানাৎ কৃষ্ণোপদেশং গৃহীত্বা ভক্তিসাধনং কার্য্যমি
নন্বত্রগুরোরুপদেশে কর্ত্তব্যে দক্ষিণাদীক্ষা পুরশ্চরণবিধি নিয়মোক্ত
কথং ন স্যাদিত্যত্রাহ ভগবদ্‌বাক্যেন,—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা
মাচণ্ডাল মনুষ্য লোকসুলভো বশ্যশ্চ মোক্ষশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥২০॥

মেরুতন্ত্রে ব্রহ্মের নাম কীর্ত্তন প্রস্তাবে বৈষ্ণবগণের প্রতি শ্রীনারদের উ
এই—শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত নামের মুখ্যতর নাম "জগন্নাথ" নাম, ইহার অপেক্ষা
তর নাম ত্রিলোকে নাই, এই নাম গ্রহণের তুল্যতা গঙ্গাস্নান, কাশীগ
করিতে সমর্থ হয় না। জগন্নাথ নাম কীর্ত্তন করিয়াই মানব কৈবল্যের অধি
হইবে ॥১৮॥

শ্রীনামের বিশেষ মহিমাও বলিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুর নামেই মানবগণের
রাশিকে বিনষ্ট করে ও পুণ্য প্রদান করে, সত্যলোক প্রভৃতি ভোগ লি
শ্রীনামের কৃপায় বিনষ্ট হয় এবং শ্রীগুরুচরণারবিন্দে ভক্তি লাভও শ্রীহরিনা
কৃপায় হয়। শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জ্ঞানও শ্রীনামই প্রদান করেন। জন্ম মরণের বী
দগ্ধ করিয়া শ্রীহরিনাম সত্য আনন্দ বোধ প্রদানের সহিত মুক্ত পুরুষগণের
প্রদান করিয়া থাকেন ॥১৯॥

অতএব শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের উপদেপ গ্রহণ প
ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুর উপদেশ গ্রহণের অ
থাকায় দক্ষিণা, দীক্ষা, পুরশ্চরণ প্রভৃতি বিধি নিয়মও ইহাতে সন্নিবিষ্ট

যথা পাদ্মে— কৃষ্ণায় নম ইত্যেষ মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
ভক্তানাং জপতাং ভূপ স্বর্গমোক্ষফলপ্রদঃ ॥২১॥

এবং স্মরণাদৌ কালদেশাদি নিয়মোনাস্তীত্যাহ ভগবচ্ছ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাজ্ঞায়াদ্বাভ্যাং।

নাম্নামকারিবহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ ॥

ন কাল নিয়মস্তত্র ন দেশ নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধঃ স্যাৎ কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনে ॥২২॥

ইদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরতি শুক্রাচার্য্যবাক্যেন—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম সংকীর্ত্তনং হরেঃ ॥২৩॥

তথা— শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্ম কর্ম্ম গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং ॥২৪॥

আবশ্যক? অতএব শ্রীহরিনাম গ্রহণে উক্ত অঙ্গ সকলের অপেক্ষা কেন থাকিবে না? ইহার উত্তর শ্রীভগবদ্ বাক্যদ্বারা দিতেছেন—চিত্তের আকর্ষণ, মহৎ পাপ সমূহের বিনাশ সাধন শ্রীহরিনাম করেন। চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই শ্রীনাম গ্রহণের অধিকারী, শ্রীহরিনাম প্রভাবে অনায়াস মুক্তি সম্পত্তি লাভ হয়। ইহাতে দীক্ষা, দক্ষিণা, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপেক্ষা নাই, শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক মন্ত্র রসনায় স্পর্শ মাত্রই ফল প্রদান করে ॥২০॥

শ্রীহরিনামের স্মরণে কাল দেশাদির কোন বিধি নিষেধ নাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ সম্বন্ধে বলেন,—শ্রীহরিনামে শ্রীহরি নিজ সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, শ্রীহরিনামের স্মরণে কালাদির নিয়মও রাখেন নাই, হে হরে! আপনার কৃপা এই রূপ, কিন্তু আমার দুর্দ্দৈবও অসীম, শ্রীহরিনাম গ্রহণে রুচি হইল না। কাল এবং দেশ নির্ণয়ও শ্রীহরিনাম গ্রহণে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি অবস্থায় শ্রীহরিনাম গ্রহণের কোনও প্রত্যবায় হয় না, ভক্ত এই নাম গ্রহণ করিতে শ্রীনাম ভুক্তি মুক্তি প্রদান করেন ॥২১,২২॥

সম্প্রতি প্রকরণার্থের উপসংহারে শ্রীশুক্রাচার্য্যের বাক্যদ্বারা বলিতেছেন। মন্ত্র শাস্ত্র, দেশ, কাল, যোগ্যতা, দ্রব্য প্রভৃতি হইতে যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা শ্রীনাম গ্রহণেই পূর্ণ হয় ॥২৩॥

অদ্ভুত কর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ কীর্ত্তন, ধ্যান তাঁহার জন্ম কর্মগুণাবলীরই করিবে

এবং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যনামকীর্ত্তনশ্রবণাদিনা ভক্তির্ভবতীত্যর্থঃ যদ্যপরাধো ন জায়তে তৎ কিমিত্যাহ—॥২৫॥

সতাং নিন্দানাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগরিহাং ॥২৬॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়াভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥২৭॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতি শাস্ত্র নিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হিশুদ্ধিঃ ॥২৮॥

গুরোরবজ্ঞা গুরোরাজ্ঞা চ্ছেদকরণং। বেদাদি নিন্দনং। অর্থবাদ সকৃদ্ধরিনামকীর্ত্তনে অনেকজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয়ো ভবতীতি কি সংভা ব্যতে, ন সর্ব্বপাপ ক্ষয়করণে শক্তিরস্তীতি মননং। হরি নাম্নী উভয়ত্র সম্বন্ধঃ। কল্পনং চিরকালেন নাম গ্রহণাৎ পাপক্ষয়ো ভবতী সম্ভাবনং। নামবলাৎ পাপবুদ্ধের্জনস্য যমৈ দ্বাদশ প্রকারৈর্ব্রতবিশেষৈ শুদ্ধির্নস্যাদিত্যর্থঃ ॥২৯॥

এবং তাঁহারই জন্য অখিল চেষ্টা করিবে ॥২৪॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভক্তি লাভ হয়, যদি অপরা না হয়, তাহাই বলিতেনে ॥২৫॥

শ্রীহরিনাম সজ্জনগণের নিন্দা সহ্য করেন না। অতএব সজ্জনগণের নিন্দা নামাপরাধ হয়। শ্রীসাধুগণ হইতেই নামের মহিমা প্রসারিত হয়। অতএ শ্রীবিষ্ণু কেন তাঁহাদের নিন্দা শ্রবণ করিবেন ॥২৬॥

শিব ও শ্রীবিষ্ণুর নামাবলীকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে গ্রথিত হইয়াছে বলিয় মনে করিলে শ্রীনামাপরাধ হয় ॥২৭॥

শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা, শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দা, শ্রীহরিনামে অর্থবাদ কল্প করা, শ্রীহরিনামের বলে পাপে প্রবৃত্ত হইলে যমাদি সাধনেও তাহার মুক্তি হ না ॥২৮॥

শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা বলিতে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন, বেদাবি শাস্ত্রে নিন্দা করা, অর্থবাদ এই প্রকার,—একবার শ্রীহরিনামের কীর্ত্তনে অনেক জন্মে অর্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। এ কথা বলা কি সম্ভব? সকল পাপ নাশের শক্তি শ্রীহরিনামে নাই। অনেক দিন নাম গ্রহণ করিলে পাপ নষ্ট হইবে। এ

অথ যমাঃ। অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমাভয়ং ॥৩০॥

প্রসঙ্গান্নিয়মা—লিখ্যন্তে।
শৌচং জপস্তপোহোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনং।
তীর্থাটনং পরার্থেহাতুষ্টিরাচার্য্য সেবনং ॥৩১॥

তস্মান্নামবলাৎ জনো পাপবুদ্ধি র্ন ভবেদিতিভাবঃ—
ধর্ম্মব্রতত্যাগ হুতাদি সর্ব্ব শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেপ্যশৃন্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥৩২॥
শ্রুত্বাপি নাম মাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥৩৩॥

নন্নুনামাপরাধযুক্তস্য কেন নিস্তারঃ স্যাদিত্যত্রাহ—
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তং প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করাণি চ ॥

প্রকার মনে করাকে নামাপরাধ বলে। নামের বলে পাপে প্রবৃত্ত হইলে, যমাদি অনুষ্ঠানে তাহার শুদ্ধি হয় না ॥২৯॥

অনন্তর যমের কথা বলিতেছেন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ, লজ্জা সংগ্রহী না হওয়া, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও ভয়কে যম বলা হয় ॥৩০॥

প্রসঙ্গ ক্রমে নিয়মের কথা বলিতেছেন,—শৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, অতিথি সেবা, শ্রীহরির সেবা, তীর্থ ভ্রমণ, পরোপকারের জন্য চেষ্টা, সন্তোষ শ্রীগুরুর পরিচর্য্যাকে নিয়ম বলা হয় ॥৩১॥

অতএব মানবের নামের বলে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ নয়। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞাদি শুভ ক্রিয়ার সহিত শ্রীহরিনামের সমতা স্থাপন করিলে অপরাধ হয়। অশ্রদ্ধালু ও শ্রবণেচ্ছারহিত ব্যক্তিকে শ্রীহরিনাম উপদেশ করিলে শ্রীনামাপরাধ হয় ॥৩২॥

নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যে অধম জন তাহাতে প্রীতি যুক্ত না হয় ও অহং মম বুদ্ধিতেই নিষ্ণাত হইলে, নামাপরাধ হয় ॥৩৩॥

তাহা হইলে নামাপরাধ ব্যক্তির নিস্তার কি প্রকারে হইবে? বলিতেছেন- শ্রীহরি নামাপরাধীর সমস্ত অপরাধ শ্রীহরিনাম নষ্ট করেন, অবিশ্রাম শ্রীহরিনাম

তস্মাৎ সর্ব্বতঃ সাবধানেন ব্যবহর্ত্তব্য মিতি বাক্যার্থঃ ॥৩৪॥
ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ে নামমাহাত্ম্য নির্ণয়ং নাম চতুর্থং বিরচন

—ঃ—

অথ তাবদ্ ভগবতো ভক্তিসাধন বিরচনমারভতে।

তত্র প্রথমতো গুরুমেবাশ্রিত্য শ্রদ্ধাযুক্তো ভগবন্তং ভজেদিত্যা কবিবাক্যেন—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াঽতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥১॥

এবং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং ভজতো ব্যবহরণমাহ—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণিরথাঙ্গপাণে র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানিলোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥২॥

গ্রহণের ফলে নামাপরাধ নষ্ট হয়। অতএব সর্ব্বত্র সাবধানের সহিত ব্যবহ করা কর্ত্তব্য।

ইতি শ্রীভগবদ্‌ভক্তিসার সমুচ্চয় গ্রন্থে নাম মাহাত্ম্য নির্ণয়
নামক চতুর্থ বিরচন সমাপ্ত।

—ঃ—

পঞ্চম বিরচন

—০—

অনন্তর শ্রীভগবদ্ভক্তি সাধনের বিচার আরম্ভ করিতেছেন। প্রথম শ্রীগু চরণ আশ্রয় করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি ভগবানের ভজন করিবে। সংসার জন্ম-মৃ প্রবাহ ও জাগতিক বৈষম্যের মূল কারণ ঈশ্বরের স্মৃতির বিপর্য্যয়। তজ্জ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের অনুশাসনকে ভুলিয়া জীব নিজ শরীর এবং শরীর সম্পর্কি বিষয়ে অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়। এই বুদ্ধিকে মায়া বলা হয়, যাহা অহিতক বলিয়া জানিলেও পরিত্যাগ করা যায় না, তাহাই মায়া পদার্থ। সমস্ত পদার্থ এক চিরন্তন সত্য পদার্থেরই অধীন, অতএব বিবেকী ব্যক্তি সেই পরম পুরুষে আনুকূল্য শ্রীগুরুদেবের প্রতি নিষ্কপট মমত্ব স্থাপন করিয়া ও অহৈতুকী ভ দ্বারা করিবে ॥১॥

শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের ভজন করিবে—ইহার ব্যবহার প্রদর্শ করিতেছেন—চক্রপাণি শ্রীহরির সুভদ্র জন্ম-কর্ম্ম বিষয়ক কথা সমূহ যাহ

এবং ভগবদনুগ্রহং প্রার্থয়মানং যদাভগবাননুগৃহ্ণাতি যেন ভক্তি-
র্ভবতি তদা পুলকাদিযুক্ততনুর্ভবতীতি প্রবুদ্ধবাক্যেনাহ—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘ হরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং ॥৩॥

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে
বেদে চ পরনিষ্ঠিতামিত্যেবং ভগবদনুগ্রহে সতি তচ্চিন্তনেন ব্রহ্মানন্দ-
সুখানুভবো ভবতীতি প্রবুদ্ধবাক্যেনাহ—

ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ হসন্তিনন্দন্তিবদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যমুং ভবন্তিতূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥

অচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদেবমেবং কুর্ব্বন্তি। কদাচিৎ পরং এত্য নির্বৃতাঃ
সন্ত এব ব্রহ্মানন্দসুখস্বভাবাৎ সন্তস্তূষ্ণীং তিষ্ঠন্তি। কথমেবং গতিমন্বীং
প্রযুঙ্‌ক্তে ইতি তেন নিযুক্তোঽনুভূয় পশ্চাৎ প্রবোধ মেত্যতৎতুচ্ছীকৃত্য
লোকে জনহিতের জন্য অবতীর্ণ শ্রীহরির সুপ্রসিদ্ধ আছে' সৎগুরুর নিকট হইতে
নিষ্কপট ভাবে শ্রবণ করিবে এবং তাঁহার জনহিতকর বাস্তবিক অর্থ সমন্বিত পরম
পাবন নাম সমূহের গান করিবে। নাম গান এবং কথা শ্রবণে লোকলজ্জা
পরিত্যাগ এবং বহির্মুখ জনসঙ্গ পরিত্যাগ একান্ত আবশ্যক ॥২॥

এই প্রকার শ্রীহরির অনুগ্রহ প্রার্থনা পূর্ব্বক ভগবানের ভজন করিতে করিতে
যখন শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইবে তখন যে প্রকার ভক্তি এবং শরীরের পুলক
আদির আবির্ভাব হইবে, তাহার বিবরণ প্রবুদ্ধ বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন—
পাপ বিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে ও অন্যকে স্মরণ করাইতে করাইতে
হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়। এই প্রকার ভক্তি হইতে উৎপন্ন ভক্তি হইতেই
তনু পুলকান্বিত হয় ॥৩॥

যখন আত্মভাবিত শ্রীভগবানের অনুগ্রহ যাহার প্রতি হয়, তখন সে ব্যক্তি
সামাজিক আদর্শে এবং শাস্ত্র বর্ণিত বিবিধ প্রকার কাম্য কর্মের প্রতি অনুরাগ
বর্জন করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকার ভগবদনুগ্রহ হইলে শ্রীহরির স্মরণে
ব্রহ্মানন্দ সুখানুভব সম্পন্ন হয়, ইহা প্রবুদ্ধ বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন। ভক্তি
যুক্ত ব্যক্তি কখনও পরমপ্রিয় অচ্যুতের স্মরণ করিয়া অলৌকিক কথা বলে, নৃত্য
গান প্রভৃতির দ্বারা শ্রীহরির অনুশীলন করিতে করিতে পরমানন্দ আপ্লুত হৃদয়ে
তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে।

অচ্যুতের চিন্তায় ভক্তজন এই প্রকার আচরণ করেন, কদাচিৎ পরমানন্দে

পুনর্মার্গে প্রবর্ত্তন্ত ইত্যেবং ॥৪॥

এবমাচরতো ভগবত্য—নুরাগো জায়ত ইত্যাহ কবিবাক্যেন—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথোরোদিতি রৌতিগায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

এবং—শ্রবণকীর্ত্তনাদিকং ব্রতং চরিতং যস্য সঃ। স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ
স্তস্যনামকীর্ত্ত্যা তৎসংকীর্ত্তনেন জাতানুরাগো—যৎকিঞ্চিদনুরাগযুক্তো
ভবেৎ তেন দ্রুতচিত্তশ্চ। স্বতন্ত্রোঽপীশ্বরো ভক্তপরাধীন ইত্যুচ্চৈর্হস
এতাবন্তং কালং তৎসেবাং বিনা বঞ্চিতোঽস্মীতি রোদিতি, এবং বিশি
ভগবন্তং সর্ব্বে ভজন্তীতি রৌতি শব্দায়তে জিতং জিতমিতি গায়তি
উন্মত্তবৎ নৃত্যতি চ, লোকবাহ্য ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥৫॥

আপ্ত তান্তঃকরণ হইয়া ব্রহ্মানন্দ সুখানুভব জন্য সদা তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করেন
ইহা কি প্রকারে সম্ভব? শ্রীহরি বলিয়াছেন,—ভক্তিমান জন প্রার্থনা
করিলেও আমি তাহাকে ব্রহ্মানন্দের অনুভব করাইয়া থাকি। অতএব তাঁহা
নিয়োগে ব্রহ্মানন্দ অনুভবের পশ্চাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া সেই ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ বুদ্ধিতে
তিরস্কার করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় অভীপ্সিত ভক্তিমার্গে রত হন ॥৪॥

এই প্রকার আচরণ রত ব্যক্তির শ্রীভগবৎ চরণে অনুরাগ উৎপন্ন হয়; ই
কবিবাক্যের দ্বারা বর্ণন করিতেছেন—এই প্রকার নিষ্ঠা সম্পন্ন জন পরম প্রি
শ্রীহরির প্রিয় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সহসা হৃদয় বিগলিত হইয়া উ
অনুরাগের প্রাবল্যে তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, হাস্য,কথন, গান প্রভৃতি করে
ও উন্মাদের মত লোকাপেক্ষা বর্জন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন। এই প্রকা
শ্রীহরি চরিত্র শ্রবণ কীর্ত্তনেই স্বভাব যাহার হইয়াছে সেই ব্যক্তি, স্বপ্রিয় শ্রীকৃ
তাঁহার নাম কীর্ত্তনে জাতানুরাগ—যৎকিঞ্চিৎ অনুরাগ যুক্ত হন, তাহাতে তি
বিগলিত চিত্ত হন। ঈশ্বর স্বতন্ত্র হইলেও ভক্ত পরাধীন হন, ইহা জানি
উচ্চৈঃ শব্দে হাস্য করেন, এযাবৎ সমস্ত সময় শ্রীহরির সেবা হইতে বঞ্চি
হইয়াছি, ইহা ভাবিয়া তিনি রোদন করেন। এই প্রকার পরম করুণ ভগবানে
ভজন সকলেই করেন, ইহা জানিয়া বাণীর দ্বারা প্রকাশ করেন। জিতং জি
জিতং বলিয়া গান করেন, উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন, সকল ক্রিয়াতে
তাঁহার লোকাপেক্ষা রহিত অবস্থা জানিতে হইবে, অর্থাৎ লোকের সমর্থ
প্রাপ্ত করিবার অভিসন্ধি বর্জন পূর্ব্বকই তিনি স্বাভাবিক ভাবে উক্ত সমুদায়
আচরণ করেন ॥৫॥

এবং ভক্তিপ্রাগল্‌ভ্যজনিত তদ্ভাবচিন্তয়া কদাচিত্তে গ্রহ গ্রস্তাইব ভবেয়ুরিত্যেবাহ ত্রিভিঃ।

নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্ বীর্য্যাণিলীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতি হর্ষোৎ পুলকাশ্রুগদগদং প্রোৎকণ্ঠ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ ॥৬॥
যদাগ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধসত্যাক্রন্দতিধ্যায়তি বন্দতে জনং।
মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥৭॥
তদাপুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধনস্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়োমহীয়সা ভক্তি প্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজং ॥৮॥

যদা কর্ম্মাদীনি নিশম্যাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রু গদ্‌গদং যথা স্যাৎ প্রোৎকণ্ঠ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ। যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ হসতীত্যাদি গতত্রপঃ নির্ল্লজ্জ ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধনঃ ত্যক্ত সর্ব্ব দুর্ব্বাসনঃ তদ্ভাব ভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ। তদ্‌ভাবস্তচ্চেষ্টা তস্যানু-ধ্যানেনানুকৃতে আশয়াকৃতী যস্য স তথা তদাকারচিত্ত স্তদাকারাবয়ব-

ভক্তির আতিশয্যে ভগবদ্ভক্তের অবস্থা গ্রহগ্রস্তের ন্যায় কদাচিৎ প্রতিভাত হয়, তিন শ্লোকে তাহার বিশেষ বিবরণ বলিতেছেন—লীলাময় বিগ্রহ শ্রীহরির অতুলনীয় গুণকর্ম্ম সমূহ শ্রবণ করিয়া হৃদয় অতিশয় আনন্দপূর্ণ হইলে পুলক অশ্রু প্রভৃতি সাত্বিক ভাবে বিভূষিত হইয়া গদ্‌গদ স্বরে অতি উৎকণ্ঠায় শ্রীহরি নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিয়া থাকেন ॥৬॥

তন্ময় চিত্তে ভক্ত ভাববিভোর হইলে তাঁহাকে গ্রহগ্রস্তের মতই বোধ হয়। হাস্য, ক্রন্দন, ধ্যান প্রভৃতির আচরণও দৃষ্ট হয়, জীব মাত্রকেই দেখিয়া তিনি বন্দন করেন পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন এবং হে হরে! হে! নারায়ণ! জগৎপতে। সম্বোধন করিতে থাকেন। লোকলজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্মুখী বৃত্তিতে স্থিত হয়েন ॥৭॥

সেই অবস্থায় মানব অহং মম ইত্যাদি সমস্ত অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়। তাহার কর্মাশয় তদ্ভাবিত হয়। অবিদ্যাস্মিতারাগ দ্বেষ অভিনিবেশের মূল কারণভূত অহঙ্কার সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হইলে তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীহরির সেবায় আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ হয় ॥৮॥

যে সময় শ্রীহরির পরম পবিত্র কর্মাদি শ্রবণ করিয়া হৃদয় আনন্দাতিরেকে অশ্রু কণ্ঠ গদগদ হয়, উৎকণ্ঠায় ভক্ত নৃত্য এবং গান করে। যখন গ্রহগ্রস্তের

শেচতি ভাবঃ। নির্দগ্ধো বীজানুশয়ো যস্য স ভক্তি প্রয়োগেণ মহীয়সা
মহতা অতি প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যেতিভাবঃ। অধোক্ষজং ভগবন্তং সম্যগে
প্রাপ্নোতি তচ্চেষ্টাময়ো ভবতীতিভাবঃ ॥৯॥

এবং গ্রহগ্রস্তবদ্‌ব্যবহরেদিত্যাহ।

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্‌বিদ্বান্‌ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥১০॥

নৈগমো বেদনিষ্ঠত্বাদ্ভক্তিনিষ্ঠঃ। এতদেব প্রপঞ্চয়তি ভগবদ্বাক্যেন।

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোবা মদ্ভক্তোবানপেক্ষিতঃ।
স্ববিজ্ঞানাশ্রয়ং ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥১১॥

ন্যায় কখনও হাস্য প্রভৃতি করে। গতত্রপ, সমস্ত ক্রিয়াতেই লোকলজ্জা বর্জি
হয়। সেই সময়ই মানব নিখিল দুর্ব্বাসনা মুক্ত হয়। তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতি
অর্থ—শ্রীহরির চেষ্টা, তাহার অনুধ্যানের দ্বারা যাহার আশয় তন্ময়তা প্রা
হইয়াছে। তদাকার চিত্ত ও তদাকার অবয়ব সমূহ হয়, ইহাই জানিতে হইবে
মায়া মূলক অহঙ্কার এবং মান প্রাপ্তির বাসনা ভক্তির দ্বারা মূলতঃ দগ্ধ হইে
অতিমহতী ভক্তিযোগ প্রাপ্তি হয় এবং তদ্‌দ্বারাই অধোক্ষজ ভগবানের প্রা
হয়, ভগবৎ প্রাপ্তির অনুকূল চেষ্টা সম্পন্ন সাধক হয় ॥৯॥

কি প্রকার ব্যবহার আচরণ করিবে, বলিতেছেন—বুধ-বিবেকবান্‌ হইয়া
বালকবৎ মান অপমান বিবেকশূন্য হইয়া ব্যবহার করিবে। কুশল নিপুণ ব্যক্তি
হইয়াও জড়বৎ ফলানুসন্ধান রহিত হইয়া আচরণ করিবে। বিদ্বান্‌, পণ্ডি
হইয়াও উন্মত্তবৎ লোক রঞ্জনের অভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে
নৈগম বেদনিষ্ঠ হইয়াও গোচর্য্যা অনিয়ত আচরণ পরায়ণ হইবে। নৈগম বেদ
নিষ্ঠ হওয়ায় তিনিই ভক্তিনিষ্ঠ ॥১০॥

শ্রীভগবৎ বাক্যের দ্বারা ইহার বর্ণন করিতেছেন--বহূদকাদি ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া
পরমহংস ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছেন, বহির্বিষয়ে বিরক্ত, অথচ মুমুক্ষু, জ্ঞাননিষ্ঠ
মোক্ষের প্রতি স্পৃহাশূন্য হরিভক্ত ব্যক্তি সলিঙ্গান্‌ ত্রিদণ্ডাদি সহিত আশ্রম ধ
পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ তাহার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যথোচিত ধর্ম্মে
আচরণ করিবে, ধর্ম্ম সমূহের অত্যন্ত পরিত্যাগের আদেশ উক্ত শ্লোকে বিহি
হয় নাই, উত্তর অধ্যায়ে পুনর্ব্বার ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে
ইহাতে বিশেষ এই যে বিধির অধীন না হইয়া স্বাভাবিক শাস্ত্রানুশাসনে প্রীতি
হইয়া আচরণ করিবে। পরের অধ্যায়ে বলিতেছেন যে শৌচ আচম

এবং ভক্তি পরিণামে তদনন্তরং প্রেমভক্তৌ সত্যাং প্রথমতঃ প্রেম-
সুখোন্মাদো জায়ত ইতি ব্যঞ্জকাবস্থা বিশেষমাহ ত্রিভিঃ।

মত্তসিংহ সমোল্লাসো মত্তমাতঙ্গবদ্গতিঃ।
আনন্দাশ্রু গলদ্ধারঃ সর্ব্বাঙ্গ পুলকোদ্গমঃ॥
সর্ব্বাঙ্গকম্পনং হাস্যং সর্ব্বাঙ্গ স্বেদ উদ্গমঃ।
স গদ্গদবদদ্বাণী স্তম্ভনং বাহ্য বিস্মৃতিঃ॥
নৃত্যং সর্ব্বমনোহারি মূর্চ্ছানুমোদনং ক্বচিৎ॥১২॥

এবং সুখমনুভূয়বাহ্যং তুচ্ছমিব বিহায় প্রেমচেষ্টাং কুর্ব্বন্তীত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন— মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥১৩॥

এবং প্রেমভক্ত্যা ব্যবহরৎসু তেষু কেন প্রকারেণ প্রেমভক্তির্বর্দ্ধতে সুস্থায়তে চেতি—বিচারো জায়ত ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥১৪॥

এবং প্রেমগাম্ভীর্য্যেণ ব্যবহরৎসু তেষু ভগবতা বিশেষেণানুগ্রহঃ

স্নান স্বাভাবিক রূপে করিবে॥১১॥

ভক্তির পরিণামে তদনন্তর প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইলে প্রথমতঃ প্রেম-সুখোন্মাদ উৎপন্ন হয়, ইহার প্রকাশক অবস্থা বিশেষের বর্ণন শ্লোক ত্রয়ে বর্ণন করিতেছেন—মত্ত সিংহের ন্যায় উল্লাস, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গতি, আনন্দাশ্রু বিগলিত বদন, সর্ব্বাঙ্গে পুলক, কম্প, হাস্য, স্বেদ উদ্গম, গদ্গদ বাণী স্তম্ভ, বাহ্য বিস্মৃতি, সর্ব্বমনোহারি নৃত্য মূর্চ্ছা প্রাপ্তি প্রভৃতি অবস্থার উদ্গম হয়॥১২॥

এই উক্ত প্রকার সুখ অনুভব করিয়া বাহ্য পদার্থের অতিতুচ্ছ জ্ঞান হয়। অনন্তর ভগবৎ প্রীতির চেষ্টাদি প্রকাশ হয়। ভগবান বলেন—মচ্চিত্ত মদ্গত প্রাণ, পরস্পর প্রিয় শ্রীহরি চরিত্র আলোচনারত ও শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনরত ব্যক্তি আমার সন্তোষ ও প্রীতি বিধানে আত্ম নিয়োগ করে॥১৩॥

উক্ত প্রকার প্রেমভক্তির ব্যবহার করিতে করিতে কি প্রকার প্রেম ভক্তির বৃদ্ধি ও স্থিরতা সম্পন্ন হয়, তাহার বিবরণ ভগবদ্বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন,—সতত যুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারী ব্যক্তিকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যাহাতে সে আমার ভজন করিতে সমর্থ হয়॥১৪॥

ক্রিয়ত ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১৫॥

এবং প্রেমপরিণামে নিরবধি কৃষ্ণরসনিমগ্নো যথাসুখং শ্রবণকীর্ত্তনাদিনা ব্যবহরেৎ। তত্র যদ্যপি কার্য্যাকার্য্য বিচারেণ ব্যবহারো বর্ত্ততে তথাপি গুণদোষযুক্তা বুদ্ধির্ন ভবতীত্যাহ—

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ননিবর্ত্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥

স নিষেধাৎ দোষবুদ্ধ্যা ন নিবর্ত্ততে। গুণবুদ্ধ্যা বিহিতং ন করোতি উভয়াতীতশ্চ দোষগুণাভ্যামতীতো বালকইব কিন্তু স্বভাববুদ্ধ্যা বিহিতং করোতি নিষিদ্ধং নাচরতি। নতুগুণলোভাদ্‌দোষভয়াদ্বেতি—তাৎপর্য্যার্থঃ ॥১৬॥ ইদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরতি।

আদৌ শ্রদ্ধাভবতি নিবিড়া বৈষ্ণবস্পর্শযোগাৎ
কৃষ্ণেলীলাময়বিলসিতে তদ্‌গুণেবানিকামং।

প্রেম গাম্ভীর্য্যের সহিত ব্যবহারী কারীর প্রতি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ হয়। ভগবানের বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন—আমি অনুকম্পা করিবার নিমিত্ত তাহাদের অজ্ঞানজতমকে উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা আত্মভাবস্থ হইয়া বিনষ্ট করি ॥১৫॥

প্রেমের পরিণামে নিরবধি কৃষ্ণরসনিমগ্ন হইয়া সুখ পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অঙ্গের অনুশীলন করিবে। ব্যবহারে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের বিচার উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক তথাপি ভক্তিমান্ জনের বুদ্ধি গুণ দোষ যুক্ত হয় না। দোষ বুদ্ধি হইতে এবং গুণ হইতে ভক্তিমান্ জন মুক্ত হয়। কারণ গুণ এবং দোষ দর্শন করিয়া ভক্ত কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হয় না, বালক যেমন স্বাভাবিক রুচিতে কার্য্য করে তদ্রূপ ভক্তি প্রীতি সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিষেধ বশতঃ কর্ত্তব্য হইতে বিরত হন না এবং গুণ বুদ্ধিতে ও বিহিত কর্ম্ম ভক্ত করেন না। গুণ ও দোষ হইতে অতীত বালকের ন্যায় স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বিহিত কর্ম্মের আচরণ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিত্যাগ করে। কিন্তু গুণের লোভে প্রবৃত্ত হয় না ও দোষের ভয়ে নিবৃত্তও হয় না ॥১৬॥

সম্প্রতি প্রকরণার্থের উপসংহার করিবার জন্য বলিতেছেন--বৈষ্ণব সঙ্গ হইতে

তস্মাদার্ত্তি—স্তদনুকৃপয়া পূর্ণ আবেশ এব
তস্মাৎ প্রেমাভবতি মধুর প্রীতিভাবৈকগম্যঃ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বসাধনসাধ্যা ব্রহ্মাদিভিরন্বেষণীয়া প্রেমলক্ষণাভক্তি-র্ভবতীতি সঙ্কলিতার্থঃ ॥১৭॥

ইদানীং মুত্তমমধ্যমসামান্যতো ভাগবত লক্ষণমাহ।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনো ভগবদ্ভাবং আত্মনঃ স্বামিনো ভাবং পশ্যেৎ আত্মনি শ্রীকৃষ্ণে ভূতানি প্রাণিনঃ যদৃচ্ছয়া জায়ন্তে চেতি তত্র পশ্যেৎ স ভাগবতোত্তমঃ ॥১৮॥

তথা— ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥১৯॥

অত্র যথা সঙ্খ্যেন বোদ্ধব্যং—

প্রথমে নিবিড়া শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, লীলাময় বিগ্রহে, তাঁহা লীলার গুণে চিত্ত যথেষ্ট রঞ্জিত হয়, তাহা হইতে আর্ত্তি হয় এবং আর্ত্তি হইতে ভগবদ্ কৃপায় পূর্ণ আবেশ হয়, আবেশ হইতে প্রীতিভাব গম্য মধুর প্রেমভক্তি হয়। উক্ত কারণে সর্ব্ব সাধন সাধ্য ব্রহ্মাদি দেবগণ অন্বেষণীয় প্রেম লক্ষণা ভক্তি প্রাপ্তি হয়। প্রকরণের সংকলিতার্থ ই এইরূপ হয় ॥১৭॥

সম্প্রতি উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ বলিতেছেন—সমস্ত বস্তুতে স্বীয় ভগবৎ প্রীতি যে জন দর্শন করে এবং পরমপ্রিয় শ্রীভগবানে সমস্ত বস্তুর নিবাস, ইহা যে জন সম্যক্ প্রকারে অবগত হয়, তিনি উত্তম ভাগবত। যে জন সমস্ত প্রাণীতে স্বয়ং যেরূপ প্রীতি শ্রীভগবানে করিতেছে সেই রূপে প্রীতি সমস্ত প্রাণীই শ্রীভগবানের প্রতি করিতেছে এবং নিজের স্বামী যেরূপ ভগবান্ সেইরূপ সমস্ত প্রাণীরই স্বামী শ্রীহরি, ইহা যেজন দর্শন করে, পরমপ্রিয় আত্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রাণী সমূহ তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই উৎপন্ন হয়, ইহা যেজন শ্রীভগবানে দর্শন করে সে উত্তম ভাগবত নামে অভিহিত হয় ॥১৮॥

এবং ঈশ্বরে, ঈশ্বরাধীন জন সমূহে, বালিশে ও বিদ্বেষী ব্যক্তিতে যথাক্রমে ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন জনে মৈত্রী, মূর্খ জনে কৃপা ও বিদ্বেষী জনের প্রতি যে উপেক্ষা বুদ্ধি করে—সে মধ্যম ভাগবত হয় ॥১৯॥

অর্চ্চায়ামেবহরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষুচান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং তদ্ভক্তেষু বৈষ্ণবেষু অন্যেষু অন্যজনেষু ॥২০॥
গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥২১॥
দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষ কৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসার ধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরে র্ভাগবতপ্রধানঃ ॥২২॥
জন্মাপ্যয়ৌ দেহস্য ইন্দ্রিয়ানাং কৃচ্ছ্রং অন্যৎ যথাসঙ্খ্যং বোধ্যং—॥২৩॥
ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥২৪॥

ননু ভাগবতানাং জন্মকর্ম্মবন্ধনঞ্চ বিদ্যতে, কথং নাস্তি তত্রাহ পদ্মপুরাণে—যথা সৌমিত্রি ভরতৌ যথা সংকর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকে যদৃচ্ছয়া॥

যে জন শ্রীহরির বিগ্রহের পূজা যে জন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করে কিন্তু তাঁহার ভক্ত ও অন্য প্রাণীর প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না, তাহাকে প্রাকৃত ভাগবত অর্থাৎ প্রথম প্রবৃত্ত ভাগবত বলিয়া জানিবে। অর্চা শব্দে প্রতিমা, তদ্ভক্ত শব্দে বৈষ্ণব ও অন্যজনকে জানিতে হইবে ॥২০॥

ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা বিষয় সমূহ গ্রহণ করিয়াও যেজন বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ করে না ও বিষয় লাভে আনন্দিত হয় না, শ্রীবিষ্ণুর মায়া শক্তি কর্ত্তৃক সমস্ত পদার্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া জানেন, তিনিই উত্তম ভাগবত হন ॥২১॥

যে জন দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধির ধর্ম্ম-জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, বিষয় তৃষ্ণা রূপ ক্লেশকর সংসার ধর্ম্মে মুগ্ধ না হইয়া শ্রীহরির স্মরণে বিভোর হন তিনি ভাগবত প্রধান ॥২২॥

জন্ম ও মৃত্যু দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, প্রাণের ধর্ম্ম-ক্ষুধা, মনের ধর্ম্ম ভয়, বুদ্ধির ধর্ম্ম তৃষ্ণা রূপ ক্লেশ সমূহ যথাক্রমে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত অন্বিত বলিয়া জানিতে হইবে ॥২৩॥

যে জন শরীরে অবস্থিত হইয়া জন্ম কর্ম-বর্ণ আশ্রম, জাতি প্রভৃতিতে অহন্তাবাক্রান্ত হইয়া মুগ্ধ না হয়, সে শ্রীহরির প্রিয় হয় ॥২৪॥

ভাগবতগণের জন্মে, কর্ম্মবন্ধন বিদ্যমান আছে, কিন্তু বলা হয় যে তাঁহাদের কর্মবন্ধন নিমিত্ত জন্ম হয় না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? বলিতেছেন,—

পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥২৫॥

এবং— নিরপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥২৬॥
ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ সচ ভাগবতোত্তমঃ ॥২৭॥
তিতিক্ষবঃ কারুনিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥২৮॥

ইদানীং ভক্তানাং সর্ব্বতোবিশেষোৎকর্ষমাহ শ্রীভগবদ্বাক্যেন—
ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সংকর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥২৯॥

ভজন্নিতি বক্তব্যে উদ্ধবং প্রত্যতিপ্রেম্নাভবানিত্যুক্তং এবং জগৎ-পাবনত্বমাহ শ্রীভগবদ্বাক্যেন—

পদ্মপুরাণে ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—যেমন সৌমিত্রি, ভরত, সংকর্ষণ প্রভৃতি নিজধামে যে স্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে ঈশ্বরেচ্ছায় সেই স্বরূপেই আবির্ভূত হইয়া লীলাবসানে সেই রূপেই গমন করেন, বৈষ্ণব গণের কর্মবন্ধন নিমিত্ত জন্ম হয় না ॥২৫॥

আরও বলিতেছেন—যে জন,—নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী, আমার ভক্ত সেই আমার প্রিয় ॥২৬॥

যাহার নিজ এবং পর বুদ্ধি বিত্ত প্রভৃতিতে এবং শরীর প্রভৃতিতে হয় না, সকল প্রাণীর প্রতি সমবুদ্ধি ও শান্ত, সে উত্তম ভাগবত হয় ॥২৭॥

তিতিক্ষু, করুণ, সকল শরীরে সুহৃদ, অজাতশত্রু, শান্ত সাধুগণই সাধু-ভূষণ হন ॥২৮॥

সম্প্রতি ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকারে বিশেষ উৎকর্ষের কথা ভগবদ্ বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন,—আমার প্রিয়তম যেমন ভক্ত, তেমন ব্রহ্মা (পুত্ররূপে) (মিত্র রূপে) শঙ্কর, (ভ্রাতা রূপে) সঙ্কর্ষণ, (পত্নীরূপে) লক্ষ্মী, নিজপ্রিয় রূপে আত্মা, প্রিয় নয়। ভক্তের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া উদ্ধবকে অতিশয় প্রীতিতে 'ভবান্' আপনি বলিয়াছিলেন ॥২৯॥

এই প্রকার জগৎ পাবনের কথাও শ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন--যাহার

বাগ্‌গদ্গদাদ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥৩০॥
এবং—যঃ কশ্চিৎ বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারো হ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥৩১॥
এবং—অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতেমামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥
অতিশয়েন দুরাচারোঽপি অনন্যভাক্‌সন্ যদি মাং ভজতে স সাধুরেব মন্তব্যঃ জ্ঞাতব্যঃ। হি যস্মাৎ স এব সম্যক্ ব্যবসিতঃ শোভন ব্যবসায়ং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ ॥৩২॥
এবং—চাণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তো দ্বিজোত্তমঃ
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ ॥৩৩॥
এবং জাত্যাদি নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তস্য পূজ্যত্বমাহ ভগবদ্বাক্যেন—
ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥৩৪॥

চিত্ত বিগলিত, কণ্ঠ গদগদায়মান পুনঃ পুনঃ রোদন, কখনও হাস্য, লজ্জাশূন্য ভাবে উচ্চৈস্বরে গান ও নৃত্যকারী ভক্তিযুক্ত জন ভুবনকে পবিত্র করে ॥৩০॥

সহস্রাংশু সূর্য্যদেব উদিত হইয়া যেমন সমস্ত জগৎকে পবিত্র করেন তদ্রূপ অন্যাশ্রমী মিথ্যচার বৈষ্ণবও লোককে পবিত্র করে ॥৩১॥

যদি সুদুরাচার ব্যক্তিও অনন্য ভক্তিযোগে আমার ভজন করে তবে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে, কারণ সে সম্যক্ ভাবে সুনিশ্চিত বুদ্ধি সম্পন্ন। অতিশয় দুরাচার হইলেও অনন্য ভাবে যদি আমার ভজন করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। কারণ সেই নিশ্চয়ই তাহার উত্তম নিশ্চয় এবং প্রশংসনীয় কার্য্য ॥৩২॥

এবং চণ্ডাল হইয়াও বিষ্ণুভক্ত হইলে সে মুনি শ্রেষ্ঠ ও দ্বিজোত্তম হইবে। কিন্তু শ্রীহরি ভক্তি বিহীন দ্বিজও শ্বপচ হইতে অধম বলিয়া গণ্য হইবে ॥৩৩॥

জাতি প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়াই ভক্তের পূজ্যত্বের কথা ভগবদ্বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ আমার প্রিয় নয়, শ্বপচ, আমার ভক্ত হইলে প্রিয় হইবে। তাহাকে বস্তু সমর্পণ করিবে এবং তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। আমি যেমন পূজ্য সে ভক্তও সেইরূপ পূজ্য ॥৩৪॥

এবং ভূম্যাদ্যমঙ্গলনাশকত্বমাহ—

বহুধোৎসিধাতে রাজন্ বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোদৃগ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাং চামঙ্গলং দিবঃ ॥৩৫॥

এবং বিশেষমাহ-মহাপাতকিনো যে চ মুক্তাবা সর্ব্বপাতকৈঃ।

ঈক্ষিতা ভগবদ্ভক্তৈর্লভন্তে পরমং পদং ॥৩৬॥

এবং পিত্রাদ্যুক্ত-সবিশেষ-পরস্পর-প্রার্থনীয়মাহ—

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ।

মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতো ঝটিৎ সন্তারয়িষ্যতি ॥৩৭॥

এবং ভক্তানাং বিষয়াসক্তত্বং বন্ধায় ন ভবতীত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

বাধ্যমানোপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।

প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥৩৮॥

অণুমাত্রাপি বিষ্ণুভক্তিঃ প্রগল্‌ভা ভবতি। এবং ভক্তিমাত্রযোগাদ্ বিষয়ৈর্নাভিভূয়ত ইত্যর্থঃ ॥৩৯॥

এবং ভক্তানামভিলাষেঽভিলাষান্তরায় ন কল্পত ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন-

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।

ভর্জ্জিতা ক্কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে ॥

ভক্তগণ ভূমি প্রভৃতির অমঙ্গলও নাশ করেন। হে রাজন! শ্রীবিষ্ণু ভক্তের নৃত্যে বহুবিধ মঙ্গল সাধিত হয়। চরণদ্বয় দ্বারা ভূমির, নেত্র দ্বারা দিগ্ সকলের, বাহু দ্বারা উর্দ্ধ লোকের অমঙ্গল বিদূরিত হয় ॥৩৫॥

বিশেষ বলিতেছেন—সর্ব্ব পাতকযুক্ত মহাপাতকী ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টি পথে নিপতিত হইলে পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥৩৬॥

পিতৃ পুরুষগণ বর্ণিত পরস্পর সবিশেষ প্রার্থনার বিবরণ বলিতেছেন—পিতৃপুরুষগণ গর্ব্ব করেন, পিতামহগণ নৃত্য করেন, কারণ তাহারা বলেন আমার বংশে বৈষ্ণব উৎপন্ন হইয়াছে সত্বর সকলের উদ্ধার করিবে ॥৩৭॥

ভক্তগণের বিষয়াসক্তি বন্ধের জন্য হয় না, এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলেন—অজিতেন্দ্রিয় আমার ভক্ত বিষয়ের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইলেও, ভক্তি প্রভাবে প্রায়শঃ ভক্তগণ বিষয়ে অভিভূত হয় না ॥৩৮॥

অণুমাত্র বিষ্ণুভক্তি প্রগল্‌ভা হয় এবং ভক্তিমাত্র যোগেও ভক্ত বিষয়ে অভিভূত হয় না ॥৩৯॥

ময়ি আবেশিতাধী র্যৈস্তেষাং—ভক্তানামভিলাষে সতি মদুপভোগ মাত্রেণ তন্নিবৃত্তেরন্যদপি কামনান্তরং ন কল্পত ইত্যর্থঃ। এতদপি ভগবতো ভক্তকামিত পূরকত্বাৎ সম্পদ্যতে। অন্যেষামভিলাষে তৎ সদৃশ কামনান্তরং সংকল্পতে তদপি ভোগায় ভবতীতি বাক্যার্থঃ ॥৪০॥

যদ্যেবং ভক্তকামতা সম্ভাবনায়াং কথঞ্চিদ্ গর্হিতাচরণে কথং নিস্তারঃ স্যাদিত্যত্রাহ।

যদি দৈবাৎ প্রমাদাদ্বা যোগিকর্ম্ম বিগর্হিতং।
যোগেনৈব দহেদেনো নান্যো যত্নঃ কদাচন ॥৪১॥

ননু ভক্তানাং স্রক্‌চন্দনাদ্যুপভোগঃ কথমুপপদ্যতইত্যত্রাহ—উদ্ধব বাক্যেন— ত্বয়োপভুক্ত—স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসা স্তবমায়াং জয়েমহি ॥৪২॥

এবং ভক্তগণের অভিলাষ অভিলাষান্তর বলিয়া গণ্য হয় না, এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন--আমাতে আসক্তা বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তির কামনা কামনার মধ্যে গণ্য হয় না, কেননা যেসকল ধানকে ভাজিয়া চিনীর পাকে রাখা হয় সেই সকল ধানের অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। আমাতে যাহাদের মতি আবিষ্ট হইয়াছে, সে সকল ভক্তের বিষয়ে অভিলাষ হইলেও আমার সেবায় তাহার বিনিযোগ হয় এবং ইহাতে কামনারও নিবৃত্তি হয়। অতএব এই কামনাকে কামনান্তর বলা যায় না। ভক্তি ভিন্ন ব্যক্তির অভিলাষে অভিলাষান্তরের সৃষ্টি হয় ও ইহা অভিলাষী ব্যক্তির নিজ ভোগের জন্যই হইয়া থাকে ॥৪০॥

যদ্যপি ভক্তের কামনা সম্ভাবনায় কথঞ্চিৎ ভক্তের গর্হিত আচরণও হইতে পারে। ইহা হইতে ভক্তের নিস্তার কিরূপে সম্ভব হইবে? উত্তরে বলিতেছেন-- দৈব অথবা প্রমাদে ভক্তগণের বিগর্হিত আচরণ হয়, তবে উক্ত পাপের বিনাশ সাধন ভক্তিযোগের দ্বারাই করা কর্ত্তব্য, পাপ বিনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্তাদি অপর কোনও প্রতিকার সাধন অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না ॥৪১॥

ভক্তগণের স্রক্‌চন্দন প্রভৃতির উপভোগ কিরূপে সম্ভব হইবে? উদ্ধবের উক্তির দ্বারা ইহার উত্তর প্রদান করিতেছেন,—তোমার প্রসাদী স্রক্ গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতির গ্রহণের দ্বারা আমরা তোমার মায়াকে জয় করিতে সক্ষম হইব। কেননা দাসগণ সর্ব্বদাই প্রভুর প্রসাদী বস্তুর অধিকারী হয় ॥৪২॥

ভগবান্ বলিয়াছেন—ভগবদ্ভক্তগণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ হইতে অভিন্ন হয়। বলিতেছেন, তীর্থ, অশ্বত্থ বৃক্ষ, গো, বিপ্র ও ভক্তগণ—আমার অভিন্ন তনু।

এবং ভগবদ্ভক্তস্তাবৎ স্বয়মীশ্বর ইত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

তীর্থ ন্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা ভুবি।
মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়া স্তনবো মম পঞ্চধা॥
তেষাং মধ্যে চ সর্ব্বেষাং পবিত্রাণাং শুভাত্মনাং।
মম ভক্তা বিশিষ্যন্তে স্বয়মাবিদ্ধিতান্ বুধ॥৪৩॥

অতএব তেষাং সেবাতি দুর্ল ভেত্যাহ—

দুরাপাহ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠ বর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥

বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোর্বর্ত্মসু মার্গভূতেষু মহৎসু যত্র যেষু ভক্তেষু॥৪৪॥

এবং তেষাং স্মরণাদেব শুদ্ধিফলমাহ—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈগৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥৪৫॥

এবং তেষাং গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং কর্ত্তব্যমিত্যাহ—

মল্লিঙ্গ মদ্ভক্তজন দর্শনস্পর্শন র্চ্চনং।
পরিচর্য্যাস্তুতিপ্রহ্বে গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং॥

ইহাদের মধ্যে সকলের মঙ্গল ও পবিত্রের পবিত্র ও মঙ্গল স্বরূপ ভক্তগণই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ॥৪৩॥

অতএব ভক্তগণের সেবা অতি দুর্লভ। বলিতেছেন—বৈকুণ্ঠবর্ত্ম ভক্তগণের সেবা স্বল্প তপস্যায় সম্ভব হয় না, যে স্থানে দেবদেব জনার্দ্দন সর্ব্বদা নিত্যরূপে কীর্ত্তিত হন। বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর মার্গ স্বরূপই মহৎ ভক্তগণ হন॥৪৪॥

এবং তাঁহাদের স্মরণ মাত্রেই শুদ্ধিকার্য্য সম্পন্ন হয়। যাঁহাদের স্মরণে সদ্য জীবের সংসার বাসনা বিদুরিত হয়, গৃহাদি পবিত্র হয়, যদি দর্শন, স্পর্শ, চরণ প্রক্ষালন, আসন প্রদান প্রভৃতির সৌভাগ্য হয় তবে পবিত্র হইবার কথায় সন্দেহের অবকাশই কোথায়?॥৪৫॥

তাঁহাদের গুণকর্ম্মের কীর্ত্তন করা পরম কর্ত্তব্য—বলিতেছেন—আমার পরিচায়ক আমার ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শ, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি, নমস্কার, গুণকর্মের কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরমাবশ্যক। পরিচর্য্যা শব্দের অর্থ সেবা, উল্লাসকর কার্য্য করা, প্রহ্ব শব্দের অর্থ, আজ্ঞা গ্রহণ॥৪৬॥

ভগবৎ ভক্তের সেবার ফল কীর্ত্তন করিতেছেন—সজ্জন গণের সেবায়

পরিপর্য্যাসেবা প্রহ্ব আজ্ঞাগ্রহণং ॥৪৬॥

তেষাং সেবাফলমাহ— সৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥

সৎসেবয়া হরিকথাশ্রবণাদিনা ততো মধুদ্বিষঃ পাদয়োঃ রতিরাসো প্রেমোৎসবঃ তীব্রো দুর্ব্বারোভবেৎ স্বাভাবিকো ব্যসনং সংসারং অর্দ্দয়তীতি তথা—॥৪৭॥

বিষ্ণুপূজাপরাণাস্তু শুশ্রূষাং কুর্ব্বতে তু যে।
তে যান্তি বিষ্ণুভবনং ত্রিসপ্ত পুরুষান্বিতাঃ ॥৪৮॥

এবং বৈষ্ণবায় জলান্নদাতুঃ ফলমাহ ত্রিভিঃ।

যো বিষ্ণুভক্তং নিষ্কামং ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ত্রিসপ্ত কুলসংযুক্তঃ স যাতি হরিমন্দিরং ॥৪৯॥

তথা—বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং কোটিং সংভোজ্য যৎফলং।
তৎফলং কোটিগুণিতং সংভোজ্য বিষ্ণুযোগিনং ॥৫০॥
বিষ্ণুভক্তায় যো দদ্যাৎ নিষ্কামায় মহাত্মনে।
পানীয়ং বা ফলং বাপি স এব ভগবান্ হরিঃ ॥৫১॥

সর্ব্বত্রাবস্থিত মধুসূদন ভগবানের শ্রীচরণে তীব্র প্রীতির আবির্ভাব হয়। যাহার ফলে সাংসারিক আসক্তি বিদূরিত হয়। শ্রীহরিকথা শ্রবণই সজ্জনগণের সেবা, ইহা হইতে শ্রীমধুসূদনের শ্রীচরণে তীব্র মমত্ব সম্পাদিত হয়, যাহার বিচ্ছেদ কোনও প্রকারে সম্ভব হয় না। ব্যসন শব্দের অর্থ—সংসার, তাহার বিনাশ সাধনও উহার দ্বারা হয় ॥৪৭॥

যাহারা শ্রীবিষ্ণু পূজা পরায়ণের সেবা করে, তাহারা একবিংশতি পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করে ॥৪৮॥

তিন শ্লোকে বৈষ্ণবকে জল ও অন্ন প্রদানের ফল বলিতেছেন—যে জন নিষ্কাম বিষ্ণুভকৃতকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভোজন প্রদান করে, সে একবিংশতি কুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণের সহিত শ্রীহরি মন্দিরে গমন করে ॥৪৯॥

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যে ফল লাভ হয়, সেই ফলের কোটিগুণ ফল লাভ হয়, যদি সে বিষ্ণু ভকৃতকে ভোজন প্রদান করে ॥৫০॥

নিষ্কাম মহাত্মা বিষ্ণুভকৃতকে যে জন জল, ফল প্রদান করে; সে সাক্ষাৎ হরিকে প্রাপ্ত হয় ॥৫১॥

এবং সর্ব্বদেব ময়ত্বঞ্চাহ ভগবদ্বাক্যেন—

ভক্তাননে বসেদ্‌ব্রহ্মা শিরস্যেব বসাম্যহং।
নাভৌ চ শঙ্করো দেবঃ পদে গন্ধর্ব্ব কিন্নরৌ ॥৫২॥

অতএব বৈষ্ণবস্থিতৌ সর্ব্বদেবস্থিতিরিত্যাহ—

সাধুঃ পূজাপরো যস্য গৃহে বসতি সর্ব্বদা।
তত্রৈব সর্ব্বদেবাশ্চ হরিশ্চৈব শ্রিয়ান্বিতঃ ॥৫৩॥

এবং চে-ন্নিঃসীমমহিমত্বমাহ—

অদ্যাপি নহি জানন্তি মহিমানং বিরিঞ্চয়ঃ।
ধ্যানেন পরমেনাপি হরিভক্তি শুভাত্মনাং ॥৫৪॥

কিঞ্চতদ্দাসানাং কিমপ্যসাধ্যং নাস্তীত্যাহ—

যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ।
ঈক্ষিতাশ্চাপি গচ্ছন্তি পাপিনোপি পরাংগতিং ॥৫৫॥

এবং তেষু জাতিবুদ্ধ্যা ব্যবহারতঃ পাতকমাহ—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌশিলাধীর্গুরুষু নরমতি বৈঁষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণো র্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

ভগবান্ বলেন ভক্তগণ সর্ব্বদেবময় হন। ভক্তের আননে ব্রহ্ম নিবাস নিবাস করেন, মস্তকে আমি শ্রীহরি নিবাস করি, নাভিতে শঙ্কর ও চরণে গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ নিবাস করেন ॥৫২॥

অতএব বৈষ্ণবের অবস্থানে সর্ব্বদেবের অবস্থান হয়। বলিতেছেন,—ভগবৎ সেবা পরায়ণ বৈষ্ণব যাহার গৃহে নিবাস করেন, সে স্থানে সকল দেবতা ও শ্রীহরি লক্ষ্মীর সহিত অবস্থান করেন ॥৫৩॥

অনন্তর বৈষ্ণবের নিঃসীম মহত্ব বলিতেছেন—অদ্যাপি বিরিঞ্চিগণ পরম ধ্যানের দ্বারাও মঙ্গলময় বৈষ্ণবের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ হন না ॥৫৪॥

তাঁহার দাস গণের অসাধ্য কিছুই নাই--বলিতেছেন—বিষ্ণুভক্ত যতিগণের পরিচর্য্যা পরায়ণ ব্যক্তিগণের সম্মুখে পাপীগণ দৃষ্ট হইলে তাহারা পরম গতি লাভে সমর্থ হয় ॥৫৫॥

এবং তাহাদের প্রতি জাতি বুদ্ধিতে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ—শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চা বিগ্রহে শিলা বুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবে মনুষ্য বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, শ্রী বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণধৌত জলে জল বুদ্ধি, শ্রীবিষ্ণুর নামে মন্ত্রে শব্দ সামান্য বুদ্ধি,

বিষ্ণোতন্নামি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্য বুদ্ধিঃ
শ্রীশেসর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্ত বা নারকী সঃ ॥৫৬॥
শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥৫৭॥
নারায়ণৈকনিষ্ঠস্য যা যা চেষ্টা তদর্পণং।
যজ্জল্পতি স চ জপস্তদ্ধ্যানং যন্নিরীক্ষণং॥
তৎপাদাম্বতুলং তীর্থং তদুচ্ছিষ্টং সুপাবনং।
তদুক্তি মাত্রং মন্ত্রাগ্র্যং তদ্দৃষ্টমখিলং শুচি॥
ভক্তিরষ্টবিধাহ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রোমুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়।
প্রসাদ সুমুখোবিষ্ণু স্তেনৈবস্যাদসংশয়ঃ॥৫৮॥

তেষ্বপরাধে নিস্তারো নাস্তীত্যাহ ভগবদ্বাক্যেন—

মযাপরাধো রাজেন্দ্র কল্পান্তে যাতি সংক্ষয়ং।
মদ্ভক্তেষ্বণুমাত্রোপি ন চ কল্পশতৈরপি ॥৫৯॥

মহাদেব ও শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবদ্ অবতারে সমবুদ্ধি যাহার হয় সে ব্যক্তি নারকী ॥৫৬॥

শূদ্র যদি ভগবদ্‌ভক্ত হয় ও নিষাদ-শ্বপচ যদি বিষ্ণুভক্ত হয়, তাহাকে যদি জাতি দৃষ্টিতে দেখা হয় তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরক গমন করে ॥৫৭॥

শ্রীনারায়ণ নিষ্ঠ ব্যক্তির যে যে চেষ্টা ও আত্মসমর্পণ, তাহার কথনই জপ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। তাহার দর্শনেই ধ্যান নিষ্পন্ন হয়। তাঁহার চরণামৃতেই অতুল তীর্থ, তাঁহার উচ্ছিষ্ট পরম পাবন। তাঁহার উক্তিই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, তাঁহার দৃষ্টিতে সকল বস্তুই পবিত্র হয়। উক্ত আট প্রকার ভক্তি যে ম্লেচ্ছে বিদ্যমান আছে,—সেই বিপ্রেন্দ্র, সেই মুনি, সে সন্ন্যাসী এবং সেই পণ্ডিত। অতএব সমস্ত প্রযত্নের সহিত বৈষ্ণবের সন্তোষ বিধান কর। তাহাতেই পরম করুণ শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হন। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ৫৮॥

বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধ হইলে নিস্তারের কোন উপায় নাই। ভগবদ্ বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন—হে রাজেন্দ্র! আমার নিকটে অপরাধ কারীর অপরাধ কল্পান্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্তের নিকট অণুমাত্র অপরাধ হইলে

এবং প্রকরণার্থ মুপসংহরতি ভগবদ্বাক্যেন দ্বাভ্যাং—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবানিদং জগৎ ॥৬০॥
বিহায় কামান্ পরয়া চ ভক্ত্যা ভজস্ব ভক্তান্ মমভক্তি দৃষ্টান্।
মমৈব বন্ধূন্ পরমার্থযুক্তান্ সদৈব বিষ্ণোর্হৃদি সন্নিবিষ্টান্।৬১॥
বিষ্ণোর্মমহৃদিসন্নিবিষ্টান্ সর্ব্বথৈব মমহৃদয়ে সন্তীত্যর্থঃ।

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ে ভগবদ্ভজনভাগবতলক্ষণ নির্ণয়ং নাম
পঞ্চমং বিরচনং।

—:—

অথ তাবৎ ভগবৎসেবায়ামবশ্যমেববিধিপূর্ব্বকদ্রব্যার্পণ বিধানং কর্ত্তব্যং।
তত্র প্রমাণমাহ ভগবদ্বাক্যেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

শত কল্পেও তাহা নাশ হয় না ॥৫৯॥

দুই শ্লোকে ভগবদ্ বচনের দ্বারা প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—হে কৌন্তেয়! অন্যদেবতার ভজন না করিয়া বৈষ্ণবের ভজন কর। বৈষ্ণবগণ সকল দেবতা ও জগৎকে পবিত্র করেন ॥৬০॥

সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম ভক্তি দ্বারা আমার ভক্তি প্রচারক ভক্তগণের ভজন কর। তাঁহারা পারমার্থিক বন্ধুতা আমার সহিতই স্থাপন করেন ও সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর হৃদয় প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ থাকে। আমি বিষ্ণু, আমার হৃদয়ে তাঁহাদের স্মৃতি সতত থাকে ॥৬১॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ে ভগবদ্ভজন ভাগবত লক্ষণ নির্ণয় নামক
পঞ্চম বিরচন সমাপ্ত।

—:—

* ষষ্ঠ বিরচন *

শ্রীভগবৎ সেবায় অবশ্যই বিধিপূর্ব্বক দ্রব্যার্পণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীভগবদ্ বাক্যই ইহার প্রমাণ—তিনি বলেন—পত্র, পুষ্প, ফল, জল; যে জন আমাকে

পত্রাদিকং যো ভক্ত্যামহ্যং প্রযচ্ছতি তৎপ্রযতাত্মনো যত্নবতোভক্ত্যুপ হৃতং ভক্তিসংস্কারপূর্ব্বকোপহৃতং বস্তু‚অহমশ্নামি ॥১॥

এতদেবস্পষ্টয়তি। অন্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈর্ভূর্য্যেব পরিকল্পতে।

অভক্তোপহৃতং ভূরি ন মে তোষায় কল্পতে ॥২॥

প্রযতাত্মভির্ভক্তৈরুপহৃতং দ্রব্যং সাক্ষাদেবাহমশ্নামীত্যর্থঃ। এবং প্রযত্নবদ্‌ভির্ভক্তৈঃ কর্ত্তব্যমিতিকৃতং বস্তুচৈব পরিগৃহ্যত ইত্যাহ ভগবদ্‌-বাক্যেন— নৈবেদ্যং পুরতোন্যস্তং দৃষ্টৈ্যব স্বীকৃতং ময়া।

রসং ভক্তস্য জীহ্বাগ্রেণাশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥৩॥

কিঞ্চৈতদেব মহাপ্রসাদান্নং সর্ব্বথৈবভুঞ্জীতেত্যাহ—

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্র স্পর্শেঽঙ্গ সঙ্গমং।

ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ সরোজ সৌরভে শ্রীমৎতুলস্যারসনাং তদর্পিতে॥

মুকুন্দেত্যাদি প্রসঙ্গাদুক্তং তদর্পিতে কৃষ্ণভুক্তোচ্ছিষ্টেঽন্নে রসনাং জিহ্বাং নিযুঞ্জীত ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ। অতএবোক্তং উচ্ছিষ্ট ভোজিনো

ভক্তিপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া ভক্তি দ্বারা অর্পণ করে, প্রযতাত্মা ব্যক্তির সেই সমস্ত সামগ্রী আমি ভোজন করি। পত্রাদি সমর্পণ যে জন ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে করে' সেই প্রযতাত্মা ব্যক্তির অর্থাৎ—ভক্তি পূর্ব্বক আনয়ন ও ভক্তি সংস্কার পূর্ব্বক সমর্পণ হইলে সেই সকল বস্তু আমি ভোজন করি ॥১॥

পুষ্পাভাবে বলিতেছেন—ভক্তগণের অর্পিত অণুমাত্র বস্তুও ভূরি ভূরি বলিয়া মানিয়া থাকি, অভক্তগণের প্রদত্ত অপরিসীম বস্তুও আমার সন্তোষের কারণ হয় না ॥২॥

প্রযত্নশীল ভক্ত প্রদত্ত দ্রব্য আমি সাক্ষাৎ ভোজন করি। এই প্রকার প্রযত্নশীল ভক্তেরই কর্ত্তব্য, ভক্তগণ উক্ত প্রকারে ভগবদর্পিত বস্তুই গ্রহণ করেন। ভগবান্‌ বলেন,—নৈবেদ্য আমার সম্মুখে স্থাপন করিলে দৃষ্টির দ্বারাই আমি তাহা স্বীকার করি। নৈবেদ্যের আস্বাদন ও প্রযতাত্মা ভক্তের রসনার দ্বারা করিয়া থাকি ॥৩॥

তজ্জন্য সর্ব্বথা মহাপ্রসাদান্ন ভোজন-করা কর্ত্তব্য। বলিতেছেন—নেত্র শ্রীহরি মন্দির দর্শনে, শ্রীহরি ভৃত্যের স্পর্শের নিমিত্ত শরীর, শ্রীহরির শ্রীচরণারবিন্দে অর্পিত তুলসী সৌরভ গ্রহণে, নাসিকা ও ভগবদর্পিত নৈবেদ্যের আস্বাদনে রসনাকে নিযুক্ত করিবে। মুকুন্দ নামের প্রসঙ্গে জানিতে হইবে যে ভক্তিপূর্ব্বক আনীত ও ভক্তি পূর্ব্বক সমর্পিত—শ্রীকৃষ্ণ ভুক্তোচ্ছিষ্ট বস্তুর আস্বাদনে জিহ্বার

দাসা ইতি ॥৪॥

এতদেব স্পষ্টয়তি লঘুভাগবতে—

হৃদিরূপং মুখে নাম নৈবেদ্য-মুদরে হরেঃ।

পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ॥৫॥

নাস্তি চ্যুতং চ্যুতির্যস্য স তথা। ভবিষ্যে—

যত্র যত্র পরং তাত প্রাপ্তং হরি নিবেদিতং।

তত্র তদ্ভক্ষয়েদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৬॥

এবং মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষো নাস্তীত্যাহ—

বিষ্ণো র্নিবেদিতান্নে চ স্পর্শদোষো ন বিদ্যতে।

যস্য সন্দর্শনেনৈব নরো ভবতি পাবনঃ ॥৭॥

ভবিষ্য পুরাণে— অন্ত্যবর্ণৈর্হীনবর্ণৈঃ সঙ্করপ্রভবৈরপি।

স্পৃষ্টং জগৎপতেরন্নং ভুক্তং সর্ব্বাঘনাশনং ॥৮॥

কুকুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং মদন্নং যদি জায়তে।

শক্রস্যাপি চ তদ্ভক্ষ্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে ॥৯॥

নিয়োগ করিবে। অতএব বলা হইয়াছে যে শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী জনগণই শ্রীহরিদাস নামে খ্যাত হন ॥৪॥

লঘুভাগবত গ্রন্থে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—যাহার হৃদয়ে শ্রীহরির রূপ, মুখে নাম, উদরে প্রসাদী নৈবেদ্য পাদোদক ও নির্ম্মাল্য মস্তকে বিরাজিত হয়, সে অচ্যুত স্বরূপ হয়। অচ্যুত শব্দের অর্থ যাহার বিনাশ হয় না ॥৫॥

ভবিষ্য পুরাণে কথিত আছে—হে তাত! শ্রীহরি নৈবেদ্য যে স্থানে যে স্থানে প্রাপ্ত হয়, সেই সেই স্থানেই বিনা বিচারে তাহা ভক্ষণ করিবে ॥৬॥

মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ হয় না। শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত অন্নে স্পর্শদোষ হয় না, যাহার দর্শন মাত্রেই মানব পবিত্র হয় ॥৭॥

ভবিষ্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—অন্তবর্ণ, হীনবর্ণ, শঙ্কর হইতে উৎপন্ন ব্যক্তির স্পর্শ হইলেও জগৎপতির অন্ন পরম পবিত্রই হয়, ইহার ভোজনে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ॥৮॥

কুকুরের মুখ হইতেও পতিত শ্রীপতির প্রসাদান্ন পরম পবিত্র, ইহা ইন্দ্রেরও অতি আদরের বস্তু, ইহা পরম ভাগ্যক্রমেই লাভ হয়, ভাগ্যবশতঃ উপলব্ধ হইলে ভোজন করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥৯॥

তথাচ স্কন্দপুরাণে—

নোচ্ছিষ্টং নাবশেষঞ্চ হরেরন্নং প্রকীর্ত্তিতং।
স্তুতিবাদমিমং মত্বা নরা নরকগামিনঃ ॥১০॥

এবং বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজ ॥১১॥

এবং লোভাদিনা ভক্ষণ মাত্রেণ মহাপাবনত্বমাহ স্কান্দে—

ভক্ত্যা লোভাৎ কৌতুকাদ্বা ক্ষুধা সংযমনেন বা।
আকণ্ঠভক্ষিতং তদ্ধি পুণাতি সকলাংহসঃ ॥১২॥

তথা দীক্ষিতাদীনাং মহাপাবনত্বমাহ—

ব্রতস্থা বিধবাশ্চৈব সর্ব্বে বর্ণাশ্রমাস্তথা।
তৎস্পর্শনেন পূজ্যন্তে দীক্ষিতাশ্চাগ্নিহোত্রিনঃ ॥১৩॥

তথাচ গরুড়পুরাণে—

ন কাল নিয়মো বিপ্রা ব্রতে চান্দ্রায়নে তথা।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভুঞ্জীত যদীচ্ছেন্মোক্ষমাত্মনঃ ॥১৪॥

স্কন্দ পুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীহরির প্রসাদী অন্নে অবশেষ ও উচ্ছিষ্টদোষ হয় না। মানব ইহাকে স্তুতিবাদ মনে করিয়া নরকগামী হয় ॥১০॥

বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—জগদীশের নৈবেদ্য অন্ন পান প্রভৃতির ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার হয় না ॥১১॥

লোভ প্রভৃতির দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভোজন করিলেও ভক্ষণকারী মহাপবিত্র হয়। স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত আছে—ভক্তি পূর্ব্বক, লোভে, কৌতুকে অথবা ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত যদি শ্রীহরির প্রসাদী নৈবেদ্য আকণ্ঠ ভরিয়া করে তবে সমস্ত পাপ রাশি বিনষ্ট হয় ॥১২॥

শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদান্ন দীক্ষিত ব্যক্তিকেও পবিত্র করে,—ব্রতস্থ বিধবা ও সকল বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদী নৈবেদ্যের স্পর্শ মাত্রেই পবিত্র হয়। এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দীক্ষিত অগ্নিহোত্রীকেও পবিত্র করে ॥১৩॥

গরুড় পুরাণে বর্ণিত আছে,—হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ভক্ষণে কাল নিয়ম, চান্দ্রায়ন ব্রত প্রভৃতি বাধক হয় না, মুক্তি কামী ব্যকৃতি প্রাপ্ত মাত্রই ভক্ষণ করিবে ॥১৪॥

এবং তেনৈব পিতৃশ্রাদ্ধে দেবার্চ্চনে কৃতে অধিক ফলমাহ—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥১৫॥

যঃ শ্রাদ্ধ কালে হরিভুক্তশেষং দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাং।
তেনৈব পিণ্ডাং স্তুলসীবিমিশ্রানাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥১৬॥

তথা রুদ্রযামলে—

পায়সান্নেন যৈর্দত্তং শ্রাদ্ধং পিত্রে গয়াশিরে।
হরেরন্নেন তচ্ছ্রাদ্ধমধিকং জায়তে ততঃ ॥১৭॥

তথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

মমোপভোগভোজ্যানি যে প্রযচ্ছন্তি মৎপরাঃ।
পিতৃদেব দ্বিজাতিভ্য স্তে যান্তি মম মন্দিরং ॥১৮॥

কিঞ্চতদ্ভক্ষণে বিশেষ ফলমাহ পদ্মপুরাণে—

ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদিভিঃ।
যজ্ঞৈর্নানাবিধৈঃ পুণ্যৈ র্জপহোমাদিভিস্তথা ॥
তুলাপুরুষ দানাদ্যৈঃ কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনৈঃ।
সম্যগাচরণৈ র্বিপ্রা যৎফলং লভতে নরঃ ॥

শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত অন্নের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবার্চ্চন করিলে উক্ত কর্ম্মের অধিক ফল হয়। বলিতেছেন,—শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত অন্নের দ্বারা দেবতান্তরের অর্চ্চনা করিবে, উহা পিতৃলোককেও প্রদান করিবে, ইহার দ্বারা অনন্ত পুণ্য লাভ হয় ॥১৫॥

যে জন শ্রাদ্ধ সময়ে শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন ভক্তি পূর্ব্বক পিতৃ দেবতাকে অর্পণ করে ও তাহার দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ চিরকাল ইহাতে সুতৃপ্ত হন ॥১৬॥

রুদ্র যামল গ্রন্থে বর্ণিত আছে—যে জন বিষ্ণুর নিবেদিত পায়সান্নের দ্বারা গয়া শিরে পিতৃ পিণ্ড প্রদান করে, তাহার শ্রাদ্ধের অধিক ফল হয় ॥১৭॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও বর্ণিত আছে,—আমার প্রসাদী ভোজ্য পদার্থ প্রদান, পিতৃদেব দ্বিজাতি প্রভৃতিকে যেজন করে সে আমার ধাম লাভে সমর্থ হয় ॥১৮॥

বিষ্ণুর প্রসাদ ভক্ষণের বিশেষ ফলও বলিতেছেন—ব্রত, উপবাস, নিয়ম, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ন ব্রত, নানাবিধ যজ্ঞ, জপ, হোম প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম, তুলা পুরুষ

তৎফলং সমবাপ্নোতি বিষ্ণো র্নির্মাল্য ভক্ষণাৎ ॥১৯॥

যথা পাদ্মে—

নৈবেদ্যমন্নং তুলসী বিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তং।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুত কোটি পুণ্যং ॥২০॥

তথা স্কন্দপুরাণে ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি ভগবদ্বাক্যং—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব চ নিশ্চিতং।
ভক্ত্যা মমান্নং ভুক্ত্বাতু সান্নিধ্যং মম গচ্ছতি ॥২১॥
একতঃ সর্ব্বতীর্থানাং যৎফলং পরিকীর্ত্তিতং।
তৎফলং সমবাপ্নোতি কৃষ্ণসিদ্ধান্নভক্ষণাৎ ॥২২॥

এবং চিরস্থস্য মহাপ্রসাদস্য মহাপাবনত্বমাহ—

চিরস্থমপি শুষ্কং বা নীতং বা দূরদেশতঃ।
যথা তথোপযুক্তং তৎ সর্ব্বপাপ প্রণাশনং ॥২৩॥

এবং নিন্দকানাং মহাপাতকত্বমাহস্কান্দে ত্রিভিঃ—

নিন্দয়িত্বা মমান্নং তু বস্তুভাবেন মানবঃ।
ভুঙ্‌ক্তেঽন্যথাতু যো মোহাৎ কোটি কল্পান্ স নারকী ॥২৪॥

দান, কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, বিষ্ণুর প্রসাদী দ্রব্য ভক্ষণে সেই সকল ফল তৎক্ষণাৎই সম্পন্ন হয় ॥১৯॥

পদ্ম পুরাণে কথিত আছে—তুলসী যুক্ত চরণামৃত সিক্ত শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য যে জন প্রতিদিন গ্রহণ করে সে কোটি কোটি যজ্ঞের পুণ্য প্রাপ্ত হয় ॥২০॥

স্কন্দ পুরাণে ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—সত্য, সত্য, ইহা সুনিশ্চিত সত্য যে, যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক আমার প্রসাদী অন্ন ভোজন করে সে আমার সান্নিধ্য লাভ করে ॥২১॥

সমস্ত তীর্থের একত্র যে ফল বর্ণিত হইয়াছে—সেই সকল ফল শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী অন্নের ভোজনেই প্রাপ্ত হয় ॥২২॥

দূর দেশস্থ মহাপ্রসাদও পরম পবিত্র, ইহা বলিতেছেন—পর্য্যুসিত, শুষ্ক ও দূর দেশ হইতে আনীত, যে কোনও প্রকারে উপলব্ধ মহাপ্রসাদের সেবনে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ॥২৩॥

মহাপ্রসাদ নিন্দুকের মহাপাতক হয়। ইহার বিবরণ স্কন্দ পুরাণোক্ত তিন শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন—যে সকল মানব আমার প্রসাদান্নের প্রতি অপ্রীতি

মমান্নং নিন্দতে যস্তু মমনিন্দাং করোতি যঃ।
মদ্দর্শনেন যৎপুণ্যং তৎসর্ব্বং তস্য নশ্যতি ॥২৫॥
মমান্ননিন্দকাঃ পাপং ভুঞ্জানাশ্চ নরাধমাঃ।
মদ্দর্শনং হি বিফলং সত্যমেব সুনিশ্চিতং ॥২৬॥

কিঞ্চদেবাদীনা—মপি-দুর্লভত্বমাহ—

ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বা মানুষীং তনুমাশ্রিতাঃ।
ভোজনং কুর্ব্বতে নিত্যং মানুষাণাস্তু কা কথা ॥২৭॥
যদন্নং পাচয়েৎ লক্ষ্মীর্ভোক্তা দেবো জনার্দ্দনঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্রকাল বিচারণা ॥২৮॥
যদন্নং পাচয়েল্লক্ষ্মী র্ভোক্তা চ পুরুষোত্তমঃ।
স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন মন্তব্যং যথা বিষ্ণুস্তথৈবতৎ ॥২৯॥

প্রকরণার্থ মুপসংহরতি দ্বাভ্যাং—

সমর্পয়েৎ প্রযত্নেন তদন্নং যো দ্বিজন্মনে।
উভৌ তৌ দাতৃভোক্তারৌ বিষ্ণোঃ সাজুয্যমাপ্নুতঃ ॥৩০॥

করিয়া ভোজন করে অথবা মোহ বশতঃ ইহার অন্যথা করে, তাহারা কোটি কল্প কাল নরক ভোগ করিবে ॥২৪॥

আমার প্রসাদান্নের নিন্দাকারী ব্যক্তি আমারই নিন্দা করে, তাহাদের আমার দর্শন জনিত পুণ্য বিনষ্ট হয় ॥২৫॥

আমার প্রসাদান্ন নিন্দুক নরাধম মানবগণ পাপ ভোগ করে, তাহাদের আমার দর্শন জনিত পুণ্যফল সত্যই সুনিশ্চিত রূপে বিফল হয় ॥২৬॥

আরও বলিতেছেন—মহাপ্রসাদান্ন দেবতাগণেরও অতি দুর্ল্লভ—ইহা বলিতেছেন—ইন্দ্রাদি সকল দেবতাগণ মানুষ দেহ প্রাপ্ত করিয়া মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করে, মানুষগণ যে মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবে তাহার কথা অধিক কি ? ॥২৭॥

যে অন্নের পাক কার্য্য স্বয়ং লক্ষ্মী করেন, স্বয়ং দেব দেব জনার্দ্দনই ইহার ভোক্তা, প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করিবে, ইহার জন্য কালাকালের বিচার করিবে না ২৮

লক্ষ্মীদেবী যে অন্নের পাক করেন, পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং যাহা ভোজন করেন, তাহাতে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট দোষের বিচার করিবে না, যেমন বিষ্ণু, তেমনিই তাঁহার প্রসাদ ॥২৯॥

দুই শ্লোকের দ্বারা প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর

দ্বিজন্মন ইতি উপলক্ষণং—

অম্বরীষ নবং বস্ত্রং ফলমন্নরসাদিকং।
কৃত্বা বিষ্ণূপভোগ্যং তৎ সদা সেব্যন্ত বৈষ্ণবৈঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ে প্রসাদ মহিমানির্ণয়ং নাম ষষ্ঠবিরচনং।

—ঃ—

অথ তাবৎ পণ্ডিতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তন বিমুখঃ কথং দৃশ্যতে।

যাবতাশাস্ত্রদৃষ্ট্যা তদুপদেশাদন্যে নিস্তরিষ্যন্তি তৎ কথং তেষাং মতিব্যত্যয়ঃ উচ্যতে। 'মূর্খোদেহাদ্যহম্বুদ্ধিঃ পণ্ডিতো যস্তু মোক্ষবি'দিতি ন্যায়াদ্ য এব মোক্ষবিদ্ স চ পণ্ডিত শব্দেনোচ্যতে। স এব হরিকীর্ত্তন বিমুখঃ কদাপি ন ভবেৎ, যেতু পণ্ডিতম্মন্যাস্তেষামহঙ্কারবশান্মতিব্যত্যয়ঃ স্যাদেব। এবঞ্চ তেষাং ভক্তিব্যাঘাতো ভবতীত্যাহ।

পুত্রদারাদি সংসার পুংসাঞ্চ মূঢ়চেতসাং।
বিদুষাং শাস্ত্র সংসারঃ সদ্‌যোগাভ্যাসবিঘ্নকৃৎ ॥

প্রসাদান্ন দ্বিজাতিকে প্রদান করেন, দাতা ও ভোক্তা উভয়েই বিষ্ণুসাযুজ্যের অধিকারী হন ॥৩০॥

দ্বিজাতি শব্দ উপলক্ষণের সূচক, অর্থাৎ মানব মাত্রকে প্রদান করিবে। বলিতেছেন—হে অম্বরীষ! নবীন বস্ত্র, ফল, অন্ন, রস প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়াই বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা সেবন করিবে ॥৩১॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ে প্রসাদ মহিমা বর্ণন নামক ষষ্ঠ বিরচন সমাপ্ত।

—ঃ—

* সপ্তম বিরচন *

অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি কৃষ্ণ কীর্ত্তন বিমুখ কিপ্রকারে দৃষ্ট হয়? ইহার বিবরণ বলিতেছেন—পণ্ডিত ব্যক্তিগণের শাস্ত্রীয় উপদেশে অন্য সকল মানবের উদ্ধার হয়, কিন্তু পণ্ডিতগণের বুদ্ধি বিপর্য্যয় কি প্রকারে হয়? উত্তরে বলিতেছেন—যাহাদের দেহাদি বস্তুতে অহং বুদ্ধি, তাহারা মুর্খ, যাঁহারা মোক্ষবিদ্—তাঁহারাই পণ্ডিত। এই নিয়মে মোক্ষবিদ্ জনকেই পণ্ডিত বলা হয়। সে ব্যক্তি কদাপি শ্রীহরি কীর্ত্তন বিমুখ হইবে না, কিন্তু যাহারা পণ্ডিতাভিমানী, অহঙ্কার বশতঃ তাহাদের মতিরই বিপর্য্যয় হয়। তাহাদেরই ভক্তির ব্যাঘাত হয়, প্রমাণ

সদ্‌যোগো ভক্তিযোগ স্তস্যানুশীলনে বিঘ্নকারক ইত্যর্থঃ। এতাবতা পণ্ডিতোজনঃ পুত্রদারাদি সংসার শাস্ত্র সংসারাভ্যামতিবদ্ধঃ ব্যবহরেৎ॥১॥
নন্বু শাস্ত্রনিষ্ঠৈঃ কথং ন জ্ঞায়ত ইত্যত্রাহ—

যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী ভারস্যবাহী নতু চন্দনস্য।
তথৈব মূর্খো বহুশাস্ত্রপাঠী নতু নিশ্চয়স্য॥

নিশ্চয় জ্ঞানাভাবাৎ কিমপি ন জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ॥২॥

নন্বু পণ্ডিতম্মন্যৈঃ সংসার বাসনাবদ্ধৈরশক্যত্বাৎ শ্রবণকীর্তনাদিকং ন ক্রিয়তে, ভবতু কথং কৃষ্ণবৈষ্ণবয়োর্দ্বেষঃ ক্রিয়ত ইত্যত্রাহ দ্বাভ্যাং—

শ্রিয়াবিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥৩॥

তথা— রাজসা—ঘোর—সংকল্পাঃ কামুকা অভিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্॥৪॥

বলিতেছেন—মূঢ় চিত্ত ব্যক্তিগণের পুত্র দারাদি সংসার বলিয়া কথিত হয়। বিদ্বানগণের শাস্ত্র অভ্যাসই সংসার, ইহা ভক্তির বিঘাতক। সদ্‌যোগ বলিতে ভক্তিযোগ জানিতে হইবে, সেই ভক্তির অনুশীলনে শাস্ত্র ব্যবসায় বিঘ্ন কারক হয়! এই প্রকার পণ্ডিতগণ পুত্র দারাদি সংসার এবং শাস্ত্রাভ্যাস রূপ সংসার দ্বয়ে অতি আসক্ত হইয়া ব্যবহার করেন॥১॥

শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ইহা জানিতে পারেন না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যেমন গর্দ্দভ চন্দন কাষ্ঠের ভার বহন করে, কিন্তু চন্দন বহন করে না, সেই প্রকার বহু শাস্ত্রপাঠী ব্যক্তি মূর্খ হয়। তাহারা শাস্ত্রের অধ্যয়নই করে, কিন্তু শাস্ত্র সিদ্ধান্তের অনুকূল আচরণ করে না। শাস্ত্র সিদ্ধান্তে তাহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি না থাকায়, শাস্ত্র বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হয় না॥২॥

যাহারা পণ্ডিতাভিমানী তাহারাই সংসার বাসনা বদ্ধ চিত্ত, তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ কীর্ত্তন করা সম্ভব হয় না সত্য, কিন্তু তাহারা শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ কি প্রকারে করে? দুই শ্লোকের দ্বারা ইহার উত্তর প্রদান করিতেছেন—ধন, বিভূতি, পরিজন, বিদ্যা, ত্যাগ, রূপ, কর্মবল, কুলাভিমান প্রভৃতি মদে অন্ধ হইয়া ঈশ্বরের সহিত শ্রীহরি প্রিয় ব্যক্তিগণের অবমাননা খল ব্যক্তিগণ করে॥৩॥

রজোগুণের প্রভাবে মানব ঘোর সংকল্প, কামুক, ক্রোধী, দাম্ভিক, অভিমানী

কিঞ্চতেষাং ব্যবহরণমাহ—

কর্ম্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিত মানিনঃ।

বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যাগিরোৎসুকাঃ॥

যয়া মাধ্ব্যা গিরা উৎসুকা হৃষ্টাভবন্তি, তয়া ধন লোভাৎ পণ্ডিতম্মন্যৈর্জনস্তূয়তে। কন্দর্প সুন্দর মুখচন্দ্র ভুজ কল্পবৃক্ষেত্যাদি ॥৫॥

তথা—বদন্তিতেঽন্যোন্য মুপাসিতস্ত্রিয়ো গৃহেষু মৈথুন্য পরেষু চাশিষঃ।

যজন্ত্য সৃষ্টান্ন বিধান দক্ষিণং বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তিপশূনতদ্বিদঃ॥

নন্থু পশুমারণে দূষণং নাস্তি। 'যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা' ইত্যাদি বচন প্রামান্যাদনেকতপোলব্ধ দেহস্য সুখার্থং পশুমারণ যজ্ঞাদি বিধানং সূচিতং নেত্যাহত্রিভিঃ ॥৬॥

অথ সতাং ভূতহিংসানিষেধমপ্যাহ। শ্রীভাগবতে—

দেবসংজ্ঞিত মপ্যন্তে কৃমি বিট্ ভস্ম সংজ্ঞিতং।

ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥

ও পাপাচরণ পরায়ণ হইয়া শ্রীহরির প্রিয় ব্যক্তির উপহাস করে ॥৪॥

তাহাদের ব্যবহারও বলিতেছেন—কর্ত্তব্য বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অলস, মূর্খ পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় ও আপাতত রমণীয় কথায় উৎসুক হইয়া লোকসমূহকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য চাটু বাক্য প্রয়োগ করে। যে কথায় মানব উৎসুক ও আনন্দিত হইবে, পণ্ডিত জন ধনের লোভে জনতাকে সেই কথা শুনাইবার অভ্যাস করে। যেমন, কন্দর্পের মত সুন্দর মুখ, ভুজদ্বয় সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষের সদৃশ ইত্যাদি ॥৫॥

স্ত্রীগণই তাদের একমাত্র উপাস্য, গৃহধর্ম্ম ও মৈথুন কর্ম্মই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য, এই সকল কার্য্যের সুন্দররূপে উপভোগ করিবার জন্য জনগণের সমর্থনের প্রয়োজনে দক্ষিণা ও বিধান বিহীন অশাস্ত্রীয় ভোজনোৎসবের বিপুল অনুষ্ঠান নিরবধি তাহারা করে, তাহারা অর্থ সম্পত্তি, জীবিকার জন্য পশু বধাদিরও অনুষ্ঠান করে। পশু বধে পাপ হয় না, যজ্ঞের জন্য পশুর সৃষ্টি হইয়াছে, অনেক তপোলব্ধ মানব দেহের সুখের জন্য পশুবধ ও যজ্ঞাদির বিধান করে ॥৬॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—সজ্জনগণ কখনও ভূত হিংসা করিবে না। যে শরীর দেব, মহারাজ, প্রভু প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, তাহারও বিনাশ সময়ে কৃমি, বিট্ ও ভস্ম সংজ্ঞা হয়, অতএব তাহার জন্য প্রাণী হিংসা করা নিষ্প্রয়োজন,

নরদেব সংজ্ঞিতমপিপশ্বাদিভি র্ভক্ষিতং বিট্ সংজ্ঞিতং দগ্ধং ভস্ম সংজ্ঞিতং। অন্যথা কৃমি সংজ্ঞিতং। তৎকৃতে তদর্থং ভূতধ্রুক্ স, কিং স্বার্থং বেদ, যতো নিরয়ঃ ততঃ কিং স্বার্থং ভবতীতি পরমার্থঃ ॥৭॥

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তু র্মাতুরেববা।
মাতুঃ পিতুর্ব্বা ক্রেতুর্ব্বা বলিনোঽগ্নেঃ শুনোঽপিবা ॥
এবং সাধারণং দেহ মব্যক্ত প্রভবাপ্যয়ং।
কোবিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তিজন্তূনৃতেঽসতঃ ॥৮॥

এবমবিধি পূর্ব্বক-যজ্ঞাদিছলেন কথং পরধনাদিকং গৃহ্যতে ইত্যত্রাহ প্রহ্লাদবাক্যেন।

বিত্তেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্ত্তুঃ।
প্রেত্যেহবাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়স্ত দশান্তকামোহরতে কুটুম্বী ॥৯॥

তথা- বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ।
যঃ স্বীয় পারক্য বিভিন্নভাবস্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ ॥১০॥

কর্মফল সুনিশ্চিত, অতএব প্রাণী হিংসার জন্য নরক ভোগ অবশ্য হইবে। নরদেব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও সেই দেহ পশুর ভক্ষণে বিট্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, দগ্ধ হইলে ভস্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, অন্যথা কৃমি সংজ্ঞা যুক্ত হয়। তাহারই জন্য প্রাণীর প্রতি বিদ্বেষে কি স্বার্থ নিষ্পন্ন হইবে, কারণ উক্ত কার্য্যে কেবল নরক ফলই অর্জ্জিত হইবে ॥৭॥

এই দেহ কাহার? অন্ন দাতার? নিষেক কর্ত্তা পিতার, মাতার? মাতামহের? ক্রেতার? বলবানের? অগ্নির? অথবা কুকুরের? প্রকৃতি সৃষ্ট দেহের অধিকারী সর্ব্বসাধারণ। বিবেকী হইয়া কোন ব্যক্তি ইহার জন্য প্রাণী বিদ্বেষের দ্বারা নরক অর্জ্জন করিবে? ॥৮॥

শাস্ত্রীয় বিধি বর্জ্জিত ভোজনোৎসব, যজ্ঞাদির ছলে মানব পরধন প্রভৃতির গ্রহণ কেন করে, প্রহ্লাদের বাক্য দ্বারা ইহার উত্তর প্রদান করিতেছেন— ধনের মহত্ত্ব হৃদয়ে প্রোথিত হওয়ায় চিত্ত তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হয়, ভোজন উৎসবাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা অপরের ধনাপহরণ করিলে দোষ হয় ইহা জানিয়াও অজিতেন্দ্রিয়, অশান্ত কামী কুটুম্বী ব্যক্তি, ইহলোক পরলোকের দুঃখ বরণ করিয়াও পরস্বাপহরণ করে ॥৯॥

হে দেহেন্দ্রিয় সর্ব্বস্ব অসুরগণ! উক্ত প্রকারে দোষ সমূহ অবগত হইয়াও

বিদ্বানপি জানন্নপি স্বলোকায় আত্মপরমার্থায় স্বকীয়পরকীয়য়ো র্বিগতো ভিন্নভাবো যস্য স তথা বিমূঢ় ইব তমঃ সংসারং প্রপদ্যেত। কিঞ্চ ধর্ম্মাদিনাশেঽপি জ্ঞানং ন ভবতীত্যাহ।

কুটুম্ব পোষায় বিয়ন্নিজায়ু-র্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহতং প্রমত্তঃ।
সর্ব্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা নির্ব্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্ব রামঃ ॥১১॥

কুটুম্ব পোষার্থং বিযদ্‌গচ্ছন্ নিজায়ুর্যস্য স তথা অর্থান্ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষান্ বিহিতান্ প্রমত্তঃ স ন বুধ্যতে ন জানাতি। সর্ব্বত্রাধিভৌতিকাধিদৈবিকাধ্যাত্মিক তাপত্রয়ৈর্দুঃখিতোঽপি ন নির্বিদ্যতে তস্য জ্ঞানোৎপত্তির্ন ভবতীতি। স্বকুটুম্বে রমতে নান্যত্রেতি স তথা ॥১২॥
কিঞ্চতেষাং দুঃখানুৎপত্তৌ সুখাবাপ্তিরেব জায়ত ইত্যাহ।

অত্যন্তস্তিমিতাজ্ঞানাং ব্যায়ামেন সুখৈষিণাং।
ভ্রান্তি-জ্ঞানাবৃতাক্ষাণাং প্রহারোপি সুখায়তে ॥

কুটুম্ব পোষণের জন্য সমস্ত অশোভন কর্ম্ম করে, সে সকল কর্ম্ম কর্মকর্ত্তার সুখের নিমিত্ত হয় না। কারণ বিমূঢ় ব্যক্তি বৈষম্য বুদ্ধির দ্বারা যেরূপ নরকগামী হয়, উক্ত আচরণ কারী ব্যক্তিগণ স্ব পর রূপ ভেদ বুদ্ধির দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানে নরক গমন করে ॥১০॥

উক্ত কর্ম্ম সকলের দোষ সমূহ জানিয়াও ব্যবহারিক পারমার্থিক সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া, নিজ ও পর বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে রূপ মূঢ় ব্যক্তি নরক প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উক্ত কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ সংসার প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মাদির নাশ হইলেও জ্ঞান হয় না। বলিতেছেন,—কুটুম্ব পোষণের জন্য নিজের সমস্ত আয়ু সে নিয়োগ করে। প্রমত্ত হইয়া পারমার্থিক অর্থকে সে অবগত হয় না, কুটুম্বরাম ব্যক্তি সর্ব্বত্র তাপত্রয় যুক্ত হইয়াও ইহা হইতে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয় না ॥১১॥

কুটুম্ব পোষণের জন্যই নিজ আয়ু ব্যয় করে, প্রমত্ত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে বিধি প্রাপ্ত হইলেও জানে না। সর্ব্বত্র আধি ভৌতিক, আধিদৈবিক আধ্যাত্মিক রূপ তাপত্রয়ে দুঃখিত হইলেও নির্ব্বিন্ন হয় না, অতএব তাহার জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। সে নিজ কুটুম্বেই মুগ্ধ হয়, অন্যত্র নয় ॥১২॥

আরও বলিতেছেন,—তাহাদের দুঃখপ্রাপ্তি না হইলেও তাহাতে সুখবোধই হয়। বলিতেছেন—যাহাদের জ্ঞান অত্যন্ত লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতিকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী ॥১৩॥

কথমিত্যাহ— আত্মজায়াত্মজাগারপশুদ্রবিণ—বন্ধুষু।
নিরূঢ়মূল হৃদয়মাত্মানং বহুমন্যতে ॥

আত্মাদিষু বদ্ধমূলং হৃদয়ং যস্য স তথা। এবং আসন্ননিধনাদিকং ন দৃশ্যত ইত্যাহ ॥১৪॥

দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যে-ষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥১৫॥

এবমাচরতঃ সর্ব্বং নশ্যতি ইত্যাহ—

এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধে'হবসীদতি ॥১৬॥

অথ পণ্ডিতম্মন্যাঃ কৃষ্ণারাধন বিমুখাঃ সন্তু কিন্তু শাস্ত্রোপদেশাদন্যান্ নিস্তারয়িষ্যন্তি ইত্যত্রাহ।

ব্যায়ামের দ্বারা সুখী হইবার প্রচেষ্টা করে, কেননা ভ্রান্তি জ্ঞানে চক্ষু নষ্ট হওয়ায় লঠ্ মার হোলীর মত প্রহারেও সুখ বোধ হয়। দুঃখ বহুল কপট ধর্ম্ম যুক্ত গৃহ-ধর্ম্মে অনলস হইয়া নিরন্তর দুঃখ সমূহের প্রতিকার করিতে করিতে দুঃখকেও গৃহী ব্যক্তি সুখ বলিয়া মনে করে ॥১৩॥

কেননা,—আত্ম, জায়া, আত্মজ, আগার, পশু, ধনসম্পত্তি ও বন্ধুবর্গে নিবিড় মমতা স্থাপন করিয়া নিজেকে গৃহী সম্মানিত মনে করে। আত্মা প্রভৃতিতে অতি আসক্ত ব্যক্তিই ঐরূপ আচরণ করে ॥১৪॥

এই প্রকারে আসন্ন মৃত্যুকেও সে দেখিতে পায় না, বলিতেছেন,—দেহ, অপত্য, কলত্র প্রভৃতি, শরীর, সৈন্য প্রভৃতি অসৎ হইলেও তাহাতে সুগভীর আসক্ত হইয়া মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না ॥১৫॥

এই প্রকার আচরণ করিতে করিতে উক্ত মানবের সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। বলিতেছেন—দ্বন্দ্বারাম অশান্তাত্মা, কুটুম্ব পোষণে আসক্ত হইয়া পক্ষীর ন্যায় কুটুম্বীতে আসক্ত হইয়া উক্ত কৃপণ ব্যক্তি অবসন্ন হয় ॥১৬॥

পণ্ডিত অভিমানী ব্যক্তিগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ হয়, কিন্তু শাস্ত্রোপদেশের দ্বারা অপর ব্যক্তিকে তো উদ্ধার করে? উত্তরে বলিতেছেন,—পাঞ্চভৌতিক এই মনুষ্য দেহ, কাল, কর্ম ও গুণের অধীন, সর্পগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন অন্যের উদ্ধারে

কালকর্ম্মগুণাধীনো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।

কথমন্যাংশ্চ গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথাপরং ॥১৭॥

ননু বৈষ্ণবাশ্রয়ণেন বিষ্ণুভক্তিঃ কথং ন সাধ্যত ইত্যত্রাহ—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।

অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা স্তেপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নিবদ্ধাঃ ॥১৮॥

প্রকরণার্থমুপসংহরতি—

মতি র্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাং।

অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্ব্বণানাং ॥

তস্মাদ্ বিষয়সঙ্গদোষাৎ সর্ব্বে ন তং ভজন্ত ইতি ভাবঃ ॥১৯॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ে কৃষ্ণবৈষ্ণব বিমুখ নির্ণয়ং নাম সপ্তমং বিরচনং ॥

—ঃ—

সমর্থ হয় না তেমনি মনুষ্য কি প্রকারে অপরের উদ্ধার করিবে? কাল কর্ম ও গুণের অধীন এই পাঞ্চভৌতিক শরীর, সর্পগ্রস্থ ব্যক্তির ন্যায় অপর ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে কি প্রকারে সক্ষম হইবে ॥১৭॥

তাহারা বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্তির জন্য প্রযত্নশীল হয় না কেন? উত্তরে বলিতেছেন,—দুরাশয় ব্যক্তিগণ নশ্বর বিষয়ে অভিমানী হইয়া শ্রীবিষ্ণুকে জানিতে পারে না, অজ্ঞ জনগণ যেমন অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া গন্তব্য স্থলে উপনীত হইতে পারে না, তেমনি পরমেশ্বরের বিস্তৃত কথা রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করে ॥১৮॥

প্রকরণের উপসংহারে বলিতেছেন—গৃহ ব্রতীদের মতি শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে না, নিজের চেষ্টায়, অপরের চেষ্টায়, অথবা যৌথ চেষ্টায়ও সমর্থ হয় না। পশু যেমন রাত্রি কালে দিবসের ভুক্ত বস্তুর পদার্থের চর্ব্বিত চর্ব্বণে রত হয় তেমনি অসংযত ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তিগণের মতি নিরন্তর বিষয় ভোগে ব্যাপৃত থাকে। অতএব বিষয় সঙ্গের দোষে অসংযতেন্দ্রিয় জনগণ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে না ॥১৯॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয় গ্রন্থে কৃষ্ণ বৈষ্ণব বিমুখ নির্ণয় নামক সপ্তম বিরচন সমাপ্ত।

—ঃ—

অথ তাবৎ সর্ব্বধর্ম্মাণাং সাধ্যত্বাদ্ বৈরাগ্যস্য শ্রেষ্ঠতমত্বং।

তদ্বিনা ভগবদ্ভক্তিং সাধয়িতুং ন শক্যত ইত্যতো দ্বয়োঃ সহকারিত্ব পূর্ব্বক বৈরাগ্যনির্ণয়ং নাম বিরচনমারভতে। তত্র দ্বয়োঃ সহকারিত্বমাহ— বিরক্তি রহিতাভক্তি র্ভক্তিহীনা বিরক্ততা।

ন সিদ্ধ্যতি ন সিদ্ধ্যেত দ্বাভ্যাং দ্বে সাধয়েন্নরঃ ॥১॥

অথ তাবদ্ বৈরাগ্যং কিং নাম, উচ্যতে, মিথ্যা প্রপঞ্চেষু পুত্রদারগৃহাদিরূপ সংসার বাসনা বিনাশপূর্ব্বক মর্ত্যলোকোপভোগেষু বুদ্ধ্যাদেহ বাঙ্মনসাসক্তি নিবৃত্তি র্বৈরাগ্যং, ইহামুত্র ভোগাসক্তি নিবৃত্তিরিতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ননু কথং আসক্তি নিবৃত্তি, রুচ্যতে যাবতা গৃহাদিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থাদিবাসো বৈরাগ্যমিত্যুচ্যতাং সত্যং—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি য প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥

* অষ্টম বিরচন *

অনন্তর সমস্ত ধর্ম্ম সাধ্য বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠতমত্বের কথা বলিতেছেন, বৈরাগ্য না হইলে ভগবদ্ভক্তি হয় না, তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তি ও বৈরাগ্যের সহকারিত্ব পূর্ব্বক বৈরাগ্য নির্ণয় নাম প্রকরণের আরম্ভ করিতেছেন। তাহার মধ্যে ভগবদ্ভক্তি ও বৈরাগ্যের সহকারিতার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—বৈরাগ্য রহিত ভক্তি ও ভক্তিহীন বৈরাগ্য সম্পন্ন হয় না। অতএব মানব ভক্তি ও বৈরাগ্যের দ্বারাই ভক্তি ও বৈরাগ্য লাভের প্রযত্ন করিবে॥১॥

বৈরাগ্য কাহাকে বলে? বলিতেছেন,—পুত্রদার গৃহাদি রূপ সংসার বাসনা বিনাশ পূর্ব্বক, মর্ত্ত্যলোকের উপভোগ্য বিষয়সমূহের বুদ্ধিদ্বারা আসক্তি নিবৃত্তকে বৈরাগ্য বলা হয়। ইহলোকের ও শাস্ত্র বর্ণিত পরলোকের ভোগাসক্তির নিবৃত্তিই বৈরাগ্য। আসক্তির নিবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব? বলিতেছেন,—যে কোনও প্রকারে গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থাদি বাসকেই বৈরাগ্য বলা হউক? সত্য কিন্তু এই সম্বন্ধে বিচারণীয় এই যে—যাহাদের লৌকিক বিষয় সমূহের প্রতি মহত্ত্ববোধে তৃষ্ণা বিদ্যমান আছে, তাহাদের পক্ষে তীর্থাদি বাস প্রভৃতিতেও দোষ সমূহের সম্যক্ প্রকারে প্রকাশ হইবে, যাঁহাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি ভোগ ও জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে হইয়াছে, তাঁহারা সংযতেন্দ্রিয়, গৃহেই তাঁহাদের যথাযোগ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংযম রূপ তপস্যা সম্পন্ন হয়। অকুৎসিৎ কর্ম্মে যাহাদের

ইত্যালোচ্যাসক্তিনিবৃত্তিগ্রহণং সাধূক্তমিতি ॥২॥

অথ কথমনেক যজ্ঞতপোলব্ধানাং পুত্রদারগৃহাদীনাং সংসারবাসনা-ফলানাং মিথ্যাপ্রপঞ্চত্বমুক্ত্বাসক্তি নিবৃত্তিরুচ্যতে ইত্যত্রাহদ্বাভ্যাং—

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিপত্যন্তে স্বপ্নোনিদ্রাযুজো যথা॥

অনুদেহং প্রতিদেহং কাকশূকরাদীনাং দেহং পুত্রদারাদয়ো গচ্ছন্তি সর্ব্বজন্মনি পুত্রদারাদীনাং নিদ্রায়াং স্বপ্নবৎ প্রাপ্তিরস্তীত্যর্থঃ ॥৩॥

তথা— গৃহারম্ভোহি দুঃখায় ন সুখায় কদাচন।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে॥

তস্মাৎ পুত্রদারগৃহাদীনাং মিথ্যাপ্রপঞ্চত্বাচ্চ সর্ব্বথৈবাসক্তি স্তেষু ন কার্য্যেতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥৪॥

কিঞ্চাসক্তি যোগাদ্ মহাদুঃখী ভবেদিত্যাহ—

মার্জার ভক্ষিতে যাদৃক্ দুঃখং স্যাদ্গৃহকুক্কুটে।
নৈতাদৃঙ্মমতাশূন্যে কলবিঙ্কেঽথ মূষিকে ॥৫॥

প্রবৃত্তি হয়, সেই সব তৃষ্ণাশূন্য ব্যক্তির পক্ষে গৃহাশ্রমই বাস্তবিক তপোবন। এই সকল বিষয়ের যথাযথ ভাবে আলোচনা করিয়াই শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে আসক্তি নিবৃত্তি গ্রহণই বৈরাগ্য। ইহাই একমাত্র সাধু সিদ্ধান্ত ॥২॥

বলিতে পারেন যে অনেক পুণ্য ও সৎকর্মের দ্বারা প্রাপ্ত মানব জীবনের পরম সৌভাগ্য স্বরূপ পুত্র পত্নী গৃহ সম্পত্তি রূপ সংসার বাসনার ফল সমূহকে বাচনিক মিথ্যা প্রপঞ্চ মানিয়া তাহাদের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবার বিধান কি প্রকারে সমীচীন হয়? দুই শ্লোকে তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন-- পুত্র পত্নী ও বন্ধুগণের মিলনকে পান্থগণের পরস্পর মিলনের ন্যায় জানিবে। শরীর প্রাপ্ত হইলে উক্ত সমুদায় অনায়াসেই মিলিত হয়। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে যেরূপ অনেক ভোগ উপস্থিত হয়। অনুদেহ শব্দের অর্থ প্রতিদেহ, অর্থাৎ কাক শূকর প্রভৃতির দেহেও পুত্র দারাদির মিলন হয়। এই প্রকার সমস্ত জন্মেই পুত্র দারাদির প্রাপ্তি নিদ্রা অবস্থায় স্বপ্ন প্রাপ্তির ন্যায় জানিবে ॥৩॥ পত্নী গ্রহণ রূপ গৃহারম্ভ সুনিশ্চিত রূপে দুঃখের নিমিত্তই হয়, কখনও সুখের জন্য হয় না। সর্প অপর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহে বাস করিয়া সুখী হয়। অতএব পুত্রদার গৃহাদি মিথ্যা প্রপঞ্চ নিবন্ধন ইহাদের প্রতি সর্ব্বথা আসক্তি স্থাপন করা অনুচিৎ ইহাই তাৎপর্য্য ॥৪॥

এবং তত্ত্যাগাৎ সুখী ভবেদিত্যাহ—

সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য সসুখং সমবিন্দত ॥৬॥

এবমাশাত্যাগাৎ সুখীভবেদিত্যাহ—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুস্বাপ পিঙ্গলা ॥

তস্মান্মূলচ্ছেদাচ্ছাখাপল্লবাদিবদাসক্তিনিবৃত্তে র্মমত্বাদীনামভাব ইত্যর্থঃ ॥৭॥

নন্বেবম্ভূতানাং পুত্রদার গৃহাদীনাং সম্বন্ধে কথং নিস্তারো ভবিষ্যতীত্যত্রাহ-

কুটুম্ব্যপি ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেত কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

কুটুম্ব্যপি ন প্রমাদ্যেৎ ভগবদারাধনে সাবধানো ভবেদিত্যর্থঃ ॥৮॥

এবং— নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনঞ্চোদ্বিজয়েন্নতু।
অতিবাদাং স্তিতিক্ষেত নাবলম্বেত কঞ্চন ॥৯॥

আসক্তি স্থাপন করিলে মানব মহাদুঃখী হইবে, ইহার বিবরণ বলিতেছেন, গৃহ কুক্কুটকে মার্জ্জার ভক্ষণ করিলে যে পরিমান দুঃখ হয়, চিল মমতাশূন্য মূষিককে ভক্ষণ করিলে সে পরিমান দুঃখ হয় না ॥৫॥

মমতা পরিত্যাগ করিলেই মানব সুখী হইতে পারে, মাংসাশী ব্যক্তি মাংসের জন্য কুরর পক্ষীকে হত্যা করে, নিরামিষ ব্যক্তিগণ আমিষ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হন ॥৬॥

এই প্রকার আশা পরিত্যাগ করিলেও মানব সুখী হয়। আশাই পরম দুঃখের কারণ, পিঙ্গলা কান্তের আগমণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল অতএব যেমন বৃক্ষের মূলের উচ্ছেদ হইলে শাখা পল্লবাদি স্বয়ং শুষ্ক হয়, তদ্রূপ আসক্তি নিবৃত্ত হইলেই মমতা প্রভৃতিরও অভাব হইবে ॥৭॥

উক্ত প্রকার পুত্রদার গৃহাদি সম্বন্ধ হইতে মানব কি প্রকারে নিস্কৃতি প্রাপ্ত হইবে? বলিতেছেন—পত্নীর প্রতি আসক্ত হইবে না, প্রমাদ প্রাপ্ত হইবে না, অদৃষ্ট বস্তুকে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় বিনশ্বর জানিবে। কুটুম্বীতে আসক্ত হইও না, ভগবদ্ আরাধনে সর্ব্বথা সাবধান থাকিবে ॥৮॥

মনুষ্য হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইও না, ও মনুষ্যকে উদ্বেগ প্রদান করিবে না।

কিঞ্চ বিষয়াসক্তানাং কৃষ্ণারাধনমতিদূরে স্যাদিত্যর্থঃ—

বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥১০॥

নন্বাসক্তিযুক্তানাং দূরে কৃষ্ণাবেশ স্তিষ্ঠতু স্বধর্ম্মে নৈব নিস্তারো ভবিষ্যতীতি ব্রহ্মবাক্যেন—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানা মনোরথ ধিয়াক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা মুনয়োপি দেব যুষ্মৎ প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

স্বধর্ম্মাদি দ্বারা মননশীলা অপি কৃষ্ণপ্রসঙ্গবিমুখাঃ সন্তঃ পুনঃপুনঃ-দুর্ব্বাসনাযুক্তে সংসারে গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥১১॥

যদ্যেবং কথং নিস্তারো ভবতীত্যত্রাহ—

দিনং নক্তং প্রাতঃ পুনরপিদিনং নক্তমনুচ
প্রভাতব্যাবৃত্তিঃ পুনরুদর পূর্ত্তিঃ পুনরপি।
গিরেত্যেবং কালে গলতি পরমায়ুঃ প্রতিদিনং
মিলত্যেব শ্রেয়ঃ শ্রয়তি যদি মর্ত্ত্যো যদুপতিং ॥১২॥

পরুষ বাক্য সহ্য করিবে, তিরস্কারাদি সহ্য করিবে কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করিবে না, নিন্দাতিরস্কারাদি গ্রহণ করিবে, কোনও ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিবে না ॥৯॥

আরও বলিতেছেন—যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহাদের শ্রীকৃষ্ণারাধন অসম্ভব হয়, যেমন পশ্চিম দিকস্থ বস্তুর প্রাপ্তির জন্য পূর্ব্ব দিকে গমন করিলে উক্ত বস্তুর লাভ হয় না, তদ্রূপই উক্তস্থলে জানিতে হইবে ॥১০॥

বিষয়াসক্তি পরায়ণ জনের শ্রীকৃষ্ণাবেশ অসম্ভব হয়, ইহা মানিলাম, কিন্তু স্বধর্ম্ম আচরণে তাহাদের নিস্তার হইবে না কেন ? উত্তরে বলিতেছেন,—দিবসে বিষয়াসক্তির জন্য রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, অনেক প্রকার মনোরথে ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সমস্ত বিষয়ই দৈবের সংযোগেই মানব প্রাপ্ত হয়, অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বিমুখ মুনিগণেরও সংসার অপরিহার্য্য হয়, স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা মননশীল ব্যক্তিগণও কৃষ্ণ প্রসঙ্গ বিমুখ হইয়া পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বাসনা যুক্ত সংসারে প্রবৃত্ত হয় ॥১১॥

এই প্রকার স্থিতি হইলে মানবের নিস্তার কি প্রকারে হইবে ? বলিতেছেন- দিন, রাত, প্রাতঃকাল, পুনরায় দিবস, রাত্রি, প্রভাত, এই প্রকার উদরপূর্ত্তি

এবং কৃষ্ণপ্রসঙ্গং বিনা কালোব্যর্থ ইত্যাহ ।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চযন্নসৌ ।
তস্যর্ত্তে যৎ-ক্ষণোনীত উত্তমঃ শ্লোকবার্ত্তয়া ॥

তস্মাৎ সর্ব্বথৈব কৃষ্ণপ্রসঙ্গঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥১৩॥

যদ্যেবং সর্ব্ববিষয়োপভোগাদিকং কৃত্বা পুত্রেষু ভার্য্যাং নিঃক্ষিপ্য বনং পঞ্চাশতো ব্রজেদিত্যাদি বচন প্রামাণ্যাৎ প্রাজ্ঞৈঃ বয়স্তৃতীয়ং কৃষ্ণার্পণং কর্ত্তব্যমিত্যত্রাহ ষড়্ভিঃ প্রহ্লাদবাক্যেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং ॥১৪॥

এবং কথমিত্যত্রাহ– পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধঞ্চাজিতাত্মনঃ ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেহন্ধং প্রাপিতস্তমঃ ॥
মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ ।
জরয়াগ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ ॥
দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা ।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি ॥১৫॥

পরে পুনর্ব্বার উদর পূর্ত্তির প্রচেষ্টা। এই প্রকার অনবরত ব্যবহারে আয়ুর ক্ষয় প্রতিদিন হইতে থাকে, শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু মানব যদি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করে তবেই শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় ॥১২॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বিনা সময় ব্যর্থ হয়,—বলিতেছেন—সূর্য্যদেব উদয়াস্তের দ্বারা মানবের আয়ু হরণ করিতেছেন, উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে যে ক্ষণ অতীত তাহাই সফল হয়। অতএব সর্ব্বথা কৃষ্ণ প্রসঙ্গ করাই কর্ত্তব্য ॥১৩॥

যদ্যপি সকল বিষয়োপভোগ করিয়া পুত্রের প্রতি ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া পঞ্চাশৎ বয়ঃ ক্রমের পরে বন গমন করিবে ইত্যাদি বচন প্রমাণে অজ্ঞজন আয়ুর তৃতীয় অংশ কৃষ্ণার্পণ করিবে, এই বিধান প্রাপ্ত হইলে প্রহ্লাদ বাক্যের দ্বারা তাহার সমাধান করিতেছেন,—প্রাজ্ঞ মানব কৌমার কালেই ভাগবত ধর্ম্মাচরণ করিবে, কারণ মানুষ জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, হইলেও অর্থদ ও অধ্রুব ॥১৪॥

কেন ? তাহার কারণ বলিতেছেন—মানবের শতবর্ষ আয়ু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অজিতাত্মা ব্যক্তির তাহার অর্দ্ধেক হয়, তাহার অর্দ্ধেক আয়ু রাত্রিকালে নিদ্রায়

এবং জীবস্য কালাধীনত্বমাহ—

সঞ্চিত্বা কামবৈরঞ্চ কামানামভিতৃপ্তকং।
বিল্বীবনং সমাসাদ্য মৃত্যোরালয় মৃচ্ছতি ॥১৬॥

এবং— মর্ত্যঃ স্বকার্য্যং কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্যনবাকৃতং॥

তেনৈ তদুক্তং ভবতি কৌমার প্রভৃতি যাবজ্জীবন পর্য্যন্তং ভাগবত-ধর্ম্মানাচরেদিত্যর্থঃ ॥১৭॥ তত্র ব্যতিরেকে নিন্দামাহ।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশুভি র্নরানাং।
জ্ঞনঞ্চ তেষামধিকং বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

কৃষ্ণারাধনবিধৌ জ্ঞান বিশেষ হীনা ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

দুশ্চেষ্টিতা অপ্যরবিন্দ নাভং ক্বচিদ্ ভজন্তে জনবঞ্চনার্থং।
তথাপিতে তস্য পদং লভন্তে প্রীত্যা ভজন্তঃ কিমুসাধুশীলাঃ ॥১৯॥

ব্যতীত হয়, বাল্য ও কৈশোরের মুগ্ধতায় বিংশতি বৎসর অতীত হয়। জরা গ্রস্তের অসামর্থ্য বশতঃ বিংশতি বৎসর অতীত হয়, দূরাপূর বলীয়ান্ কাম ও মোহে গৃহাসক্ত প্রমত্ত ব্যক্তির অশেষ আয়ু ব্যতীত হয় ॥১৫॥

জীব কালেরই অধীন, বলিতেছেন.—মানব কাম ও বৈর সংগ্রহ করিয়া কাম পূরক দুর্দ্ধর্ষ গৃহস্থাশ্রমকে অবলম্বন করিয়া জন্মমৃত্যু প্রবাহের অতিথি হয় ॥১৬॥

মানব অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে নিষ্পন্ন করিবে, মৃত্যু মানবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি না, ইহার অপেক্ষা করে না। সেই জন্যই বলা হয় কৌমার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবিত কাল পর্য্যন্ত ভাগবত ধর্ম্মের আচরণ করিবে ॥১৭॥

তাহার অন্যথায় নিন্দার কথা বলিতেছেন—পশু ও মানবের সমতা আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনে দৃষ্ট হয়। পশু হইতে মানবের আধিক্য কেবল মাত্র জ্ঞানাংশে, জ্ঞান হীন মানবই পশুর তুল্য হয়। এস্থলে জ্ঞানহীন বলিতে শ্রীকৃষ্ণ আরাধন বিষয়ে জ্ঞান বিশেষ শূন্যের কথাই বলা হইয়াছে ॥১৮॥

দুরাচার পরায়ণ জনগণ দেহেন্দ্রিয় পোষণের অর্থ সংগ্রহণের জন্য ভগবদ্ ভক্তের ভান করিয়া অসৎ বৃত্তিতে মানব বঞ্চনায় ব্যাপৃত হয়। এই প্রকার হইলে বস্তুর স্বভাবের জন্য তাহাদের সদ্গতি হয়। কিন্তু প্রকৃত সাধুশীল ব্যক্তিগণ প্রীতি পূর্ব্বক যদি শ্রীহরির ভজন করেন তবে তাহার উত্তম গতির কথা সম্বন্ধে কি সংশয় থাকিতে পারে? ॥১৯॥

সাঙ্খ্যং যোগোঽথ বৈরাগ্যং তপোভক্তিশ্চ কেশবে।
পঞ্চ পর্ব্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া বিদ্বান্ হরিং বিশেৎ ॥২০॥

অথ চতুঃশ্লোকী—অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥২১॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥২২॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথাতেষু ন তেষ্বহং ॥২৩॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥২৪॥

শ্রীভগবানুবাচ- জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং।
স রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণগদিতং ময়া ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥২৫॥

সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপ, শ্রীকেশবের প্রতি ভক্তি, এই সকলকে পঞ্চপর্ব্ব বিদ্যা বলা হয়। যাহার অবলম্বনে মানব শ্রীহরির ভজন করিতে সমর্থ হয় ॥২০

অনন্তর চতুঃশ্লোকীর কথা বলিতেছেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই থাকি, স্থান কার্য্য কারণ প্রভৃতি কিছুই থাকে না, পরেও আমি থাকি, সমস্ত নিষেধ করিলেও অবশেষে আমিই থাকি ॥২১॥

অর্থ ভিন্নই যাহার প্রতীতি হয়, আত্মাতে যাহা প্রতীত হয় না, তাহাকে ঈশ্বরীয় মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন, আভাস, এবং তমঃ ॥২২॥

মহাভুত সমূহ যেমন সমস্ত উচ্চাবচ ভূত সমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টের মত প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আমি সকলের মধ্যে অবস্থিত হই, তাহারা আমার মধ্যে অবস্থিত হয় না ॥২৩॥

এই সকল কথাই জিজ্ঞাসু ব্যক্তি পরম প্রিয় শ্রীগুরুদেবের নিকটে উক্ত রূপে অবগত হইবে। যাহার বিদ্যমানতা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা ॥২৪॥

শ্রীভগবান বলিলেন—বিজ্ঞান সম্বন্ধি পরম গুহ্য জ্ঞান, রহস্য,--সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত বলিতেছেন, তাহার অবধারণ কর। আমি যেরূপ, ভাব ও গুণকর্ম যেরূপ, সবই উক্তমরূপ বর্ণন করিতেছি, একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। আমার

এতৌ পূর্ব্বচতুর্ণাং প্রথমৌ জ্ঞাতব্যৌ—

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্প বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়স্থেতানি পদ্যানি ॥২৬॥

এবং কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ব্যতিরেকেণ নিন্দনমাহ দ্বাভ্যাং—

তদ্দিনং তুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন তুর্দ্দিনং।
যদ্দিনং হরিসংলাপরসপীয়ূষ বর্জ্জিতং॥
প্রহরোঽপি প্রহারঃস্যাৎ দণ্ডোভবতি দণ্ডবং।
ক্ষণং ক্ষীণং দিনং দৈন্যং যত্র ন স্মর্য্যতে হরিঃ ॥২৭॥

তস্মাদনুক্ষণং কৃষ্ণপ্রসঙ্গঃ কার্য্য ইতি বাক্যার্থঃ। প্রকরণার্থমুপ-সংহরতি শ্রীভগবদ্বাক্যেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অমানিনা নিরভিমানেনে মানদেন সর্ব্বেষাং মাননা পুরঃসর

অনুগ্রহে জ্ঞান প্রাপ্ত করিবে ॥২৫॥

পূর্ব্বে চতুশ্লোকীর মধ্যে 'জ্ঞানং মদনুগ্রহাৎ' শ্লোক দ্বয়ের জ্ঞান সর্ব্ব প্রথম হওয়া আবশ্যক। বলিতেছেন—একাগ্র ভক্তিযোগ দ্বারা আমার উপদেশ সমূহের অবধারণ করিবে। তাহা হইলে কোনও কার্য্যে অবসন্ন হইবে না, এই সমস্ত পদ্য দ্বিতীয় স্কন্ধের নবমাধ্যায়ের হয় ॥২৬॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে নিন্দনীয় জীবন হয়। তুই শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন, সেই দিনকেই সুদিন বলা হয়, মেঘাচ্ছন্ন দিনকে তুর্দ্দিন বলা হয় না, যেদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ না হয়,—তাহাই তুর্দ্দিন, প্রহর মাত্র কাল প্রহার রূপে পরিণত হয়, প্রতি দণ্ডই দণ্ডবৎ প্রতীতি হই। সময় ক্ষণ হইতেও ক্ষীণ হয়, দিনতাও হয়, যে স্থানে শ্রীহরি স্মরণ হয় না। অতএব অনুক্ষণই কৃষ্ণ প্রসঙ্গ করা একান্ত প্রয়োজন ॥২৭॥

শ্রীশ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—তৃণ হইতেও সুনীচ হইয়া (নিরভিমানী হইয়া) বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু ও পরোপকারী হইয়া স্বয়ং মানী হইয়াও মনের লালসা বর্জ্জন পূর্ব্বক অপরকে সম্মান প্রদান করিতে করিতে সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবে। অমানিনা নিরভিমানী হইয়া, মানদেন

ব্যবহারক্রিয়াবতৈব—হরিঃ কীর্ত্তনীয়ঃ।

ইতি শ্রীমন্নরহরিচরণারবিন্দ প্রোল্লসিত শ্রীলোকানন্দাচার্য্য গ্রথিতে ভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয়ে গ্রন্থে বৈরাগ্য নির্ণয়ং নামাষ্টমং বিরচনং।

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ।

—ঃ—

সকলের যথাযোগ্য সম্মান প্রদানে রত হইয়াই শ্রীহরিনাম গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ইতি শ্রীমন্নরহরিচরণারবিন্দ প্রোল্লসিত শ্রীলোকানন্দাচার্য্য গ্রথিত ভগবদ্ভক্তি সারসমুচ্চয় গ্রন্থে বৈরাগ্য নির্ণয় নামক অষ্টম বিরচন সমাপ্ত॥

—ঃ—

চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথি
শনিবারে শুভক্ষণে গ্রন্থের হৈল সমাপ্তি,
চারিশত তিরানব্বই চৈতন্যাব্দ নাম
তাহাতেই ভক্তিসারের ভাষা করিলাম
গ্রন্থ পড়ি মোর মন মগন হইল
সে কারণে হিন্দী বাংলায় প্রকাশন কৈল
ঘোর কলিকাল হৈল অত্যন্ত দারুণ
বিদ্যাচর্চ্চাহীন সবে ইন্দ্রিয় পরায়ণ
যদি গ্রন্থ পড়ে কেহ সামাজিক জন
তবেত হইবে বিশ্বের কল্যাণ সাধন
গদাধর পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস
ভক্তিসারের ভাষা ব্যাখ্যা কৈল হরিদাস॥

শ্রীগুরবে সমর্পিতমস্তু॥

শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্

শ্রীহরিদাসশাস্ত্রি সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত গ্রন্থরত্ন		প্রকাশন সহায়তা
১। নৃসিংহচতুর্দ্দশী	(হিন্দী)	০.২৫
২। শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা	,,	৪.০০
৩। শ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন পদ্ধতি	,,	৩.৫০
৪। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা	,,	০.৫০
৫। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত মূল টীকা অনুবাদ সর্গ-(১-৪)		৫.৪০
৬। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী (মূল অনুবাদ)	,,	১.৫০
৭। সংকল্পকল্পদ্রুম (সটীক সানুবাদ)	,,	২.০০
৮। চতুঃশ্লোকী ভাষ্যম্ (সানুবাদ)	,,	৩.০০ (৮ ও ৯)
৯। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্ (সানুবাদ)	,,	
১০। শ্রীপ্রেমসম্পুটঃ (মূল টীকা অনুবাদ সহ)	,,	৪.০০
১১। ভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয় (সানুবাদ)	,,	৩.৭৫
১২। ব্রজরীতি চিন্তামণি (মূল টীকা অনুবাদ সহ)	,,	৪.০০
১৩। শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা	(বাংলা)	৪.৫০
১৪। শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধিঃ	,,	১.৭৫
১৫। ভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয়	(বাংলা)	৩.০০

প্রকাশনরত গ্রন্থরত্ন

১। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত (৫-২৩ সর্গ)	(হিন্দী)
২। বেদান্তদর্শনম্ ভাগবতভাষ্যসহিতম্	,,
৩। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ	,,
৪। হরিভক্তিসার সংগ্রহ	,,